বেণীসংহার নাটক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

মূল্য ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা।

ভূমিকা।

বেণী-সংহার নাটকের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ। বঙ্গাধিপ আদিশূর কনৌজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, তাহার মধ্যে ভট্টনারায়ণ একজন; ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ছিলেন; এই জন্য, আধুনিক বঙ্গের সমস্ত শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরই ইনি আদি-পুরুষ।

আদিশূরের পর ২১ জন রাজা হইয়া, তাহার পর বল্লাল সেন। ত্রয়োদশম শতাব্দিতে বল্লালসেন বঙ্গের অধিপতি ছিলেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের রাজত্বকাল গড়ে তিন শত বৎসর ধরিলে, আদিশূরের রাজত্বকাল দশম শতাব্দি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অতএব, আনুমানিক নবম হইতে দশম শতাব্দির মধ্যে কোন সময়ে বেণী সংহার নাটক রচিত হইয়া থাকিবে।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয় (ধৃতরাষ্ট্রের সারথি); সুন্দরক (কর্ণের অনুচর); চার্ব্বাক (তাপস-বেশধারী রাক্ষস); দুর্য্যোধনের সারথি; একজন রাক্ষস; অনুচর, দূত, সৈনিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ।

দ্রৌপদী, ভানুমতী (দুর্য্যোধনের স্ত্রী); গান্ধারী (ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী); দ্রৌপদীর পরিচারিকা; ভানুমতীর পরিচারিকা; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মাতা; একজন রাক্ষসী; ইত্যাদি।

বেণীসংহার নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

ইন্দু-করে বিকসিত মুকুল যাহার,
নিবারিত হইয়াও মধুকরগণ
পিয়ে যার মধু—হরিচরণ-বিকীর্ণ
হেন পুষ্পাঞ্জলি—সভা-নয়ন-রঞ্জন—
করুক মোদের সবে সাফল্য বিধান॥

অপিচ :—

রাধায় ত্যজিল কৃষ্ণ যবে সেই কালিন্দীর
পুলিনের পরে,
রাস-রস-প্রিয়-রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে চলে
কেলি-মান-ভরে।
কৃষ্ণ যান পিছে পিছে রাধার পদাঙ্কে পদ
করিয়া স্থাপন
—হইয়া রোমাঞ্চ তনু; প্রসন্ন দৃষ্টিতে রাধা
কৃষ্ণের মুখের পানে ফিরি' ফিরি' চাহেন তখন;
—অক্ষুণ্ণ এ অনুনয় তোমাদের করুক পোষণ॥

অপিচ ঃ—

ধূর্জ্জটি করিলা যবে ত্রিপুরে দহন,
প্রীত হয়ে দুর্গা তাহা করেন দর্শন।
অসুর-বধূরা সবে "একি হল" বলি' দেখে
ভয়েতে বিহ্বল,
দেখেন করুণ ভাবে শান্তচিত্ত তত্ত্বসার
মহর্ষি সকল,
সস্মিত দেখেন বিষ্ণু; আকর্ষিয়া অস্ত্র-শস্ত্র
দৈত্য-বীরগণ
—প্রশমিয়া বধূর উদ্বেগ— সগর্ব্বে মাভৈ বলি'
করয়ে দর্শন,
—দেবেরা সানন্দ মনে;—এ হেন ধূর্জ্জটি তোমা
করুন রক্ষণ॥

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার।—অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই।
ভারত নামেতে যেই অমৃত-আখ্যান
শ্রবণ-অঞ্জলীপুটে সবে করে পান,
তার রচয়িতা যেগো কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
আমি করি এবে তাঁর চরণ বন্দন॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এই পরিষদের মহামান্য অগ্রগণ্য সুধীবর্গের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে;—

অপর কুসুমাঞ্জলি কাব্যের প্রবন্ধ-রূপে
হেথা আমি করি বিকীরণ।
স্বল্পগুণ হইলেও মধুকর-সম সবে
মধুবিন্দু করিও গ্রহণ॥

এখন আমরা, সিংহ-লক্ষণান্বিত কবি ভট্টনারায়ণের রচিত বেণীসংহার নামক নাটক অভিনয় করতে উদ্যত। তা, কবি-পরিষদের অনুরোধেই হোক্, উদাত্ত আখ্যান-বস্তুর গৌরবেই হোক্, নবনাটক দর্শনের কৌতূহলেই হোক্, আপনারা এক্ষণে অবহিত হয়ে দর্শন শ্রবণ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

(নেপথ্যে)

মহাশয়! শীঘ্র করুন—শীঘ্র করুন। এই রাজ-পুরুষ আর্য্য বিদুরের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত নটদের এই কথা বল্চেন:—"বাদ্য-বিন্যাসাদি সমস্ত কার্য্য এখনি আরম্ভ করে দেও। এখন দৈবকী-নন্দন চক্রপাণির প্রবেশ-কাল। তিনি ভরত-কুলের হিত-কামনায় স্বয়ং দৌত্য স্বীকার করে' মহারাজ দুর্য্যোধনের সন্নিবিষ্ট শিবিরের দিকে যাত্রা করতে উদ্যত, তাঁর সঙ্গে পরাশর নারদ তুম্বুরু জামদগ্ন্য প্রভৃতি মুনিগণও আস্চেন।"

সূত্রধার।—(শুনিয়া সানন্দে)

ও গো! দেখ দেখ! যিনি সকল জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, সেই কংসারি বিষ্ণু, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-প্রলয়াগ্নি প্রশমনার্থ দৌত্য স্বীকার করে' ভরতকুলকে ও সেই সঙ্গে সকলকেই অনু-গৃহীত করেচেন্। তবে পারিপার্শ্বিক! তুমি এখনও কেন নট-দের নিয়ে ঐক্য-সঙ্গীত আরম্ভ করচ না বল দিকি?

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—আচ্ছা, এই আমি আরম্ভ করে' দিচ্চি। কোন্ ঋতুর উপযোগী গান হবে বলুন দিকি ?

সূত্র।—যে ঋতুতে চন্দ্রাতপ, নক্ষত্র, গ্রহ, ক্রৌঞ্চ, হংস, সপ্তচ্ছদ, কুমুদ, কোকনদে, ও কাশ-কুসুম-পরাগে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত, যে ঋতুতে জলাশয়ের জল স্বাদু, সেই শরৎকালকে আশ্রয় করে' সঙ্গীত-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এই শরৎকালে ঃ—

* সুপক্ষ মধুরভাষী মদগর্ব্বে সমুদ্ধত
যাহাদের আরম্ভ-উদ্যম
—সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পূরি' আশা, কাল-বশে
ধরাপৃষ্ঠে হইল পতন ॥

পারি।—(সভয়ে) মহাশয়! থাক্ থাক্, ও-সব কথায় কাজ নেই।

সূত্র।—(অপ্রতিভ হইয়া সস্মিত) মারিষ! শরৎ-কালের বর্ণনায় আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ হংসের কথা বল্‌ছিলেম—রাজপুত্রদের কথা নয়।

পারি।—কি জানি মশায়—কিন্তু আপনার এই অমঙ্গলের কথাটা পাছে সত্যি হয়, তাই মনে করে' আমার বুকটা যেন কাঁপচে।

সূত্রধার।—মারিষ! সে সব কিছু ভেবো না—কংসারি শ্রীকৃষ্ণ

---

* ইহা দ্ব্যর্থাত্মক। ধার্ত্তরাষ্ট্র—এক জাতীয় হংস ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ। সুপক্ষ—উৎকৃষ্ট পাখা ও সৈন্য। আশা—দিক ও মনোরথ। মানস সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধরাপৃষ্ঠে হংসদের অবতরণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও প্রথমে নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিয়া শেষে রণক্ষেত্রে পতন।

যখন সন্ধির জন্য স্বয়ং দৌত্য কার্য্যের ভার নিয়েছেন, তখন সব অমঙ্গল দূর হবে।

বৈরানল নির্ব্বাপিয়া,

অরিগণে করি' প্রশমিত

পাণ্ডুপুত্রগণ সবে

হোক্ সুখী মাধব-সহিত।

† রক্ত-প্রসাধিত-ভূমি

আর যাঁরা বিক্ষত-বিগ্রহ

—সেই কুরু-পুত্রগণ

স্বস্থ হোন্ ভৃত্যগণ-সহ॥

(নেপথ্যে—তিরস্কার-সহকারে)

আরে! দুরাত্মা বৃথা-অমঙ্গল-পাঠক নটাধম!

লাক্ষা-গৃহ জ্বালাইয়া, বিষ-অন্ন খাওয়াইয়া

কেশ-বস্ত্রে ধরি' টানি'

সভা মাঝে দ্রৌপদী বধূকে,

—জীবিত থাকিতে আমি— ধনে প্রাণে করি' হানি

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ

পারিবে কি থাকিতে গো সুখে?

(উভয়ের শ্রবণ)

পারি।—মহাশয়! কোত্থেকে এ কথাটা আস্‌চে?

---

† ইহাতেও দ্ব্যর্থ আছে। রক্ত-প্রসাধিত ভূমি=অনুরক্তগণকে যাঁরা ভূমি দান করেছেন ও যাঁদের রক্তে ভূমি অলঙ্কৃত হয়েছে। বিগ্রহ=দেহ ও যুদ্ধ। স্বস্থ=স্বর্গস্থ ও সুস্থ।

সূত্র।—(পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া) এই যে, বাসুদেবের আগমনে, কুরুদের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রুদ্ধ ভীমসেন পৃথুল ললাটতলে বিকট ভ্রুকুটি ধারণ করে', খর-দৃষ্টিপাতে আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করতে-করতে সহদেবের সহিত এই দিকে আস্‌চেন। তা, এখন ওঁর সম্মুখে থাকাটা আমাদের ভাল নয়। আসুন, আমরা অন্যত্র যাই।

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

(সহদেবের সহিত ক্রুদ্ধ ভীমসেনের প্রবেশ।)

ভীম।—আরে! দুরাত্মা বৃথা-অমঙ্গল-পাঠক নটাধম! (ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

সহদেব।—(সানুনয়ে) দাদা! ক্ষান্ত হোন্ ক্ষান্ত হোন্। নটমুখের বাক্য আমাদেরি অনুকূল। দেখুন :—(বৈরানল নির্ব্বাপিয়া ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক) "বৈরানল নির্ব্বাপিয়া" ইত্যাদি যা বলেচে সে তো যথার্থ কথা। আরও এই কথা বলেচে "সভৃত্য কৌরবেরা রক্তালঙ্কৃত-ভূমি ও ক্ষত-দেহ হয়ে স্বস্থ হোক্ অর্থাৎ স্বর্গস্থ হোক্!"

ভীম।—(তিরস্কার-সহকারে) না না, কৌরবদের অমঙ্গল চিন্তা করা কি তোমাদের উচিত? যাও তোমরা সব ভাই মিলে তাদের সঙ্গে সন্ধি কর গে।

সহ।—(সরোষে) দাদা!

ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা পদে-পদে করিয়াছে
বৈর-আচরণ,

কোন্ অনুজেরা তব সহিত তা'—নৃপতি না
করিলে বারণ ?

ভীম।—সে কথা সত্য। তাই, আজ হতে তোমাদের থেকে আমি পৃথক্ হলেম। দেখ :—

কৌরবদিগের সনে ঘটিল শত্রুতা মোর
আমি শিশু ছিলাম যখন,
তাহাদের বিদ্বেষের নহে রাজা—অরজুন
অথবা গো তোমরা কারণ।
তব সংযোজিত সন্ধি—ভীম হয়ে ক্রোধে প্রজ্জ্বালিত—
জরাসন্ধ-বক্ষ সম করিবে গো পুন বিয়োজিত॥

সহ।—(অনুনয়-সহকারে) দাদা, তুমি অত ক্রুদ্ধ হলে মহারাজ বোধ হয় মনে মনে কষ্ট পাবেন।

ভীম।—কি ?—দাদা কষ্ট পাবেন ? তিনি কি জানেন, কষ্ট কাকে বলে ? দেখ :—

দেখিলেন যবে দাদা পাঞ্চালীর সেই দশা
নৃপ মাঝে রাজার সভাতে ;
অরণ্যে মোদের বাস বহুকাল ধরি' যত
বলকল-ধারী ব্যাধ-সাথে ;
বিরাট-নিবাসে মোরা অনুচিত কাজে লিপ্ত
কত দিন ছিনু সঙ্গোপনে ;
—এই সব কুরু-কার্য্যে আমার এ কষ্ট দেখি'
তাঁর কষ্ট হয়েছিল মনে ?

তাই বল্‌চি সহদেব, তুমি ফিরে যাও। যার বহুদিনের সঞ্চিত

ক্রোধ এখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেচে, সেই ভীমের এই কথা গুলি তুমি রাজাকে জানাও গে।

সহ।—দাদা, কি কথা জানাবো?

ভীম।— সহিষ্ণু অনুজ-মাঝে
তব আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
পাপে মগ্ন হয়ে আমি
হইয়াছি নিন্দার ভাজন।
রক্তারুণ গদা মোর ক্রোধ-বশে উত্তোলিয়া
উন্মত করিতে আমি কৌরব-বিনাশ।
আজ হতে জেনো দাদা, তুমি নহ প্রভু মোর,
আমিও নহি গো তব আজ্ঞাবহ দাস॥

—এই কথা জানিও। (উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ)

সহ।—(ভীমের অনুগমন করিয়া) এ কি! দাদা যে দ্রৌপদীর অন্তঃপুরের দিকে গেলেন! আচ্ছা আমি তবে এই খানেই থাকি। (অবস্থান)

ভীম।—(ফিরিয়া আসিয়া ও অবলোকন করিয়া) সহদেব! তুমি দাদার অনুবর্ত্তী হও। আমিও অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইগে।

সহ।—দাদা! ওতো অস্ত্রাগার নয়—ওযে পাঞ্চালীর অন্তঃপুর।

ভীম।—(মনেমনে বিতর্ক করিয়া) কি? এ অস্ত্রাগার নয়?—এ পাঞ্চালীর অন্তঃপুর? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হাঁ, পাঞ্চালীর সঙ্গেও আমার পরামর্শ করতে হবে। (সস্নেহে সহদেবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ভাই, তুমিও এসো। কৌরবদের সঙ্গে দাদা

সন্ধি ইচ্ছা করে' আমাদের কি কষ্ট দিচ্চেন তা তুমিও দেখ।
(উভয়ের প্রবেশ)

দৃশ্য।—প্রাসাদের অন্তঃপুর।

ভীম।—(সক্রোধে ভূতলে উপবেশন)

সহ।—(ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে) দাদা! এইখানে আসন পাতা আছে, এইখানে বসে' মুহূর্ত্তকাল কৃষ্ণার আগমন প্রতীক্ষা করুন।

ভীম।—দেখ ভাই, "কৃষ্ণার আগমন"—এই কথার প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নাম মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, ভগবান কৃষ্ণ, কিরূপ সন্ধি করবার জন্য সুযোধনকে বলে' পাঠিয়েছেন?

সহ।—দাদা! পাঁচটি গ্রামের পণে।

ভীম।—(কান ঢাকিয়া) ওঃ! এ যদি সত্য হয়, মহারাজ অজাত-শত্রুর তেজের কতটা অপকর্ষ হয়েচে—শুনে আমার হৃদয় যেন কাঁপ্‌চে। দেখ ভাই, তুমি যেন এ কথা ভীমকে বল নি—ভীমও যেন এ কথা কিছুই শোনে নি। (ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

ক্ষাত্র-তেজ যাহা ছিল
অগ্রজের প্রচণ্ড দুর্জ্জয়
দ্যূত-ক্রীড়াকালে তাও
হারাইলা নৃপতি নিশ্চয়॥

(নেপথ্যে)

ঠাকুরাণি! অত অধীর হবেন না।

সহদেব।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে,

দ্রৌপদী অশ্রুজল কোনরূপে সম্বরণ করে' দাদার কাছে আস্‌চেন। এইবার দেখ্‌চি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত।

আর্য্য আজি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বৈদ্যুতিক জ্যোতি
করেন ধারণ
—বর্ষা-সম কৃষ্ণা আসি' নিশ্চয় তাহারে আরো
করিবে বর্দ্ধন ॥

(দাসীর সহিত সেইরূপ ভাবে দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌপদী।—(ছল-ছল চোখে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

দাসী।—ঠাকুরাণি! অত অধীর হবেন না। কুমার ভীমসেন কৌরবদের বদ্ধ-শত্রু, তিনি নিশ্চয় আপনার কোপ শান্তি করবেন।

দ্রৌ।—ওলো বুদ্ধিমতিকে! তা হতে পারে যদি মহারাজ প্রতিকূল না হন। তাই নাথকে দেখ্‌বার জন্য আমার হৃদয় উৎসুক হয়েচে। আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে চল্‌।

দাসী।—এই দিকে ঠাকুরাণি, এই দিকে। (পরিক্রমণ) এই তাঁর ঘর—প্রবেশ করুন।

দৃশ্য।—ভীমের কক্ষ।

দ্রৌ।—নাথকে বল্‌, আমি এসেছি।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকুরাণি! (পরিক্রমণ করতঃ নিকটে আসিয়া) কুমারের জয় হোক্‌!

ভীম।—(না শুনিয়া, "ক্ষাত্র-তেজ যাহা ছিল" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

দাসী।—(ফিরিয়া আসিয়া) ঠাকুরাণি! একটা সুসংবাদ দি। দেখে মনে হল, কুমার যেন কুপিত হয়ে আছেন।

দ্রৌ।—ওলো, তা যদি হয়, ওঁর অবজ্ঞাতেও আমার মনে সান্ত্বনা হচ্চে। আচ্ছা তবে এইখানে একান্তে বসে শোনা যাক, নাথ কি বল্‌চেন। (উভয়ের তথাকরণ)

ভীম।—(সহদেবের প্রতি) কি?—পঞ্চ গ্রামের পণে সন্ধি?—

শত শত কৌরবের
—রণে আমি সংহারিব প্রাণ।
দুঃশাসন-বক্ষ-হতে
রুধির করিব আমি পান।
গদায় করিব চূর্ণ
দুর্য্যোধন-উরুস্থল আজ
করুন না সন্ধি কেন
পণ লয়ে তব মহারাজ॥

দ্রৌ।—(সহর্ষে, জনান্তিকে) নাথ! এরূপ কথা তো তোমার আগে কখন শুনি নি—ঐ কথা আবার বল, আবার বল।

ভীম।—(না শুনিয়া, "শত শত কৌরবের" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

সহ।—দাদা! মহারাজ যা বলে' পাঠিয়েচেন, আপনি তার গূঢ় তাৎপর্য্য ঠিক্ গ্রহণ করতে পারেন নি।

ভীম।—এর আবার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

সহ।—মহারাজ এইরূপ বলে পাঠিয়েছেন:—

ভীম।—কার নিকট?

সহ।—দুর্য্যোধনের নিকট।

ভীম।—কি বলে' পাঠিয়েচেন?

সহ।—

ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত
যাহাদের নাম
—চারি গ্রাম দেও মোরে, তাহা ছাড়া পঞ্চমেতে
আরো কোন গ্রাম॥

ভীম।—তার পর কি?

সহ।—তাই, এই চার নামের গ্রাম প্রার্থনা করায়, আর পঞ্চম গ্রামের নাম উল্লেখ না করায়, আমার মনে হয়, বিষভোজন, জতুগৃহ, দ্যূত-সভাদি অপকার-স্থান স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েচে।

ভীম।—(দর্প-ভরে) ভাই! এতে হল কি?

সহ।—দাদা! এর দ্বারা স্বগোত্র ক্ষয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করা হল; আর, কুরুরাজের সহিত সন্ধি হতে পারে না, এই কথা বলা হল।

ভীম।—এ সমস্তই অনর্থক; কেন না, এখান থেকে আমরা বনে গিয়ে যখন সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংশ করব বলে' প্রতিজ্ঞা করি, তখনি ত প্রকারান্তরে বলা হয়েছিল, কুরুদের সহিত সন্ধি হতে পারে না। তা ছাড়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কুলক্ষয় হবে বলে' লোক-মাঝে তো প্রসিদ্ধই আছে।

সহ।—(লজ্জিত)

* ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ খাণ্ডবপ্রস্থে নির্ব্বাসন—বৃকপ্রস্থ অর্থাৎ বৃকোদর ভীমের বিষ পান—জয়ন্ত অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়—বারণাবত অর্থাৎ জতুগৃহ দাহন ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া শেষে পঞ্চম গ্রাম অর্থাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি সূচক সংগ্রাম প্রার্থনা।

ভীম।—কি?—আরে মূর্খ! এটা তোমাদের লজ্জার বিষয় হল?

তব লজ্জা হল, শুনি'— ক্রোধবশে লোক-মাঝে
শত্রুর নিধন?
আর, নাহি লজ্জা হয় পত্নীর স্বচক্ষে দেখি'—
কেশ-আকর্ষণ?

দ্রৌ।—(জনান্তিকে) নাথ, এদের তো লজ্জা নেই। কিন্তু তুমিও কি আমাকে বিস্মৃত হবে?

ভীম।—দেখ ভাই, পাঞ্চালীর এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

সহ।—দাদা! তিনি অনেক ক্ষণ হল এসেছেন—রোষের আবেশে আপনি তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম।—(দেখিয়া সাদরে) দেবি! আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল, তাই তুমি কখন্ এসেছ জান্‌তে পারি নি। তুমি কিছু মনে কোরো না।

দ্রৌ।—নাথ! তুমি যদি উদাসীন হও, তাহলেই মনে করব। কুপিত হলে কিছু মনে করব না।

ভীম।—তোমার যদি অপমান বোধ না হয়ে থাকে (হস্ত ধরিয়া, পাশে বসাইয়া, মুখাবলোকন) তবে কেন তোমাকে এরূপ উদ্বিগ্ন দেখ্‌চি বল দিকি?

দ্রৌ।—(কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস) নাথ! তুমি কাছে থাক্‌তে আমার আর উদ্বেগ কিসের?

ভীম।—না, তুমি উদ্বেগের কারণটা আমাকে বল্‌চ না। (কেশ অবলোকন করিয়া) অথবা বলেই বা কি হবে?

জীবিত ও সন্নিকটে
থাকিতে গো পাণ্ডুপুত্রগণ

পাঞ্চাল-দুহিতা যবে
এ বৈধব্য করেন বহন ।

দ্রৌ।—ওলো বুদ্ধিমতিকে! নাথকে বল্, আমার অপমানে আর কারই বা কি কষ্ট হয়েচে?

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকুরাণি! (ভীমের নিকটে আসিয়া, অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) কুমার! আজ দেবীর এ অপেক্ষাও অধিক কোপের কারণ আছে।

ভীম।—কি? এর চেয়েও অধিক?—বল বল।

মুক্তবেণী এই কৃষ্ণা —যিনি কুরুবংশ-বনে
মহা ঘোর ধূম-শিখা সম—
এঁর গাত্র পরশিয়া: সেই কুরু-দাবানলে
কে করে পতঙ্গ-আচরণ?

দাসী।—শুনুন কুমার! আজ দেবী মায়ের সঙ্গে, সুভদ্রা প্রভৃতি সপত্নীবর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে, গান্ধারী ঠাকুরাণীর পাদবন্দন করতে গিয়েছিলেন।

ভীম।—ঠিকই করেছিলেন, কেন না গুরুজনেরা প্রণম্য; তার পর, তার পর?

দাসী।—তার পর ফিরে আস্‌বার সময়, দেবীকে ভানুমতী দেখ্‌তে পেলেন—

ভীম।—(সক্রোধে) আঃ! শত্রু-পত্নী দেখ্‌তে পেলে? ঠিক্! ঠিক্! এ স্থলে দেবীর ক্রোধ হবারই কথা। তার পর, তার পর?

দাসী।—তার পর, তিনি দেবীকে দেখে, সখীর মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্লেন—

ভীম।—শুধু দেখ্‌লে তা নয়—আবার কথা বল্লে? ওঃ! কি করা যায়?—তার পর, তার পর?

দাসী।—"ওগো যাজ্ঞসেনি! শোনা যাচ্চে নাকি, সম্প্রতি পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করা হয়েচে। তবে, এখনও কেন তোমার চুল বাঁধা হয় নি বল দিকি?"

ভীম।—সহদেব!—শুনলে?

সহ।—দাদা! ও তো দুর্য্যোধনের স্ত্রীর উক্তি। দেখুন:—

সাহচর্য্য-বশে শুধু স্বামীর সদৃশ হয়
স্ত্রীগণের চিত।
বিষ-বৃক্ষাশ্রিতা-লতা মধুর হলেও করে
অন্যেরে মূর্চ্ছিত॥

ভীম।—বুদ্ধিমতিকে! তার পর, দেবী কি বল্লেন?

দাসী।—কুমার! দাসী সঙ্গে থাক্‌লে তিনি নিজে কিছু বলেন না।

ভীম।—আচ্ছা, তুমি কি বল্লে, বল।

দাসী।—কুমার! আমি এই কথা বল্লেম;—"বলি ওগো ভানুমতি! তোমার চুল বাঁধা থাক্‌তে, আমাদের ঠাকুরাণী কেমন করে' চুল বাঁধেন বল দিকি?"

ভীম।—(পরিতুষ্ট হইয়া) বেশ বলেচ বুদ্ধিমতিকে! আমাদের দাসীর উপযুক্ত কথাই হয়েচে। (নিজের আভরণাদি বুদ্ধিমতিকাকে প্রদান করিয়া অধীর ভাবে আসন হইতে উত্থান) ওগো পঞ্চাল-তনয়ে! আর দুঃখ কোরো না—অধিক আর কি বল্‌ব, শোনো আমি কি করতে যাচ্চি—শীঘ্রই দেখ্‌বে, ভীম:—

চলন্ত-ভুজ-ঘূর্ণিত
প্রচণ্ড সে গদার আঘাতে
চূর্ণি' দুর্য্যোধন-উরু,
ঘন-রক্ত-লিপ্ত সেই হাতে
মুক্তকেশ তব, দেবি!
বন্ধন করিয়া দিবে মাথে॥

দ্রৌ।—নাথ! কুপিত হলে তোমার অসাধ্য কি আছে? তোমার ভ্রাতারাও যেন সর্ব্বপ্রকারে এ কার্য্যে অনুমোদন করেন।

সহ।—এ কার্য্য আমাদেরও অনুমোদিত।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

সকলে।—(সবিস্ময়ে শ্রবণ)

ভীম।—

মন্থ-দণ্ড সঞ্চালনে অর্ণব-সলিলে যার
গহ্বর প্লাবিত,
—সে মন্দর-গিরি হতে সুগভীর ধ্বনি যথা
হয় সমুত্থিত,
শত ভেরী ঢক্কা-নাদে প্রলয়-সংঘট্ট-ঘটা
যথা নিনাদিত,
কৃষ্ণা-ক্রোধ-অগ্র-দূত কুরুপতি-বধ-রূপ
ঘোর ঝঞ্ঝা-সম
—সিংহ-প্রতিধ্বনি-প্রায়— কে এ দুন্দুভি ঘোর
করে গো বাদন?

(ত্রস্তব্যস্ত ভাবে কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী।—ইনি নিশ্চয় ভগবান বাসুদেব।

সকলে।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুত্থান)

ভীম।—কোথায়—কোথায় ভগবান ?

কঞ্চু।—পাণ্ডব-পক্ষপাতী বলে' সুযোধন তাঁকে বন্ধন করবার উপক্রম করেছিল।

সকলে।—(ভয়-ব্যাকুল)

ভীম।—কি ?—তিনি কারাবদ্ধ ?

কঞ্চু।—না না, তাঁকে বন্ধন করবার উপক্রম করেছিল।

ভীম।—ভগবান কি করলেন ?

কঞ্চু।—তার পর, ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শন করায়, তারই তেজঃ-পুঞ্জে কুরুকুল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল; তখন তাদের পরি-ত্যাগ করে' আমাদের শিবিরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আর, এখন তিনি কুমারকে শীঘ্র দেখ্‌তে চাচ্চেন।

ভীম।—(উপহাস-সহকারে) কি ? দুরাত্মা সুযোধন ভগবানকে বন্ধন করতে চায় ? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) আরে দুরাত্মা কুরু-কুল-কলঙ্ক! এইরূপ ভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে', এখন দেখ্‌চি তুই পাণ্ডব-ক্রোধের শুধু উপলক্ষ্য-মাত্র হলি।

সহ।—দাদা! এই হতভাগ্য দুরাত্মা সুযোধন, ভগবান বাসু-দেবকে কি এখনও চেনে নি ?

ভীম।—ভাই! ও নিতান্ত মূঢ়—কি করে' চিন্‌বে বল ? দেখ :—

আত্মাতে যাঁদের রতি, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে
যাহারা নিরত,

জ্ঞানোদ্রেকে যাঁহাদের মোহ-তমো-গ্রন্থিচয়
হয়েছে বিগত
—সাত্ত্বিক সে মুনিগণ কোনরূপে যাঁহারে গো
করেন দর্শন,
যিনি—কি জ্যোতি, কি তম— দুয়েরি অতীত, যিনি
দেব সনাতন
—তাঁহারে কেমনে বল জানিবে গো স্বরূপত
অজ্ঞানান্ধ জন ?

মৈত্রেয় মহাশয় ! গুরুজনেরা এখন কি কাজে প্রবৃত্ত ?

কঞ্চু।—এখন কি কাজে প্রবৃত্ত, কুমার স্বয়ং গেলেই সব জানতে পারবেন। (প্রস্থান)

নেপথ্যে।—(কোলাহল) ওগো ! দ্রুপদ, বিরাট, বৃষ্ণি, অন্ধক, সহদেব প্রভৃতি আমাদের সেনাপতিগণ ! আর, কৌরব সৈন্যের প্রধান যোদ্ধাগণ ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর :—

সত্যভঙ্গ-ভীরুজন
যত্নে যাহা করিলা স্থগিত,
শান্ত জন শান্তি-তরে
চাহিল যা হইতে বিস্মৃত,
সেই সে ক্রোধের জ্যোতি, হয়ে আলোড়িত ঘোর
দ্যূতের মন্থনে,
হইয়া বর্দ্ধিত আরো নৃপসুতা দ্রৌপদীর
কেশ-আকর্ষণে,
যুধিষ্ঠির-চিত্ত-মাঝে হয়ে উদ্ভাসিত
কুরু-বনে দেখ এবে হয় প্রকাশিত ॥

ভীম।—(শুনিয়া সহর্ষে ও সক্রোধে) দাদার ক্রোধানল জ্বলে উঠুক, জ্বলে উঠুক—অবাধে জ্বলে উঠুক।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রৌ।—(সবিস্ময়ে) নাথ! প্রলয়কালের ঘোরতর মেঘগর্জ্জনের মত, কি জন্য ক্ষণে ক্ষণে এই দুন্দুভি-ধ্বনি হচ্চে?

ভীম।—দেবি! আর কি? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ হল।

দ্রৌ।—(সবিস্ময়ে) এ কিসের যজ্ঞ?

ভীম।—রণ-যজ্ঞ। দেখ :—

এ যজ্ঞে চারিজন মোরা যজমান,
দীক্ষা-গুরু আমাদের হরি-ভগবান।
দীক্ষিত হইলা দেখ
এই রণযজ্ঞে নরপতি।
দ্রৌপদী গৃহীত-ব্রতা;
যজ্ঞ-পশু কুরুর সন্ততি।
প্রিয়া-অপমান-ক্লেশ-
উপশম—এ যজ্ঞের ফল।
রাজন্যের নিমন্ত্রণে
যশো-ঢাক্ বাজে এ সকল॥

সহ।—দাদা! গুরুজনের আজ্ঞা-অনুসারে এখন তবে নিজ নিজ বলবিক্রমের অনুরূপ কাজ করা যাক্, চল।

ভীম।—ভাই! দাদার আদেশ-অনুসারে কার্য্য করতে আমরা

প্রস্তুত—চল। (উঠিয়া) দেবি! আমরা কুরু-বংশ ধ্বংশ করতে চল্লেম।

দ্রৌ।—(ছল-ছল চোখে) নাথ! অসুর-সমরাভিমুখী হরের ন্যায় তোমাদের মঙ্গল হোক্!

দাসী।—আরও এই কথা দেবী বল্‌চেন:—নাথ! যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে এসে আবার আমাকে সান্ত্বনা কোরো।

ভীম।—দেবি! মিথ্যা সান্ত্বনায় কি ফল?

বহুবিধ অপমানে ক্লান্তি ও লজ্জায় হয়ে
মলিন-আনন,
ফিরিবে না কভু ভীম না করিয়া কুরুকুলে
সমূলে নিধন॥

দ্রৌ।—নাথ! দ্রৌপদীর অপমানে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, দেখো যেন রণক্ষেত্রে আপনার শরীরের প্রতি উদাসীন হয়ো না—কেননা, শুন্‌তে পাই নাকি, শত্রু-সৈন্যের মধ্যে অতি সাবধানে বিচরণ করতে হয়।

ভীম।—ও গো সুক্ষত্রিয়ে!

পরস্পর আক্রমণে গজ-দেহ বিদারণে
সঞ্চিত যে রক্তমাংস-পঙ্ক
—তাহে মগ্ন রথ কত, তদুপরি উঠে যত
মহাবল পদাতি নিঃশঙ্ক।
রক্ত-নদী বহে' যায়, পান-সভা বসে তায়,
অশিব শিবারা মাতি' করে তূর্য্যধ্বনি।

তাহে নাচে তালে তালে, কবন্ধেরা পালে পালে,
—প্রলয়-জলধি সম এই রণ-ভূমি।
এই জলধির জলে হয়ে আনন্দিত,
বিচরিতে পাণ্ডুপুত্র সবে সুপণ্ডিত॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজ দুর্য্যোধন আমাকে এই আদেশ করলেন :—"দেখ বিনয়ন্ধর, তুমি শীঘ্র গিয়ে দেবী ভানুমতীকে অন্বেষণ কর; তিনি মাতৃগণের পাদবন্দনাদি করে' ফিরে এসেছেন কি না জেনে এসো। কেননা, তাঁকে দর্শন করে' তার পর রণক্ষেত্রে গিয়ে কর্ণ, জয়দ্রথ, প্রভৃতি অভিমন্যু-নিহন্তা ক্ষত্রিয়গণকে সম্মানের সহিত অভিনন্দন করতে হবে।" তাই, আমার এখন শীঘ্র যেতে হবে। কি আশ্চর্য্য! সকলই মহারাজের ইচ্ছা ; তাঁর নিয়োগেই, বার্দ্ধক্যে অভিভূত হয়েও, কেবল মাত্র পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই অন্তঃপুরে আমার এখন বাস করতে হচ্চে ; অথবা, জরাকেই বা বৃথা কেন তিরস্কার করি, অন্তঃপুর-কর্ম্ম-চারী মাত্রেরই তো আমারি মত বেশভূষা ও আমারি মত, চেষ্টা-চরিত্র। দেখ, তাই :—

—যথার্থই থাকে যদি, ঊর্দ্ধে কিছু—তবু নাহি
ঊর্দ্ধে কভু করি গো দর্শন।
শুনেও শুনি না কানে, শক্তি থাকিলেও দেহে
হাতে যষ্টি করি গো ধারণ।
ভূমি মাড়াইয়া চলি মন দিয়া সযতনে,
উদ্ধত ভাবে কভু না করি গমন।
যাহা করি, সকলি সে জীবিকার অনুরোধে
—বার্দ্ধক্য-জনিত তাহা নহে কদাচন॥

(পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া—আকাশে) ওগো বিহঙ্গিকে ! শ্বশ্রূজনের পাদবন্দনা করে' ভানুমতী কি ফিরে এসেছেন ? (কান পাতিয়া) কি বল্‌চ ?—

(আকাশে উত্তর)—মহাশয়, দেবী ভানুমতি গুরুজনের পাদবন্দনাদি করে', যুদ্ধে জয়ী হবার আশায়, আজ হতে ব্রত-নিয়ম পালন করে' পুষ্পোদ্যানের দেব-গৃহে অবস্থিতি করচেন।

কঞ্চু।—আচ্ছা, বাছা ! এখন তবে তুমি তোমার কাজে যাও। আমিও মহারাজকে জানিয়ে আসি, দেবী সেইখানে আছেন। (পরিক্রমণ) সাধু পতিব্রতে সাধু ! স্ত্রীলোক হয়েও উনি ইষ্ট সাধনের চেষ্টা করচেন, আর মহারাজ কি না, এই প্রবল শত্রু-পক্ষ—শুধু প্রবল নয়—এই বাসুদেব-সহায় শত্রুপক্ষ পাণ্ডবেরা থাক্‌তে, অন্তঃপুরে এখন বেশ স্বচ্ছন্দে বিহার-সুখ উপভোগ করচেন। (চিন্তা করিয়া) আর এটিও প্রভুর উচিত কার্য্য হয় নি, কেন না :—

অস্ত্রাদি ধারণাবধি পরশু যাঁহার
অজেয় বলিয়া ছিল জগতে প্রচার
—সে পরশুরাম-জেতা ভীষ্মেরে আহবে
পাণ্ডবেরা শরাঘাতে বধিলেন যবে,
রাজার হল না তাহা শোকের কারণ ;
আরো, যবে অভিমন্যু বালক অমন
প্রৌঢ় বীরগণ সনে যুঝি' ক্লান্ত-কায়
ধনু-বিরহিত হয়ে একা অসহায়
হলেন নিহত রণে, নৃপতি তখন
শুনিয়া হলেন কত হরষিত-মন ॥

দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে যেন আমাদের মঙ্গল করেন—যাই, এখন মহারাজের কাছে গিয়ে দেবী ভানুমতীর সংবাদটা দিই গে।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—উদ্যানস্থ মন্দির।

সখী ও দাসীর সহিত ভানুমতী আসনস্থা।

সখী।—সখি ভানুমতি! অভিমানী মহারাজা দুর্য্যোধনের তুমি মহিষী হয়ে, শুধু একটা স্বপ্ন দেখেই শোকে এত অধীর হয়ে পড়েচ?

দাসী।—ঠাকুরাণি! উনি ঠিকই বল্‌চেন—স্বপ্নে কি না প্রলাপ দেখা যায়?

ভানু।—সে কথা সত্যি। কিন্তু এ স্বপ্নটা আমার বড় অশুভ বলে' মনে হচ্চে।

সখী।—প্রিয়সখি! তা যদি হয়, স্বপ্নটা কি, আমাদের বল; আমরা তা হলে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের স্তবস্তুতি সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা অশুভ শান্তি করি।

দাসী।—উনি তো বেশ কথা বলেচেন। শোনা যায়, দেবতাদের স্তবস্তুতি করলে নাকি, অশুভ স্বপ্নও শুভ হয়ে দাঁড়ায়।

ভানু।—তা যদি হয়, তবে বলি, মন দিয়ে শোনো।

সখী।—বল, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি প্রিয়সখি।

ভানু।—ওলো! ভয়ে আমি সব ভুলে গেছি—একটু রোস্, মনে করে' বল্‌চি। (চিন্তা)

কঞ্চুকী ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কে একজন বেশ একটা কথা বলেচে :—

কি নিভৃতে, কি সাক্ষাতে— কি বহুল কি অলপ—
আপনি, কি অন্যের দ্বারায়,
শত্রুর অনিষ্ট যদি করা যায় কোনমতে,
কি আনন্দ হয় গো তাহায়॥

তাই, দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতির দ্বারা আজ অভিমন্যু নিহত হয়েচে শুনে, আমার হৃদয় আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে।

কঞ্চু।—মহারাজ! আপনার যেরূপ শস্ত্র-শিক্ষার প্রভাব, তাতে এ অতি দুষ্কর কাজ নয়, আর কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতিরই বা এতে শ্লাঘার বিষয় কি আছে?

রাজা।—বিনয়ন্ধর! কি বল্‌চ তুমি?—ছিন্ন-ধনু নিরস্ত্র বালক অনেকের দ্বারা নিহত হয়েচে? দেখ :—

পুরোভাগে শিখণ্ডিরে করিয়া স্থাপন
বৃদ্ধ ভীষ্মে পাণ্ডবেরা করিল নিধন।
এ যেরূপ তাহাদের শ্লাঘার বিষয়
—সেও আমাদেরো তাই, জানিবে নিশ্চয়॥

কঞ্চু।—(অপ্রতিভ হইয়া) মহারাজ! আমার তা বল্‌বার অভিপ্রায় নয়—আমার কথাটা ওরূপ ভাবে গ্রহণ করবেন না। তবে কি না, আপনার পৌরুষের ব্যাঘাত ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন দেখিনি, তাই ঐরূপ নিবেদন করছিলেম।

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু এ তুমি বেশ জেনো:—

বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র, পুত্র,
সৈন্যবল, অনুজের সাথ
দুর্য্যোধনে পাণ্ডুপুত্র
নিহত করিবে অচিরাৎ।

কঞ্চু।—(সভয়ে কান ঢাকিয়া) ও পাপ-কথা, ও অমঙ্গলের কথা মুখে আন্‌বেন না।

রাজা।—বিনয়ন্ধর। কি আমি বলেচি বল দিকি ?

বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র, পুত্র
সৈন্য-বল, অনুজের সাথ
পাণ্ডুপুত্রে দুর্যোধন
নিহত করিবে অচিরাৎ॥

—এইরূপ বলা মহারাজের উচিত ছিল, কিন্তু তা না বলে', মহারাজ এর বিপরীত কথাই বলেচেন।

রাজা।—দেখ বিনয়ন্ধর! ভানুমতী পূর্ব্বের মত আমার সহিত বাক্যালাপ না করে' প্রাতেই গৃহ হতে কোথায় বেরিয়ে গেছেন—তাই আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে। এখন ভানুমতী যেখানে আছেন, আমাকে তুমি সেইখানে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে আসুন।

উভয়।—(পরিক্রমণ)

কঞ্চু।—(সম্মুখে অবলোকন ও চারিদিকে গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া) দেখুন!

তুহিন-কণ-শীতল সমীরণে হয়ে বিচলিত
বৃন্তচ্যুত শেফালিকা যেথায় হতেছে বিকীরিত,
মুগ্ধ বধূ-গণ্ড-সম আরক্তিম লোধ্র ফোটে যেথা
কুন্দ কত প্রস্ফুটিত, শোভে যেথা চারু শ্যামলতা
—এ হেন সে বালোদ্যান—সুশীতল পুষ্প-সুরভিত—
—প্রাতঃকাল-রমণীয়—হের তব সম্মুখে বিস্তৃত॥

আবার দেখুন!—
শিশির-বিমিশ্র মধু, তাহে পূর্ণ যার অভ্যন্তর
রাতে-ফোটা হেন পুষ্প, আছে পড়ি ভূমে নিরন্তর।
সূর্য্যকর-উদভিন্ন, কমল-মুকুল-ঘন-বাসে
আকৃষ্ট ভ্রমর-বৃন্দ, উড়ি আসি' ঝাঁকে ঝাঁকে বসে॥

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) বিনয়ন্ধর! দেখ, এই উষাকালে আরও একটি রমণীয়তর ব্যাপার দেখা যাচ্চে। দেখ:—

ফুটো-ফুটো নলিনীর বিকাশ-উন্মুখ-দল-
উপান্ত-গবাক্ষ-জাল-দিয়া
প্রবিষ্ট যে অলিবৃন্দ—ভানু-করে তাহাদের
নৃপসম দেয় জাগাইয়া।
বিকসিত নলিনীর গর্ভ-শয্যা তারা দেখ
পত্নীসহ করে পরিত্যাগ,
ঘন-পরিমল-বাসে অলপ সূচিত করি'
রজো-লিপ্ত নিজ অঙ্গ-রাগ॥

কঞ্চু।—মহারাজ! ঐ দেখুন ভানুমতী ঐ খানে বসে আছেন,

আর, সুবদনা ও তরলিকা ওঁর সেবা করচে। মহারাজ চলুন, এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক্।

রাজা।—(দেখিয়া) দেখ বিনয়ন্ধর! তুমি এখন গিয়ে যুদ্ধ-রথ সজ্জিত কর গে, আমিও দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করে' এখনি আস্‌চি।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।—(প্রস্থান)

সখী।—প্রিয় সখি! তোমার কি এখন মনে পড়েচে?

ভানু।—সখি! হাঁ মনে পড়েচে। আমি যেন এই প্রমোদ-বনে বসে আছি, আর আমার সম্মুখে অতি সুন্দর একটি নকুল এসে এক-শত সর্প বধ করলে।

উভয়ে।—(স্বগত) কি অশুভ কথা! কি অশুভ কথা! (প্রকাশ্যে) তার পর? তার পর?

ভানু।—শোকে আমার হৃদয় এমনি অভিভূত, আবার দেখ আমি ভুলে গেলেম।

রাজা।—(দেখিয়া) ওহো! দেবী ভানুমতী, সুবদনা ও তরলিকার সঙ্গে কি পরামর্শ করচেন। আচ্ছা, এই লতাজালের আড়াল থেকে শোনা যাক, ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথা হচ্চে। (তথা অবস্থান)

সখী।—সখি! দুঃখ কোরো না—এখন তার পর কি, বল।

রাজা।—কি না জানি এঁর দুঃখের কারণ। অথবা, আমি যে ওঁকে কিছু না বলে' গৃহ হতে বেরিয়ে এসেছি, তাতেই হয় তো ওঁর রাগ হয়েছে! ওগো ভানুমতি! দুর্য্যোধন এমন কিছুই করে নি যাতে তার উপর তোমার রাগ হতে পারে।

ভ্রম-বশে তব কণ্ঠে হইল শিথিল কি গো
আজি রাতে এ ভুজ-বন্ধন ?
নিদ্রাভঙ্গে পাশ-ফিরি' অভিমুখী হইয়াও
করি নি কি আদর যতন ?
অপর স্ত্রীজন-সহ স্বপনে করেছি কি গো
বাক্যালাপ হয়ে লঘু-মন ?
কি দোষ দেখিলে মোর যাহাতে হইতে পারি
সখীদেরো নিন্দার ভাজন ?

(চিন্তা করিয়া) অথবা :—

আমি-ই তোমার এক হৃদয়-আশ্রয়,
আমাতেই আছে বদ্ধ তোমার প্রণয়।
তাই, অতি-প্রেমে বুঝি হয়ে ঈর্ষান্বিতা
কল্পনায় দোষ দেখি' হও গো কুপিতা।

তবু, কি বল্‌চে শোনা যাক্।

ভানু।—তার পর, সেই সুন্দর নকুলটিকে দেখে আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠ্‌লেম।

রাজা।—কি ?—সেই সুন্দর নকুলকে দেখে উৎসুক হয়ে উঠেছে ? তবে কি মাদ্রীপুত্র নকুলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমাকে প্রতারণা করচে ? (স্মরণ করিয়া, পুনর্ব্বার "আমিই তোমার" ইত্যাদি পাঠ) মূঢ় দুর্য্যোধন ! কুলটা কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে' তুমি কত কি বলেচ !—ওহো ! এই জন্যই প্রভাতে এই নির্জ্জন স্থানে এসে সখীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে ওর ইচ্ছে হয়েচে। দুর্য্যোধনও কুলটার মনের প্রকৃত ভাব ঠিক্ বুঝ্‌তে না পেরে

কত কি কল্পনা করচে। আরে পাপীয়সী! আমার পত্নী হয়েও তুই এইরূপ দুশ্চরিতা?

মোর কাছে ভীরু অতি, অথচ গো এইরূপ
সাহসের ভাব?
সাক্ষাতে প্রশংসা মোর, অথচ ধরম লঙ্ঘি'
অন্যে অনুরাগ?
জড়বুদ্ধি আমি অতি! সারল্য দেখায়ে মোরে
বক্র-পথ-গামী?
প্রখ্যাত বিশুদ্ধ কুলে জনম গ্রহণ করি'
এ কলঙ্ক গ্লানি?

সখী।—তার পর, তার পর?

ভানু।—তার পর, আমি তাড়াতাড়ি এই লতামণ্ডপে প্রবেশ করলেম, সেও আমার পিছনে পিছনে এইখানে এ'ল।

রাজা।—ওঃ! কুলটার মতই এই পাপীয়সীর নির্লজ্জতা!

যাহাদের সনে তব গাঢ়তর প্রণয়ের
চিরন্তন যোগ,
গোপনে যাদের কাছে বলেছ আমার কত
প্রেমের সম্ভোগ,

সেই সখীজন-কাছে
—কলঙ্কিনি কলুষ-হৃদয়!—
দুশ্চরিত-কথা তব
বলিতে কি লজ্জা নাহি হয়?

উভয়ে।—তার পর?—তার পর?

ভানু।—তার পর, সে হাত বাড়িয়ে সহসা আমার বুকের কাপড় সরিয়ে দিলে।

রাজা।—(সক্রোধে) আর শুনে কি হবে? আচ্ছা, এখনি আমি গিয়ে সেই পরস্ত্রী-অপহারী ধৃষ্ট হতভাগা মাদ্রীপুত্রকে বধ করি গে। (কিয়দ্দূর গিয়া চিন্তা) কিন্তু না, এই পাপীয়সীকে আগে শাসন করতে হবে। (প্রত্যাবর্ত্তন)

উভয়ে।—তার পর, তার পর?

ভানু।—তার পর, আমি প্রভাতী-মঙ্গলবাদ্যের সহিত মিশ্রিত বার-বিলাসিনীদের সঙ্গীত-শব্দে জেগে উঠ্‌লেম।

রাজা।—(মনে মনে বিতর্ক করিয়া) কি?—"আমি জেগে উঠ্‌লেম?" তবে কি স্বপ্নদর্শনের কথা বল্‌চে? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, সখীদের কথায় হয় তো সমস্ত প্রকাশ হবে।

উভয়ে।—(বিষণ্ণভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ সুবদনা!—যা কিছু অমঙ্গল হয়েচে, তা ভাগীরথী প্রভৃতির পুণ্য-জলে, আর ব্রাহ্মণদের প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির দ্বারা সমস্ত দূর হবে।

রাজা।—আর কোন সন্দেহ নেই—উনি স্বপ্নদর্শনের কথাই বর্ণনা করচেন। আমি অতি নির্বোধ—আমি অন্যরূপ ভাবছিলেম।

অর্দ্ধশ্রুত বাক্য শুনি' সংশয়-জনিত ক্রোধ
ভাগ্যে হল দূর,
ভাগ্যে আমি বলি নাই পরুষ বচন, হয়ে
রোষে ভরপূর,

ভাগ্যে এই মূঢ়-হৃদি শুনিল প্রত্যয়-তরে
তার শেষ কথা,
মিথ্যা-অপবাদে ভাগ্যে এ-লোক করেনি ত্যাগ
সেই পতিব্রতা ॥

ভানু।—ও লো! এতে শুভ-সূচক কথা কি আছে বল্।

উভয়ে।—(পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া চুপি চুপি) এ আদপে শুভ-সূচক নয়। যদি মিথ্যা বলি, তা হলে অপরাধী হব। জিজ্ঞাসা করলে যে ব্যক্তি, কঠোর হলেও হিত কথা বলে সেই সখী। (প্রকাশ্যে) এতে সমস্তই অশুভ সূচনা করচে; এখন, দেবতাদের পূজা করে', দূর্বাদি হাতে নিয়ে, অশুভ দূর করতে হবে; নকুল কিম্বা অন্য কোন দংষ্ট্রীর দ্বারা শত সর্প বধ সপ্নে দেখা পণ্ডিতেরা ভাল বলেন না।

রাজা।—সুবদনা ঠিক্ই বলেচে। নকুলের শত সর্প বধ, ও স্তন-বস্ত্র অপসারণ,—এ সমস্তই আমাদের অনিষ্ট-ফল-দায়ক বলে' মনে হয়।

পর্য্যায় ক্রমে হয়— কভু শুভ কভু মন্দ—
স্বপন-দর্শন।
স-অনুজ শত মোরা— শত-সংখ্যা আমাকেই
করে গো সূচন।

(বামাক্ষি স্পন্দন) আঃ! আমি দুর্য্যোধন— এই সব অশুভ সূচনায়—আমারো হৃদয় ব্যথিত হবে? না, এতে ভীরু জনেরই হৃদয় কম্পিত হয়, দুর্য্যোধন এ সব গণনায় মধ্যেই আনেন না: অঙ্গিরা মুনিও এইরূপ মর্ম্মে বলে' গেছেন:—

গ্রহের সঞ্চার, স্বপ্ন, আরো, দুর্নিমিত্ত যাহা
হয় গো উদয়
—ফলে "কাক-তালী" সম, তাহা হতে প্রাজ্ঞ জন
নাহি পান ভয়॥

অতএব, ভানুমতীর এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ অলীক আশঙ্কা দূর করে' দি।

ভানু।—ওলো সুবদনে! দ্যাখ্, উদয়গিরির শিখরান্তর হতে সূর্য্যদেবের রথ বিমুক্ত হওয়ায় সন্ধ্যা-রাগ বিগলিত হয়ে কেমন শুভ্র আলোক দেখা দিয়েচে!

সখী।—রোষান্বিত কর্ণরাগ সদৃশ শ্রী-ধারণ করে' লতা-জালের অভ্যন্তর হতে কিরণ বিকার্ণ করে', উদ্যান-ভূমিকে কনক-বর্ণে রঞ্জিত করে', ভগবান সহস্ররশ্মি এখন দুষ্প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেচেন। রক্তচন্দন ও পুষ্প-অর্ঘ দিয়ে সূর্য্যোপাসনার এই ঠিক্ সময়।

ভানু।—ওলো তরলিকে! আমার অর্ঘ্য-পাত্রটা নিয়ে আয়, আমি সূর্য্যদেবের পূজা করে' নি।

দাসী।—যে আজ্ঞে দেবি! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) ঠাকু-রাণি! এই অর্ঘ্য-পাত্র, এইবার সূর্য্যদেবের পূজা করুন।

রাজা।–প্রিয়ার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হবার এই তো সুন্দর অবসর। (নিকটে অগ্রসর)

সখী।—(দেখিয়া স্বগত) এ কি! মহারাজ এসেচেন যে! সর্ব্বনাশ! এইবার দেখ্‌চি ওঁর ব্রত ভঙ্গ হল।

ভানু।—(সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া) ভগবন্! গগন-সরোবরের শতদল! পূর্ব্বদিক-বধূর মুখ-মণ্ডলের কুঙ্কুম বিশেষ! সকল

ভুবনের অদ্বিতীয় রত্ন-প্রদীপ! এই স্বপ্নদর্শনে যদি কিছু অমঙ্গল থাকে, তবে যেন তোমার আরাধনায় আবার তা মঙ্গলে পরিণত হয়। (অর্ঘ্যদান করিয়া) ওলো তরলিকে! আমার ফুল-গুলি নিয়ে আয়, অন্য দেবতাদেরও পূজা এই বেলা শেষ করা যাক্।

(হস্ত প্রসারণ)

রাজা।—(ইঙ্গিতে পরিজনদের সরাইয়া পুষ্পাদি স্বয়ং আনয়ন—ও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুষ্পাদি ভূতলে নিক্ষেপ)

ভানু।—(সরোষে) কি আশ্চর্য্য! মাটিতে ফুলগুল ফেলে দিয়ে গেল?—দাসীদের কি বুদ্ধি! (ফিরিয়া রাজাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে থতমত)

রাজা।—দেবি! পরিজনেরা নিতান্ত অনিপুণ—আচ্ছা, আমিই তোমার সেবা করচি, কি করতে হবে আজ্ঞা কর। অয়ি প্রিয়ে!

সখী-পথ-পানে চেয়ে ধবল ও-দীর্ঘ নেত্রে
ভয়ে ভয়ে হেথা কেন কর দৃষ্টিপাত?
হাসিয়ে মধুর হাসি যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা কর,
—সেবা তরে তব দাস কৃতাঞ্জলি-হাত॥

ভানু।—মহারাজ! আমাকে অনুমতি দেও, আমার কোন ব্রত-নিয়ম পালন করবার ইচ্ছা আছে।

রাজা।—তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমি সমস্তই শুনেচি। প্রিয়ে! তুমি স্বভাবত সুকুমার, কেন বৃথা আপনাকে এইরূপ কষ্ট দেবে বল দিকি?

ভানু।—নাথ! আমার অত্যন্ত ভয় হয়েচে, আমাকে অনুমতি দেও।

রাজা।—(সগর্ব্বে) তোমার কোন ভয় নেই। দেখ :—

কি ফল অসংখ্য সৈন্যে— ব্যাপ্ত যাহে দিক দশ
—সমস্ত ধরণী বিকম্পিত ?
কি ফল দ্রোণের, কিম্বা কর্ণের অব্যর্থ বাণে
—যদি হও তুমি গো চিন্তিত ?
শত-ভ্রাতৃ-ভুজ-চ্ছায়ে নিরাপদে তুমি ভীরু
আছ রাত্রি-দিবা।
কেশরীন্দ্র দুর্য্যোধন— তাহার গৃহিণী হয়ে
শঙ্কা তব কিবা ?

ভানু।—নাথ! তুমি নিকটে থাক্‌তে আমার কোন শঙ্কার কারণ নেই, কিন্তু তোমার মনস্কামনা যাতে সিদ্ধ হয়, তাই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা।

রাজা।—অয়ি সুন্দরি! আমি যাতে পত্নীর সঙ্গে ইচ্ছা-মত বিহার করতে পাই—এই আমার মনের একমাত্র বাসনা। দেখ :—

প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি
—পদ্ম-শোভা করে যা বিকাশ—
লজ্জায় অস্ফুট বাণী,
অথবা সে মৃদু-মন্দ হাস,
অধর অলক্তাঙ্কিত,
কিম্বা শুষ্ক ব্রত-উপবাসে,
—মুখ-ইন্দু-শোভা যত
—পিতে চিত্ত সদা ভালবাসে॥

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

সকলে।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)

ভানু।—(সভয়ে রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া) নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে! ভয় কোরো না। দেখ ঃ—

দিগ্দিগন্তে নিক্ষেপিয়া বৃক্ষখণ্ড সবে,
তৃণ-মিশ্র ধূলি-স্তম্ভ উড়াইয়া নভে,
পথের খাপরা যত লয়ে নিজ সঙ্গে,
তরু-স্কন্ধ ঘরষণে তুলি' ধূম রঙ্গে,
প্রাসাদ-নিকুঞ্জ-মাঝে গরজি' গম্ভীর ঘোর
—যেন নব ঘন—
প্রচণ্ড পবন বহে দিশিদিশি, এতে ভীরু
ভয় পাও কেন?

সখী।—মহারাজ! এই "দারু-পর্ব্বত"-প্রাসাদে প্রবেশ করুন। ভয়ানক ঝড় উঠেচে। দেখুন, ধূলোয় চোখ্ ভরে যাচ্চে, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়চে, আর তার শব্দে, ভয় পেয়ে অশ্বেরা অশ্বশালা হতে ছুটে বেরিয়ে, পথিকদের আকুল করে' তুলেচে।

রাজা।—এই বাত্যাচক্র তো দুর্য্যোধনের উপকারী বন্ধু। কেন না, দেখ, এর দরুণ দেবীকে ব্রত-নিয়ম ত্যাগ করতে হল—আমারও মনস্কামনা পূর্ণ হল।

নাহি সে ভ্রুকুটি আর, অশ্রুজলে আঁখি দুটি
আর নাহি রহে আচ্ছাদিত।

না ল'ন ফিরায়ে মুখ, "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" বলি'
নাহি আর হই নিবারিত।
এবে তন্বী ভয়-বশে হয়ে লগ্ন-পয়োধর
করিছেন মোরে আলিঙ্গন।
এই ব্রত-ভঙ্গে আমি ঝঞ্ঝারে বয়স্য ভাবি
—নহে ইহা শত্রু সুভীষণ॥

আমার মনোরথ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েচে—এখন আমি দারু-পর্ব্বতে গিয়ে যথেচ্ছা বিহার করিগে।

সকলে।—(ঝটিকার বেগ বশতঃ অতি কষ্টে পরিক্রমণ)

দৃশ্য—দারু-পর্ব্বত-প্রাসাদ।

রাজা।— ঘন-উরু সুন্দরি লো!
ধীরি ধীরি করহ গমন।
এ হেন কম্পিত গতি
অয়ি প্রিয়ে! ছাড়গো এখন।
বাহুলতা দিয়া তব
বক্ষ মোর করহ পাড়ন॥

(দারু-পর্ব্বতে প্রবেশ)

এখন এই গৃহ-গহ্বরের মধ্যে আসা গেছে—এখানে ঝড়ের বাতাস আর আসতে পারবে না—এখন আর চোখে ধূলি-কণা প্রবেশেরও আশঙ্কা নাই—প্রিয়ে! এখন তবে নির্ভয়ে চক্ষু উন্মীলন কর।

ভানু।—(সহর্ষে) আ বাঁচা গেল—এখানে আর ঝড়ের উৎপাৎ নেই।

সখী।—মহারাজ! এই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করে' প্রিয়-সখীর উরু-যুগল শ্রান্ত হয়ে পড়েচে, এখন উনি আসন-বেদীতে বসুন না কেন।

রাজা।—(দেবীকে দেখিয়া) ঝড়ের ভয়ে ওঁর বড়ই ক্লেশ হয়েচে দেখ্‌চি। দেখ:—

নয়ন বিশাল বলি' রেণুর পতনে চক্ষু
বিষম পীড়িত।
স্তন-ভরা বুক বলি' তনুর কম্পন মাত্রে
হার বিচলিত।
পৃথুল জঘন বলি' অল্প চলিয়াও উরু
হইল ব্যথিত।
বাত্যা-শ্রমে কৃশাঙ্গীর গুরু নিতম্বের-ভার
আরো গো বর্দ্ধিত।

সকলে।—(উপবেশন)

রাজা।—এখানে কিছুই পাতা নেই, দেবী এই কঠিন শিলাতলে কেন বস্‌লেন? কেননা:—

বায়ু-ভরে বিচলিত, বসন শিথিলীকৃত,
নয়ন-আনন্দ মোর, ও-তব জঘন
—তব নেত্র-দৃষ্টি-হারী এ মোর জঘনোপরি
স্থাপন করগো যদি— সেই তো শোভন॥

(ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি
কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—মহারাজ, ভেঙে ফেল্লে—ভেঙে ফেল্লে।

সকলে।—(উৎসুক হইয়া দর্শন)

রাজা।—কে ?

কঞ্চু।—ভীম—

রাজা।—কার ?

কঞ্চু।—আপনার।

রাজা।—আঃ! কি প্রলাপ ৰক্‌চ ?

ভানু।—এ কি অমঙ্গলের কথা তুমি বল্‌চ ?

রাজা।—ধিক্ প্রলাপি! বৃদ্ধাধম! আজ তোমার সহসা এ কি রোগ হল ?

কঞ্চু।—মহারাজ! এ কোন রোগ নয়। আমি সত্য কথাই বল্‌চি।

ভাঙিয়া ফেলিল, ভীম
বায়ু, তব রথের কেতন
—কিঙ্কিণী-ক্রন্দন-রবে
হইল গো ভূতলে পতন॥

রাজা।—প্রবল বায়ুর বেগে রথের ধ্বজা ভগ্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েচে—এই তো ? তবে, তুমি "ভেঙে গেছে" "ভেঙে গেছে" বলে' চীৎকার করে কেন ওরূপ প্রলাপ কর্‌ছিলে ?

কঞ্চু।—মহারাজ! সে কিছু নয়। এই দুর্নিমিত্তের শান্তির জন্য

আপনাকে জানানো উচিত মনে করে’, প্রভুভক্তির আধিক্য বশতই ঐরূপ বলেছিলেম।

ভানু।—নাথ! শান্ত-চিত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ-পাঠ ও হোম করিয়ে এই অমঙ্গলের শান্তি করা হোক্।

রাজা।—(অবজ্ঞার সহিত) আচ্ছা যাও, পুরোহিত সুমিত্রকে গিয়ে বল।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয়! সিন্ধুরাজের মাতা ও দুঃশলা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা।—(স্বগত) কি?—জয়দ্রথের মাতা, আর দুঃশলা? অভিমন্যু-বধে ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডুপুত্রেরা তবে আমাদের কারওনা কারও নিশ্চয়ই কোন অনিষ্ট করে’ থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) যাও শীঘ্র তাঁদের নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

ভয়াকুল হইয়া জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশলার প্রবেশ।

উভয়ে।—(অশ্রুনয়নে দুর্য্যোধনের পদতলে পতন)

মাতা।—কুরুনাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

দুঃশলা।—(রোদন)

রাজা।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠাইয়া) মা! শান্ত হও শান্ত হও। হয়েচে কি? রণক্ষেত্রে অপ্রতিরথ জয়দ্রথের কুশল তো?

মাতা।—জাদু! কুশল আর কোথায়?

রাজা।—সে কিরূপ?

মাতা।—(আশঙ্কার সহিত) আজ পুত্র-বধে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে, অর্জ্জুন, সূর্য্য অস্ত না হতে হতেই তাকে বধ করবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেচে।

রাজা।—(সস্মিত) মায়ের আর দুঃশলার অশ্রুপাতের এইমাত্র কারণ? দেখ, পুত্র-শোকে অর্জ্জুন এইরূপ প্রলাপ দেখ্‌চে। অহো! অবলাদের কি মূঢ়তা! মা! তুমি আর দুঃখ কোরো না। বৎসে দুঃশলে! তুমি আর কেঁদো না। এই ধনঞ্জয়ের সাধ্য কি, যে মহারাজ দুর্য্যোধনের বাহু-পরিঘেরক্ষিত সেই জয়দ্রথকে বধ করে।

মাতা।—জাদু! পুত্র-বধে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে, জীবনের মায়া ছেড়ে, শত্রুপক্ষের বীরেরা নির্ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করচে।

রাজা।—(উপহাসের সহিত)

মমাজ্ঞায় দুঃশাসন টানিয়া খুলিয়া দেয়
পাঞ্চালীর কেশ ও বসন।
আমিও সে সভামাঝে "গরু" "গরু" এই বলি'
তাহারে গো করি সম্বোধন।
তখন কি অরজুন
করেন নি গাণ্ডীব ধারণ?
যুবা কৃতী ক্ষত্রিয়ের
নহে কি তা ক্রোধের কারণ?

মাতা।—তখন তাঁর প্রতিজ্ঞা অসমাপ্ত থাকায়, এখন তিনি আমাদের বধ করবেন বলে' আবার প্রতিজ্ঞা করেচেন।

রাজা।—তা যদি হয় সে তো আনন্দেরই বিষয়, তাতে তোমার বিষাদ কিসের? বল না কেন, অনুজগণের সহিত এইবার তা হলে যুধিষ্ঠির উৎসন্ন যাবে। মা! তোমার পুত্রের পরাক্রম তুমি জান না। ধনঞ্জয় কিম্বা অন্যকারও সাধ্য কি যে সে দুর্জ্জয়-পরাক্রম জয়দ্রথের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে? তাতে আবার সেই শত কুরু-পরিবেষ্টিত বর্দ্ধিত-মহিম কৃপ কর্ণ দ্রোণ অশ্বত্থামা-আদি মহারথী থাকায়, জয়দ্রথের প্রভাব তো আরও দ্বিগুণিত হয়েচে।

যুধিষ্ঠির আর সেই
সহদেব নকুল দু ভাই
—জয়দ্রথ তুলনায়
তাহাদের কথাই তো নাই।
ভীমসেন অর্জ্জুনের মাঝে কে পারে যুঝিতে একা
সিন্ধুরাজ-সনে?
—সেই মহাবীর, যার মণ্ডল-আকার ধনু
প্রস্ফুরিত রণে।

ভানু।—নাথ! তাও যদি হয়, তবুও প্রতিজ্ঞারূঢ় ধনঞ্জয় শঙ্কার বিষয়।

মাতা।—বাছা, তুমি সময়োচিত বেশ কথা বলেচ।

রাজা।—আঃ! আমি দুর্য্যোধন, আমার ভয়ের বিষয় কিনা পাণ্ডবেরা? দেখ:—

ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কিত নহে দেহ বর্ম্মাবৃত
—হেন মোর শত ভ্রাতৃগণ

মিলিয়া চলে একত্রে লাগালাগি ছত্রে ছত্রে
—পদ্ম-বন বলি' হয় ভ্রম।
সূর্য্যালোকে রেণু-সম শত্রু-সৈন্য অগণন
অসি-লতা আস্ফালিছে সবে।
ভ্রাতাদের আক্রমণে দিশি-দিশি প্রতিক্ষণে
কোটি-সৈন্য নিহত আহবে॥

ভানুমতি! তুমি তো জানো পাণ্ডবদের পরাক্রম—তুমিও এইরূপ মনে করচ? দেখ:—

দুঃশাসন-হৃদয়ের যথা রক্ত-পান,
গদাঘাতে দুর্য্যোধন-উরুভঙ্গ যথা,
তেজস্বী পাণ্ডবদের—তাহারি সমান—
জয়দ্রথ-নিধনের প্রতিজ্ঞার কথা॥

কে আছে ওখানে? আমার বিজয়-রথ সজ্জিত কর—আমি সেই প্রগল্ভ পাণ্ডবকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দরুণ অপ্রতিভ করে', তার আত্মহত্যার বিধান করি গে।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—

কনক-কিঙ্কিণী-ধ্বনি যাহে নিরন্তর,
দু দিকে লম্বিত যাহে সহাস চামর,
অশ্বদের ঝম্প-গতি হয়ে নিয়ন্ত্রিত
অসহিষ্ণু অশ্ব যাহে রহে সংযোজিত,

বিনষ্ট হয় গো যাহে শক্র-মনোরথ,
—রাজন্! সজ্জিত এবে সেই তব রথ॥

রাজা।—দেবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও—আমি এখন আমার বিজয়-রথে আরোহণ করে', সেই প্রগল্‌ভ পাণ্ডবকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দরুণ অপ্রতিভ করে', তার আত্মহত্যার বিধান করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—রণক্ষেত্র।

বিকৃত-বেশা রাক্ষসীর প্রবেশ।

রাক্ষসী।—(বিকট হাস্য হাসিয়া, সপরিতোষে)

রসা·মাংস রক্ত-ধারা
জমে' আছে ঘড়া-ঘড়া।
পিব রক্ত অবিরত,
হউক যুদ্ধ বর্ষশত॥

(সপরিতোষে নৃত্য)

সিন্ধু-বধের দিনের মত অর্জ্জুন যদি প্রতি দিন এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চালান, তাহলে আমার ভাঁড়ার-ঘর রক্তমাংসে একেবারে ভরে' যাবে। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক চারিদিক দেখিয়া) না জানি রুধির-প্রিয় এখন কোথায়। আচ্ছা, এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমার স্বামী রুধির-প্রিয় কোথায় আছে, একবার খুঁজে দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) আচ্ছা, হাঁক্ দিয়ে একবার ডাকি। রুধির-প্রিয়! ও রুধির-প্রিয়! বলি, এই দিকে একবার এসো তো গা।

(রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস।—(ভ্রমণ) টাট্‌কা, তাজা মাংস, আর বেশ গরমা-গরম রক্ত যদি পাই, তাহলে এখুনি আমার সব শ্রান্তি দূর হয়।

রাক্ষসী।—ওগো· রুধির-প্রিয়! রুধির-প্রিয়! বলি,. .কোথায় তুমি?

রাক্ষস। (শুনিয়া) আরে! আমাকে ডাকে কে? (দেখিয়া) আরে!—এ যে দেখ্‌চি বসাগন্ধা। বসাগন্ধা! আমাকে ডাক্‌চিস্ কেন রে?

রাক্ষসী।—কোন রাজর্ষি এই মাত্র মারা পড়েছে, তারি শরীরের চর্ব্বি-মাখানো চক্‌চকে তাজা মাংস ও টাট্‌কা রক্ত আমি এনেছি, এইবার তুমি খাওযা-দাওয়া কর।

রাক্ষস।—(সপরিতোষে) বসাগন্ধা! তুই বড় লক্ষী। এই গরম গরম রক্ত এনে তুই বড় ভাল করেচিস—আমার বড় তেষ্ঞা পেয়েছিল।

রাক্ষসী।—রুধির-প্রিয়! যেখানে হাতি-ঘোড়া-মানুষের রক্তে একেবারে সমুদ্র হয়ে পড়েচে—পথ চলা ভার সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি এত ঘুরে বেড়াচ্চ,—তবু তোমার তেষ্ঞা গেল না?—আশ্চর্য্য!

রাক্ষস।—(সক্রোধে) আরে বসাগন্ধা! আমাদের ঠাকুরাণী তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের বধে বড় শোক পেয়েছেন, তাই তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।

রাক্ষসী।—হ্যাঁরে রুধির-প্রিয়! এখনও কি হিড়িম্বা দেবীর পুত্র-শোক উপশম হয় নি?

রাক্ষস।—ওগো! উপশম আর কি করে’ হবে? তবে অভিমন্যু-বধে সুভদ্রা ও দ্রৌপদীও নাকি তাঁরি মতন শোক পেয়েচেন, তাতেই যা একটু সান্ত্বনা।

রাক্ষসী।—রুধির-প্রিয়! এই নেও, হাতির মাথার খুলির এই টাট্‌কা মাংস চাট্‌ করে’ খাও, আর এই তাজা রক্তের মস্ত পান কর।

রাক্ষস।—(তথা করিয়া) আচ্ছা, বসাগন্ধা! তুই কতটা রক্ত মাংস জমা করেছিস্ বল্ দিকি?

রাক্ষসী।—ওগো রুধির-প্রিয়! পূর্ব্বে কত জমা করেছিলুম তাতো তুমি জানোই, এখন নূতন যা জমা করেচি তাই তোমাকে বল্‌চি শোনো। এক ঘড়া ভগদত্তের রক্ত, সিন্ধুরাজের দুই ঘড়া চর্ব্বি, মৎস্য-রাজ ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক প্রভৃতি রাজা ও প্রধান পুরুষদের রক্ত চর্ব্বি ও মাংসে ভরা হাজারটে মুখ-খোলা ঘড়া আমার ঘরে এখন মজুদ।

রাক্ষস।—(সপরিতোষ আলিঙ্গন করিয়া) তুই বড় ভাল গিন্নি—বড়ই ভাল! তোর এই গিন্নিপনাতে, আর হিড়িম্বা ঠাকুরাণীর বন্দোবস্তে আমার দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচ্‌ল।

রাক্ষসী।—রুধির-প্রিয়! ঠাকরণ আবার কি বন্দোবস্ত করেচেন?

রাক্ষস।—হিড়িম্বা-ঠাকরুণ আমাকে আদর করে' ডেকে এই আজ্ঞা করলেন:—"দেখ রুধির-প্রিয়! আজ হতে তুমি আর্য্যপুত্র ভীমসেনের সঙ্গে থেকে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ময় ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। তাঁর সঙ্গে গেলে হত মনুষ্যের রক্ত-নদী দর্শনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়ে আমারও স্বর্গসুখ লাভ হবে, আর তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্র ঘড়া রক্ত-চর্ব্বি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবে।"

রাক্ষসী।—রুধির-প্রিয়! কি জন্য কুমার ভীমসেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে বল দিকি?

রাক্ষস।—বসাগন্ধা! প্রভু ভীমসেন দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন বলে' প্রতিজ্ঞা করেচেন—আমরা রাক্ষসেরাও তাঁর সঙ্গে থেকে রক্ত পান করব।

রাক্ষসী।—(সহর্ষে) বেশ করেছ ঠাকরূণ! আমার স্বামীর জন্য তুমি বেশ বন্দোবস্ত করেচ!

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

উভয়ে।—(শ্রবণ)

রাক্ষসী।—(শুনিয়া সভয়ে) ওগো রুধির-প্রিয়! কিসের এই হৈহৈ শব্দ?

রাক্ষ।—(দেখিয়া) বসাগন্ধা! ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের চুল টেনে ধরে' অসি দিয়ে তাকে বধ করচে।

রাক্ষসী।—(সহর্ষে) রুধিরপ্রিয়। রুধিরপ্রিয়! এসো আমরাও গিয়ে দ্রোণের রক্ত পান করি গে।

রাক্ষস।—(সভয়ে) বসাগন্ধা! ও ব্রাহ্মণের রক্ত, ওতে কি হবে? ও রক্ত গলায় ঢুকলে গলা একেবারে পুড়ে যাবে।

(নেপথ্যে পূর্ব্বের মত কোলাহল)

রাক্ষসী।—আবার যে সেই হৈহৈ রবৈ শব্দ!

রাক্ষ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) বসাগন্ধা! অশ্বথামা অসি খুলে এই দিকে আসচেন, দ্রুপদ-পুত্র রাগের মাথায় আমাদেরও বধ করতে পারেন। তা, চল্, এখন আমরা হিড়িম্বা-ঠাকরূণের আজ্ঞা মত কাজ করিগে।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব।—(কোলাহল শ্রবণে খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া)

মহা-প্রলয়-মারুত-সঞ্চালিত-কালান্ত-জলদ—
তার ঘোর প্রতিধ্বনি-সম একি প্রচণ্ড শবদ !
এ ভৈরব-রবে পূর্ণ ভূলোক ও দ্যুলোক-কন্দর,
রণ-সিন্ধু হতে আজি কি হেতু এ বন্যা ঘোরতর ?

(চিন্তা করিয়া) নিশ্চয়, অর্জ্জুন, সাত্যকি কিম্বা ভীম যৌবন-দর্পে সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করায়, পিতাও ক্রুদ্ধ হয়ে শিষ্যবাৎসল্য পরিত্যাগ করে' সমকক্ষ ভাবে তাদের সহিত যুদ্ধ করচেন। তাই বটে :—

দুর্য্যোধন-পক্ষপাতী হয়ে এবে শস্ত্র দেখ
পিতা মোর করেন ধারণ
—সেই সব মহা অস্ত্র— ভার্গবে জিনিয়া যাহা
পূর্ব্বে তিনি করেন অর্জ্জন।
ধনুর্দ্ধারী-পতি তিনি স্ববিক্রম-অনুরূপ
এবে রোষ করিয়া প্রকাশ
প্রবৃত্ত সংহার-কাজে রণমাঝে কত রিপু
অবিরত করিয়া বিনাশ॥

(পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া) রথের অপেক্ষায় থেকে আর কি হবে ? আমি তো এখন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

সজল জলধর-প্রভার ন্যায় যেটি ভাস্বর, আর যার মুষ্টি-স্থান সুখ-গ্রাহ্য ও বিমল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, সেই খড়্গ হাতে করে'

এইবার তবে আমি রণক্ষেত্রে অবতরণ করি। (পরিক্রমণ ও বামাক্ষি স্পন্দন)

সমরেই যার একমাত্র উৎসব-আনন্দ, পিতার বিক্রম দর্শনের জন্য যে এত লালায়িত—দুর্নিমিত্ত এখন কি না সেই অশ্বত্থামা গমনে বাধা উৎপাদন করবে? আচ্ছা, ব্যাপারটা কি জানা যাক। (সদর্পে পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন করিয়া) কি?—সমস্ত ক্ষাত্রধর্ম্ম উপেক্ষা করে', সৎপুরুষোচিত লজ্জার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করে', স্বামী-ভক্তি বিস্মৃত হয়ে, গজ তুরঙ্গ সব পশ্চাতে ফেলে, বংশ ও বয়সের অনুরূপ পরাক্রম কিছুমাত্র প্রকাশ না করে,' এই লঘু-চেতা সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করচে?—ওঃ! তাই এই ভীষণ কোলাহল। (অন্যদিকে অবলোকন করিয়া) হা ধিক! কি কষ্ট! কি? কর্ণ প্রভৃতি এই সব মহারথীরাও যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ হচ্চেন? (আশঙ্কার সহিত) কি?—পিতার নিয়োজিত সৈন্যদেরও এইরূপ অবস্থা? আচ্ছা, হোক্। ভো ভো! কৌরব সেনা-সমুদ্র-বেলা-রক্ষক মহা-মহীধর নরপতিগণ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, সহসা সমর পরিত্যাগ কোরো না।

রণভূমি তেয়াগিয়া আর নাহি মৃত্যুভয়
—ইহা যদি জানি
তাহা হলে হেথা হতে অন্যত্তরে পলায়ন
শ্রেয় বলে' মানি।
অবশ্য জীবের মৃত্যু আছে এক দিন
তবে বৃথা কেন যশ করহ মলিন?
অস্ত্র-শিখা করি' ব্যাপ্ত শত্রু-জলধির মাঝে
সেনাপতি পিতা মম

—সর্ব্ব ধনুর্ধারী-গুরু— বিরাজ করেন যবে
বাড়ব-অনল-সম
চিন্তা কি গো কর্ণ তব ?— যাও রণে কৃপাচার্য্য !—
—কৃতবর্ম্মা ! কর তুমি
শঙ্কা পরিহার।
ধনু মাত্র লয়ে পিতা রণ-ভার বহিছেন,
বল দেখি তোমাদের
ভয় কিবা আর ॥

নেপথ্যে।—এখন আর তোমার পিতা কোথায় ?

অশ্ব।—(শুনিয়া) কি বল্‌চ ?—এখন আর আমার পিতা কোথায় ?—আরে রণ-ভীরু ক্ষুদ্রাশয় !—এই প্রলাপ-কথা বলে' তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হল না ?

বিশ্বের দহন-তরে উদয় হয় নি আজো
দ্বাদশ তপন,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু দিশি দিশি এখনো তো
না করে ভ্রমণ,
প্রলয়-জলদ-জালে এখনো তো নভঃস্থল
হয় নি আচ্ছন্ন,
পিতৃ-মৃত্যু কথা তবে ওরে পাপ-আত্মা সবে
বলিস কি জন্য ?

আহত হইয়া ভয়াকুল সারথীর প্রবেশ।

সারথী।—কুমার ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(পদতলে পতন)

অশ্ব।—(দেখিয়া) একি! পিতার সারথি অশ্বসেন যে! সারথি! তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি ত্রিলোককে রক্ষা করতে পার, তুমি কি না এখন এই শিশুজনের হস্তে রক্ষিত হতে চাচ্চ?

সারথি।—(উঠিয়া সকরুণ ভাবে) কুমার! এখন আর তোমার পিতা কোথায়?

অশ্ব।—(আবেগ-সহকারে) কি?—পিতা আর নাই?

সারথি।—নাই, কুমার।

অশ্ব।—হা পিতঃ! হা পিতঃ! (মূচ্ছিত হইয়া পতন)

সারথি।—কুমার! শান্ত হও, শান্ত হও।

অশ্ব।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া সাশ্রু-নয়নে) হা পিতঃ! হা পুত্রবৎসল! লোকত্রয়ের অদ্বিতীয় ধনুর্ধর! তুমিই তো জামদগ্ন্যের নিকট হতে তাঁর সমস্ত অস্ত্র লাভ করেছিলে—এখন তুমি কোথায়?

সারথি।—কুমার! শোকাবেগে একেবারে অভিভূত হয়ো না। তোমার পিতা বীরপুরুষোচিত স্বর্গ লাভ করেছেন—তুমিও তাঁর মত বল-বীর্য্যের প্রভাবে শোক-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে সুখী হও।

অশ্ব।—(অশ্রুপাত করিয়া) সারথি! বল বল:—

ভুজ-বীর্য্য-মহোদধি
এ হেন গো পিতা যে আমার
তিনিও কেমনে আজি
হইলেন নাম-মাত্র-সার?
প্রিয়-শিষ্য ভীম তার
—বড় ভাল বাসিতেন যারে—

গুরু-দক্ষিণার ধার
শুধিল কি গদার প্রহারে ?

সারথি।—ছি ছি, তা নয়।

অশ্ব।— নীতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া অর্জ্জুন কি তবে
বধিল সে শিষ্য-প্রিয় পিতারে আহবে ?

সারথি।—তা কি কখন হতে পারে ?

অশ্ব।— তবে কি গোবিন্দ তাঁর সুদর্শন-ধারে
করিলা নিহত রণে আমার পিতারে ?

সারথি।—না, তাও না।

অশ্ব।— এ তিন জন ছাড়া অন্য কোন জনে
পিতারে বধিবে—হেন নাহি লয় মনে॥

সারথি।—কুমার !

মহা-অস্ত্র-পাণি যিনি,— যাঁহার তুলনা এক
ধূর্জটির সনে—
কুপিত হইলে তিনি এঁরা কি পারেন তাঁরে
আঁটিতে গো রণে ?
শোকে অভিভূত হয়ে করিলেন যবে তিনি
অস্ত্র বিসর্জ্জন,
ক্ষুদ্র এক রিপু আসি' এ ঘোর দারুণ কার্য্য
করিল সাধন॥

অশ্ব।—শোকেরই বা কারণ কি ?—অস্ত্র পরিত্যাগেরই বা কারণ কি ?

সারথি।—কুমার ! একমাত্র তুমিই তার কারণ।

অশ্ব।—কি ?—আমি ?—আমি তার কারণ ?

সারথি।—(অশ্রু মোচন করিয়া) শোনো তবে কুমার :—

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে বলিলেন
"অশ্বত্থামা" হত,
শেষে ধীরে ধীরে "গজ"— এই কথা মুখ হতে
হইল নির্গত।
পুত্র প্রিয় তব পিতা বিশ্বাস করিয়া সেই
রাজার বচন
নয়ন-সলিল, শস্ত্র এক সাথে রণ-মাঝে
করিলা মোচন॥

অশ্ব।—হা তাত! হা পুত্রবৎসল! কেন আমার জন্য বৃথা জীবন বিসর্জ্জন করলে? হা! শৌর্য্য-রাশি! হা! শিষ্য-প্রিয়! হা! যুধিষ্ঠির-পক্ষপাতি! (রোদন)

সারথি।—কুমার! শোকে অতিমাত্র কাতর হয়ো না।

অশ্ব।— মিথ্যা মৃত্যু শুনি' মম পুত্র প্রিয় পিতা ওগো!
বিসর্জ্জিলে প্রাণ তুমি অরাতির শরে।
তোমা-বিরহিত হয়ে এখনো জীবিত আমি
—কেন তব স্নেহ বৃথা এ নৃশংস-পরে? (মূর্চ্ছিত)

নেপথ্যে।—কুমার! শান্ত হও। শান্ত হও।

উদ্বিগ্ন হইয়া কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

কৃপ।— ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে অনুজ-সহিত,
অজাতশত্রুরে ধিক্!— ধিক্ আমা-সবে
—দর্শন করিল যারা যেন চিত্রার্পিত,
কৃষ্ণা দ্রোণ কেশাকৃষ্ট হইলেন যবে॥

এখন তবে বৎস অশ্বত্থামাকে কি করে' দেখ্‌ব ?—কিন্তু না, অশ্বত্থামার চিত্ত হিমাচলের ন্যায় গুরু-সার, জগতের অবস্থাও সে বিলক্ষণ বোঝে, শোকের আবেগে সে যে একেবারে অভিভূত হবে, এরূপ আমার আশঙ্কা হয় না। কিন্তু পিতার এরূপ অসম্ভাবনীয় মৃত্যু-কথা শ্রবণ করে' না জানি সে এখন কি করচে। অথবা :—

একেরি তো কার্য্য-ফলে ধরা-মাঝে এ দারুণ
কাণ্ড সংঘটিত
দ্বিতীয়ের কেশ-গ্রহে নিশ্চয় এবার হবে
প্রজা নিঃশেষিত ॥

(চিন্তা করিয়া) এই যে বৎস এইখানে আছে, এইবার তবে ওর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া সভয়ে) বৎস! শান্ত হও, শান্ত হও।

অশ্ব।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) হা তাত! সকল ভুবনের অদ্বিতীয় গুরু! (আকাশে) যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!

জন্মাবধি কভু তুমি
বল নাই অসত্য বচন
তুমি গো অজাতশত্রু
কারো দ্বেষ কর নি কখন।
পিতা গুরু দ্বিজ-প্রতি
বল দেখি কেমনে এখন
—মম ভাগ্য-দোষ-বশে—
সে সমস্ত করিলে লঙ্ঘন ?

সারথি।—কুমার! ঐ দেখ, তোমার মাতুল শারদ্বত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

অশ্ব।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া ছল-ছল-নেত্রে) মাতুল! মাতুল!

যেই সৈন্যপতি-সাথে রণভূমি-মাঝে তুমি
করিলে গমন,
শূরগণ-মাঝে যিনি সমরের অদ্বিতীয়
কণ্ডূ-নিবারণ,
যাঁহার সহিত তব হাস্য-পরিহাস কত
হ'ত অনুক্ষণ
সে তব ভগিনী-পতি —বল গো মাতুল—তিনি
কোথায় এখন?

কৃপ।—বৎস! যা জান্‌বার সমস্তই তো তুমি জেনেছ—এখন আর শোকে অভিভূত হয়ো না।

অশ্ব।—মাতুল! আমি বিলাপ-ক্রন্দন পরিত্যাগ করেচি—এখন আমি পুত্র-বৎসল পিতার অনুগামী হব।

কৃপ।—বৎস! তোমার মত ব্যক্তির এরূপ করা অনুচিত।

সারথি।—কুমার! এরূপ কাজ কোরো না।

অশ্ব।—সারথি! কি বল্লে?

আমার বিয়োগ-ভয়ে হইলেন যিনি সদ্য
পরলোকগামী
সেই পুত্র-বৎসল পিতার বিরহ সহি
কেমনে গো আমি?

কৃপ।—যে অবধি সংসারের সৃষ্টি, সেই অবধিই এই লোকাচারও

প্রসিদ্ধ যে, ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকেই পুত্র পিতার অনুবর্ত্তী হয়ে পিতার সেবা করবে।

পিতৃ-পিণ্ড দান করি' শ্রাদ্ধ-আদি অনুষ্ঠিয়া,
মঠ-আদি করি' প্রতিষ্ঠিত,
পিতৃ-উপকার মোরা সাধন করিতে পারি
থাকি যদি হেথায় জীবিত ;
নতুবা কেমনে বল করিব তা', যদি হই
ইহলোক হতে অপসৃত ॥

সারথি।—কুমার! শারদ্বত যা বল্লেন তা ঠিক্‌।

অশ্ব।—আর্য্য! এ কথা সত্য। কিন্তু, এই দুর্বহ শোক-ভার নিয়ে আমি আর তিলার্দ্ধও প্রাণ ধারণ করতে পারচি নে—তাই আমি সেই দেশে যেতে চাই যেখানে গেলে পিতাকে ঠিক্‌ তেমনিটি দেখ্‌তে পাব। (উঠিয়া খড়্গ অবলোকন করিয়া চিন্তা) এখন আর শস্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি? (সাশ্রু-নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া) ভগবন্‌ শস্ত্র!

অনুচিত হইলেও অপমান-ভয়ে যিনি
তোমায় গো করিলা ধারণ,
যাঁহার প্রভাব-বলে কিছুই ছিল না তব
এ ধরায় অসাধ্য সাধন,
সেই তিনি করিলেন পুত্র-শোক-বশে দেখ
তোমা পরিহার।
আমিও তোমারে অস্ত্র করিব মোচন, হোক্‌
কল্যাণ তোমার ॥

(অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত)

(নেপথ্যে)

ভো ভো নৃপতিগণ! এই নৃশংস, সেই ক্ষত্রিয়-গুরু ভরদ্বাজের এরূপ অযোগ্য অপমান করলে, আর তোমরা কি না তা দেখেও উপেক্ষা করচ?

অশ্ব।—(শুনিয়া সক্রোধে খড়্গ স্পর্শ করিয়া) কি? কি?—গুরুদেব ভরদ্বাজের অপমান?

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

ত্রিভুবন-গুরু সেই দ্রোণাচার্য্য, রণে
শোক-বশে, অশ্রু-জল-ধৌত-আর্দ্রাননে,
হস্ত হতে শস্ত্র যবে করিলা মোচন
—নৃশংস সে ধৃষ্টদ্যুম্ন অমনি তখন
পলিত ধবল মুণ্ড করিয়া ছেদন
প্রস্থান করিল নিজ শিবির-আবাসে
—সহিছ তোমরা সবে ইহা অনায়াসে?

অশ্ব।—(ক্রোধ কম্পিত-কলেবরে কৃপ ও সারথির পানে চাহিয়া) তবে কি সত্যই এইরূপ ঘটেচে?—

অস্ত্রধারী যত নৃপ
তাহাদের নেত্র-সন্নিধানে
পক্ক-কেশ পিতা মম
নিশ্চেষ্ট সে ব্রতের বিধানে
আছেন বসিয়া স্থির
মুদিতাক্ষি, শস্ত্র-শূন্য-হাত

—আর সেই অবকাশে
শিরে তাঁর হল শস্ত্রাঘাত?

কৃপ।—বৎস! এইরূপই তো লোকের মুখে শোনা যাচ্চে।

অশ্ব।—তবে কি সেই দুরাত্মা পিতার শিরশ্ছেদন করেচে?

সারথি।—(সভয়ে) কুমার! এই তেজঃপুঞ্জ ভূদেবের পরিভবের জন্যই যেন সেই দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নব-অবতার হয়ে এসেছিল।

অশ্ব।—হা তাত! হা পুত্রপ্রিয়! এই হতভাগ্যের জন্য শস্ত্র পরিত্যাগ করে' সেই ক্ষুদ্রাত্মার দ্বারা কি না শেষে অপমানিত হলে? অথবা:—

শোকান্ধ-হৃদয় হয়ে রণ-মাঝে যিনি
দেহ-ত্যাগে সমুদ্যত ছিলেন আপনি
ছেদুক মস্তক তাঁর কুক্কুর বা কাক কিম্বা
দ্রুপদ-তনয়,
কিম্বা শস্ত্র-ধন—মত্ত দিব্য-অস্ত্রধারী কোন
রিপু দুর্বিজয়
—তাহার মস্তকোপরি বিন্যস্ত করি গো আমি
এই পদ দ্বয়॥

আরে দুরাত্মা পাঞ্চালাধম!

শস্ত্র-গ্রহ-পরাঙ্মুখ
পিতা মোর—সুনিশ্চিত জানি'
তাঁহার মস্তকোপরি
নির্ভয়ে অর্পিলে তব পাণি?

তখন কি ধৃত-ধনু এ অশ্বত্থামায় তব
পড়ে নাই মনে ?
—পাঞ্চাল-পাণ্ডুর সেনা বিনাশিতে পারে যে গো
অনায়াসে রণে
ইতস্ততঃ-উৎক্ষিপ্ত লঘু তূলারাশি যথা
প্রলয়-পবনে ॥

অহো! যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির! অজাতশত্রু! সত্যবাদী ধর্ম্ম-পুত্র! তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের তিনি কি অপকার করেছিলেন? অথবা, ইতর জনের মত অলীক-প্রকৃতি-সুলভ কুটিলতা প্রকাশ করে' তোমার কি লাভ হল? আচ্ছা বল দেখি অর্জ্জুন! সাত্যকি! মহাবাহু! মাধব! যিনি সুরাসুর নরলোকের অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পরিণত-বয়স্ক, সকলের পূজনীয় আচার্য্য—বিশেষত আমার পিতা—তাঁর মস্তক, সেই দ্রুপদ-কলঙ্ক নর-পশু পাপ-হস্তে স্পর্শ করলে—আর তোমরা তা দেখেও উপেক্ষা করলে—এ কি তোমাদের উচিত কাজ হয়েছিল?—অথবা, এরা সকলেই পাপের ভাগী—

যে সকল নর-পশু কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-হীন
রণস্থলে ছিল অস্ত্র ধরি'
—কিবা ভীম—কি অর্জ্জুন অথবা—এমন কি—
"নরকের" রিপু সেই হরি—
তাহাদের মাঝে এই মহাপাপ—কৃত, দৃষ্ট,
অথবা অনুমোদিত যাহার দ্বারায়
—এখনি বধিয়া তারে, মেদ-মাংস রক্ত তার
বলি-উপহার দিব দিক-দেবতায় ॥

কৃপ।—বৎস! ভরদ্বাজেরই তুল্য যে বাহুবলশালী, দিব্য অস্ত্রাদির প্রয়োগে যে সুপণ্ডিত, তার অসাধ্য কি আছে?

অশ্ব।—ভোভো! পাণ্ডব-মৎস্য সোমক-মগধ-প্রদেশস্থ ক্ষত্রাধম সকল!—তোরা শোন্ঃ—

পিতৃমুণ্ড ছিন্ন হ'লে প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি সম
তীক্ষ্ণধার ভাস্বর কুঠারে
যা' করে ভার্গব পূর্ব্বে, তাহা কি তোদের কভু
পশে নাই শ্রবণ-কুহরে?
ক্রোধান্ধ এ অশ্বত্থামা
রণে করি' অরি-রক্তপাত
পিতৃ-তরপণ-এত
আজি সে সাধিবে অচিরাৎ॥

সারথি! তুমি যাও, সমস্ত সাংগ্রামিক উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে' এখনি আমার রথ নিয়ে এসো।

সারথি।—যে আজ্ঞে কুমার! (প্রস্থান)

কৃপ।—বৎস! এই দারুণ অপমানের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর আমাদের মধ্যে তুমি ভিন্ন এর প্রতিবিধান আর কে করতে পারে বল।

অশ্ব।—তার পর, আর কি করতে হবে?

কৃপ।—তোমাকেই সেনাপতিত্বে অভিষেক করে', সমর-ক্ষেত্রে পাঠাতে আমি ইচ্ছা করি।

অশ্ব।—মাতুল! সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তা ছাড়া; আমাকে তাহলে পরাধীন হয়ে থাকতে হবে।

কৃপ।—না বৎস, তোমার পরাধীনও হতে হবে না—ব্যাপারটাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। দেখ :—

ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্য কভু হারায় কি ভীষ্মদেবে
কিম্বা গুরু দ্রোণে
তব তুল্য সেনাপতি হ'ত যদি নিয়োজিত
এই মহা-রণে?

বৎস! তুমি যদি বদ্ধপরিকর হয়ে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ কর, ত্রৈলোক্যও তোমার গতিরোধ করতে সমর্থ হবে না, তা কি-ছার এই যুধিষ্ঠির-সৈন্য? তাই মনে হয়, কৌরবরাজ অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত করে' শীঘ্রই তোমার প্রতীক্ষা করবেন।

অশ্ব।—এই অপমান-অগ্নি প্রতিহিংসা-সলিলে কখন্ আমি নির্ব্বাণ করতে পারব, তার জন্য আমি উৎসুক হয়ে আছি—আমার আর বিলম্ব সহ্য হচ্চে না। আমার পিতার নিধন-সংবাদে কুরুপতি অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে আছেন। তাঁকে এখনি গিয়ে বলি,—আজ আমিই সেনাপতির ভার গ্রহণ করে' রণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করব—এ কথা শুন্‌লে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হবেন।

কৃপ।—ঠিক্ বলেছ বৎস, এসো আমরা তাঁর কাছে যাই।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—ন্যগ্রোধ তরু-তল।

(কর্ণ ও দুর্য্যোধন আসীন।)

দুর্য্যো।—তেজস্বী পুরুষ সবে রিপু-হত বন্ধু-জন-
শোক-পারাবারে

ধৃত-অস্ত্র বাহুরূপ ভেলার আশ্রয়ে দেখ
যায় পর-পারে।
আচার্য্য শুনিলা যবে
রণস্থলে পুত্রের নিধন
—শস্ত্র গ্রহণের কালে
করিলেন শস্ত্র বিসর্জ্জন ?

পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেচেন,—"স্বভাব অপরিহার্য্য।" কেন না, শোকান্ধ-চিত্ত হয়ে, ক্ষত্রধর্ম্মের কঠোরতা পরিত্যাগ করে', তিনি কি না অবশেষে দ্বিজাতি-সুলভ মৃদুতা অবলম্বন করলেন!

কর্ণ।—রাজন্! কৌরবেশ্বর! তা নয়।

দুর্য্যো।—তবে কি ?

কর্ণ।—শুন্‌তে পাই নাকি, দ্রোণের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি পৃথিবী-রাজ্যে অশ্বত্থামাকে অভিষিক্ত করবেন। তা না হলে তাঁর অস্ত্র ধারণই বৃথা।

দুর্য্যো।—(মাথা নাড়িয়া) তাই কি ?

কর্ণ।—এইজন্যই তাঁর আনুকূল্যে যে সব রাজারা এই কৌরব-পাণ্ডব মহা-সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের পরস্পর-নিধনে ও প্রধানপুরুষ-বধে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন।

দুর্য্যো।—এ কথা ঠিক্।

কর্ণ।—রাজন্! আর এক কথা; দ্রুপদ, তাঁর বাল্যকাল হতেই এই অভিপ্রায় জান্‌তে পেরে তাঁকে স্বরাজ্যে বাস করতে দেন নি।

দুর্য্যো।—অঙ্গরাজ! তুমি ঠিক্ কথা বলেছ।

কর্ণ।—এ শুধু আমার কথা নয়, অন্য নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এইরূপ মনে করেন।

দুর্য্যো।—তাই বটে। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

নচেৎ ঃ—অভয় দিয়া বধিল অর্জ্জুন যবে
সেই সিন্ধুরাজে,
পারিত কি উপেক্ষিতে সেই মহারথী দ্রোণ
এইরূপ কাজে ?

কৃপ।—(অবলোকন করিয়া) বৎস! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন কর্ণের সঙ্গে ঐ ন্যগ্রোধ-তরুর ছায়ায় বসে আছেন, এসো আমরা ওঁর নিকটে যাই। (তথাকরণ)

উভয়ে।—জয় মহারাজের জয়।

দুর্যো।—(দেখিয়া) এ কি! কৃপ ও অশ্বত্থামা যে। (আসন হইতে নামিয়া) গুরুদেব! প্রণাম। (অশ্বত্থামার প্রতি)

এসো এসো গুরুপুত্র!— পিতা যার রণে হত
মোদেরি কারণ—
চারু অঙ্গে অঙ্গ মম স্পর্শ করি' গাঢ়রূপে
কর আলিঙ্গন।
তব পিতৃ-অনুরূপ
দেখি যে গো ও ভুজ-পরশ।
তনু মোর রোমাঞ্চিত
—সমুদিত অপূর্ব্ব হরষ॥

(আলিঙ্গন পূর্ব্বক পার্শ্বে বসাইয়া)

অশ্ব।—(অশ্রুমোচন)

কর্ণ।—দ্রোণ-পুত্র! আপনাকে শোকানলে অতিমাত্র নিঃক্ষিপ্ত কোরো না।

দুর্যো।—আচার্য্য-পুত্র! এই বিপদ-সাগরে আমাদের সহিত তোমার প্রভেদ কি? দেখ:—

তব পিতা দ্রোণাচার্য্য আমারো তো পিতৃ-সখা
—অতি স্নেহবান।
শস্ত্রে যথা তব গুরু আমারো তো গুরু তিনি
তোমারি সমান।
তাঁহার নিধনে মোর
হৃদে জ্বলে যেই শোকানল
শোক-তপ্ত তুমি যে গো
—তুমি-ই তা' বুঝিবে কেবল॥

কৃপ।—বৎস! কুরুপতি যা বল্লেন তাই বটে।

অশ্ব।—রাজন্! আমার প্রতি তোমার যখন এতটা স্নেহ, তখন আমার শোক-ভারের লাঘব হওয়াই উচিত। কিন্তু:—

জীবিত থাকিতে আমি পিতারে করিল বধ
কেশ আকর্ষণে,
অন্যে যারা পুত্রহীন এবে তারা পুত্র-স্পৃহা
করিবে কেমনে?

কর্ণ।—দ্রোণ-পুত্র! এস্থলে এমন কি করা হয়েছিল যার দরুণ তিনি,—সেই সর্ব্ব-অপমান-পরিত্রাতা শস্ত্র পরিত্যাগ করে' আপনাকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করলেন?

অশ্ব।—অঙ্গরাজ! কি বল্লে তুমি?—"এস্থলে এমন কি করা হয়েছিল?"

পাণ্ডব-সৈন্যের মাঝে নিজ বাহু-বলে বলী—
শস্ত্র যেই করয়ে ধারণ,
পাঞ্চালের গোত্র-মাঝে যেই থাক্—বাল, বৃদ্ধ
গর্ভশায়ী কিম্বা শিশু-জন,
সেই কার্য্য-সাক্ষী হয়ে আমার বিরুদ্ধে যেই
রণস্থলে করে বিচরণ,
ক্রোধান্ধ জগতান্তক সে জন যদিও হয়
—আমি তাঁর কালান্তক যম॥

তা ছাড়া, ওগো জামদগ্ন্য-শিষ্য কর্ণ!

এই সেই কুরুক্ষেত্র যেথা পূর্ব্বে জামদগ্ন্য
শত্রু-রক্ত-জলে হ্রদ করিলা প্লাবিত।
তাঁরি মত, ক্ষত্র-হস্তে কেশ-গ্রহ-অপমানে
পিতা মোর বিধিমতে হন নিগৃহীত।
তাঁরি এই দীপ্যমান
মহা-অস্ত্র শত্রু-বিনাশন;
তিনি যা করিলা পূর্ব্বে
—দ্রোণ-পুত্র করিবে এখন॥

দুর্যো।—আচার্য্য-পুত্র! তাঁর ন্যায় অনন্যসাধারণ বীর কি আর কেউ আছে?

কৃপ।—রাজন্! দ্রোণ-পুত্র এই সুমহান্ সমর-ভার বহন করতে কৃতসংকল্প হয়েচেন। আমার মনে হয়, ইনি বদ্ধ-পরিকর হলে

ত্রিলোককেও উচ্ছেদ করতে পারেন—কি ছার এই সৈন্য! অতএব এঁকেই সেনাপতিত্বে অভিষেক করা হোক্।

দুর্যো।—তুমি উচিত কথাই বলেছ। কিন্তু অঙ্গরাজ সেনাপতি হবেন বলে' পূর্ব্বেই স্থির হয়ে গেছে।

কৃপ।—রাজন্! ইনি এখন অপমানের শোক-সাগরে নিমগ্ন—অঙ্গরাজের জন্য এঁকে এখন উপেক্ষা করা উচিত নয়। এঁর দ্বারাই শত্রুগণ শাসিত হওয়া উচিত—আর, তা যদি না হয়, ইনি কি অত্যন্ত ব্যথিত হবেন না?

অশ্ব।—রাজন্! কৌরবেশ্বর! এখনও উচিত-অনুচিতের বিচার?

বন্দিগণ স্তুতিবাদে তোমারে জাগাতে এত
করিল যতন
জাগিলে না তবু তুমি করিয়াও সারা নিশি
নিদ্রায় যাপন?
অকেশব, অপাণ্ডব, সোম বংশ-শূন্য আজি
করিব ভুবন।
রণ-পরামর্শ সব করিব গো বাহু-বলে
আজি সমাপন।
নৃপ-বন-ভারাক্রান্ত ধরা-ভার দেখো আজি
করিব হরণ॥

কর্ণ।—দ্রোণাত্মজ! এ সব বলা সহজ কিন্তু করা দুষ্কর। আর, কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে এ কাজ অনেকেই করতে পারে।

অশ্ব।—অঙ্গরাজ, সে কথা সত্য। কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে অনেকেই এ কার্য্য সাধন করতে পারে বটে। দেখ, আমি শুধু

শোকার্ত্ত হয়েই এই কথা বল্‌চি, বীরজনকে তিরস্কার কর আমার অভিপ্রায় নয়।

কর্ণ।—মূঢ়! শোকার্ত্ত ব্যক্তির অশ্রুপাত করাই উচিত ও কুপিত ব্যক্তির শস্ত্রধারণ করে' রণক্ষেত্রে অবতরণ করাই কর্ত্তব্য—এ সব প্রলাপের কি প্রয়োজন?

অশ্ব।—(সক্রোধে) ওরে রাধা-গর্ভভারভূত সূতাধম—কেন এরূপ কটূক্তি করচিস্?

কর্ণ।—

সূত হই, সূত-পুত্র, হই আমি, যা হই তা হই,
কুলে জন্ম দৈবায়ত্ত, নিজায়ত্ত পৌরুষ নিশ্চয়ি॥

অশ্ব।—কি বল্লে তুমি? আমি অশ্বত্থামা শোকার্ত্ত, তাই অশ্রুপাতই আমার একমাত্র প্রতিবিধানের উপায়—শস্ত্র নয়? দেখ:—

গুরু-শাপ-বাক্যে কি গো বীর্য্য-হীন শস্ত্র মোর
তব শস্ত্র সম?
তব সম আমি কি গো পলায়ে এসেছি হেথা
পরিহরি' রণ?
কুল-কীর্ত্তি-স্তুতি-বেত্তা সারথির কুলে কি গো
জনম আমার?
ক্ষুদ্র অরি-অনিষ্ট কি— শস্ত্রে নয়—অশ্রুজলে
হবে প্রতিকার?

কর্ণ।—(সক্রোধে) ওরে বাক্-সর্ব্বস্ব, বৃথা শস্ত্রধারী অনিপুণ বটু!—

নির্ব্বীর্য্য বা সবীর্য্য বা —কভু আমি করি নাই
শস্ত্র বিসর্জ্জন,
পাঞ্চালের ভয়ে যথা মহাবাহু পিতা তব
করিলা তখন ॥

অশ্ব।—(সক্রোধে) ওরে। রথকার-কুল-কলঙ্ক! রাধা-গর্ভ-ভারভূত! শস্ত্রানভিজ্ঞ! আমার পিতার প্রতিও তুই কটূক্তি করচিস্? অথবা:—

ভীরু হোন্—শূর হোন্— তাঁর মহা ভুজ-বল
খ্যাত ত্রিভুবনে।
বসুধা আছেন সাক্ষী তিনি যাহা প্রতিদিন
করিলেন রণে।
কেন ত্যজিলেন শস্ত্র— সাক্ষী তার যুধিষ্ঠির
—যিনি সত্যব্রত।
ওহে রণভীরু কর্ণ! সে সময়ে তুমি কোথা
ছিলেগো বল তো ॥

কর্ণ।—(হাসিয়া) হাঁ আমি ভীরু, আর তুমিই অদ্বিতীয় বীর! কিন্তু দেখ, তোমার পিতার কথা মনে করে' সে বিষয়ে আমার একটু সংশয় উপস্থিত হয়েচে।

হইয়া নিরস্ত্র রণে
করিয়াও শস্ত্র বিসর্জ্জন
উদ্যতাস্ত্র শত্রুকে কি
বীরেরা না করে নিবারণ?

শিরশ্ছেদ হয় তাঁর
—তবু তিনি স্ত্রীলোকের মত
সর্ব্ব নৃপ-সন্নিধানে
প্রতিকারে হলেন বিরত ॥

অশ্ব।—(সক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) দুরাত্মন্! রাজ-বল্লভ-প্রগল্‌ভ! সূতাধম! অসম্বদ্ধ প্রলাপি!

দুঃখে হোক্ ভয়ে হোক্, না রুধিলা পিতা মোর
দ্রুপদ-পুত্রের সে উত্তোলিত পাণি।
ভুজ-বলে স্ফীত তুমি —রোধো এবে তব শির,
এই দেখ বাম পদ ন্যস্ত করি আমি ॥

(তথা করণার্থ উত্থান)

কৃপ ও দুর্যোধন।—গুরুপুত্র! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

(নিবারণ করিয়া)

অশ্ব।—(পদাঘাত)

কর্ণ।—(সক্রোধে উঠিয়া খড়্গ আকর্ষণ) ওরে দুরাত্মন্! ব্রাহ্মণাধম আত্মশ্লাঘি!

জাতিতে অবধ্য তুমি, কিন্তু যে চরণ তব
এবে উত্তোলিত
—এই খড়্গে ছিন্ন হয়ে ভূতলে এখনি দেখ
হবে নিপতিত ॥

অশ্ব।—ওরে মূঢ়! জাতির জন্য যদি আমি অবধ্য হয়ে থাকি, এই দেখ্ আমি জাতি ত্যাগ করচি। (যজ্ঞোপবীত ছেদন ও পুনর্ব্বার সক্রোধে)

কিরীটী সে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল আজি
করিব গো আমি ;
ধর অস্ত্র, কিম্বা ত্যজি' হও মোর সন্নিধানে
কৃতাঞ্জলি-পাণি ॥

(উভয়ে খড়্গ আকর্ষণ করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত এবং কৃপ দুর্যোধনের তাহা নিবারণ)

দুর্যো।—আচার্য্যপুত্র! শস্ত্র গ্রহণে কি ফল?

কৃপ।—বৎস! সূতপুত্র! শস্ত্র গ্রহণে কি প্রয়োজন?

অশ্ব।—মাতুল! মাতুল! ধৃষ্টদ্যুম্ন-পক্ষপাতীর ন্যায় তুমি এই পিতৃ-নিন্দুককে বধ করতে আমায় নিষেধ করচ?

কর্ণ।—রাজন্! আমাকে আপনি নিষেধ করবেন না।

ধীর-সত্ত্ব বীরগণ ক্ষুদ্রদের উপেক্ষিলে
অবজ্ঞার ভাবে,
এইরূপ আত্মশ্লাঘা করে তারা এই গৃহে
অন্ধ হয়ে রাগে।

অশ্ব।—রাজন্! ওকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ওকে আমার বাহুর মধ্যে এনে একেবারে পিষে ফেলি। তা ছাড়া, স্নেহে-তেই হোক্ বা কার্য্যানুরোধেই হোক্, যদি আপনি ঐ দুরাত্মাকে আমার হস্ত হতে রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন—তাও নিষ্প্রয়োজন। কেন না :—

গুণবান তুমি অতি অতি উচ্চ চন্দ্রবংশে
তোমার উদ্ভব।
সূত পুত্র পাপাত্মা এ, কেমনে হইবে বল
প্রিয় সখা তব?

অর্জ্জুনে বধিব আমি,
ওকে তুমি ছাড়ো মহারাজ।
কর্ণ ও অর্জ্জুন শূন্য
করিব এ ধরণীরে আজ॥

কর্ণ।—(খড়্গ উঠাইয়া) ওরে বাচাল! ব্রাহ্মণাধম! তা তুই কখনই পারবি নে। ছাড়ুন মহারাজ ছাড়ুন, আমাকে নিবারণ করবেন না। (বধ করিতে উদ্যত)

দুর্য্যোধন ও কৃপ।—(নিবারণ করিয়া)

দুর্যো।—কর্ণ! গুরুপুত্র! আজ তোমাদের এ কি বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হল?

কৃপ।—বৎস! তুমি কোথায় পাণ্ডবদের উচ্ছেদ করবে, না এখন কি না আপনাদের মধ্যেই বিবাদ-বিসম্বাদ?—এ কি বিপরীত বুদ্ধি! এই সময়ে যদি আত্ম-বিচ্ছেদরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে জানব, তোমা হতেই রাজকুলের এই অনিষ্ট ঘটল।

অশ্ব।—মাতুল! এই কটু-প্রলাপী, রথকার-কুল-কলঙ্কের দর্প চূর্ণ করতে আমাকে দেবেন না?

কৃপ।—বৎস! এখন নিজ সৈন্যের প্রধানদের মধ্যে বিরোধ করবার সময় নয়।

অশ্ব।—মাতুল! তা যদি হয়ঃ—

যাবৎ এ পাপাত্মা
অরি-শরে হইবে নিধন
প্রিয় হইলেও অস্ত্র
রণে আমি করিব বর্জ্জন॥

ও যদি সেনানী হয়, রুষ্ট ভীমার্জ্জুন হতে
মহাভয় হইবে যখন
রণে যেন মহারাজ ওই প্রিয় সখারেই
সে সময়ে করেন স্মরণ ॥

(খড়্গ পরিত্যাগ)

কর্ণ।—(হাসিয়া) তোমার মত বীরপুরুষের অস্ত্র পরিত্যাগ করলেই বা কি ?—না করলেই বা কি ?

যতক্ষণ অস্ত্র ধরে
মোর এই ভীম করতল
ততক্ষণ অপরের
অস্ত্র ধরি' নাহি কোন ফল।
সাধিতে যা' মোর অস্ত্র হয় গো অক্ষম
বল তো, কে পারে তাহা করিতে সাধন ?

নেপথ্যে।—আরে দুরাত্মন্! দ্রৌপদী-কেশাকর্ষণকারী মহাপাতকি! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাধম! অনেক দিনের পর আজ, তোকে সম্মুখে পেয়েছি—ওরে ক্ষুদ্র পশু! তুই কোথায় যাস্?
আর, পাণ্ডব-বিদ্বেষী ধনুর্ধারী মহামানী কর্ণ দুর্যোধন সৌবল প্রভৃতি বীরগণ, তোমরাও শ্রবণ কর :—

যেই নীচ নর-পশু পাঞ্চাল-নন্দিনী-কেশ
করে আকর্ষণ,
পরিধান বস্ত্র তাঁর নৃপতি-গুরু সম্মুখে
করয়ে হরণ,

যাঁর হৃদয়ের রক্ত করিব গো পান বলি'
করেছিনু প্রতিজ্ঞা তখন
—এ মম ভুজ-পঞ্জরে
সে আজিকে হয়েছে পতন ;
কৌরব তোমরা সবে
তারে এবে করহ রক্ষণ ॥

সকলে।—(শ্রবণ)

অশ্ব।—ওগো! অঙ্গরাজ! সেনাপতি! জামদগ্ন্য-শিষ্য! দ্রোণোপহাসি!—যার ভুজবলে ত্রিলোক রক্ষিত—দেখ, এখন আসন্ন কাল উপস্থিত—এইবার ভীমের হস্ত হতে দুঃশাসনকে রক্ষা কর দিকি।

কর্ণ।—আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে, কার সাধ্য যুব-রাজের ছায়াকেও আক্রমণ করে? যুবরাজ! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্চি। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে কোলাহল)

অশ্ব।—(সম্মুখে দেখিয়া) মাতুল! হা ধিক্! কি কষ্ট! পাছে ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় এই ভয়ে অর্জ্জুন দুর্নিবার শরবর্ষণ করতে করতে কর্ণ ও দুর্যোধন উভয়েরই পশ্চাতে ধাবমান। হায় হায়! ভীম এইবার বুঝি দুঃশাসনের রক্ত পান করলে—দুর্যোধন-অনুজের এই বিপদ আমি আর নিশ্চিন্ত হয়ে দেখ্‌তে পারচিনে—এখানে সত্য-ভঙ্গ দোষের নয়—মাতুল! শস্ত্র—শস্ত্র।

সত্য হতে মিথ্যা শ্রেয়; স্বরগ নরক হোক্
—যা হবার হউক এখন

ভীম-হতে দুঃশাসনে রক্ষিবারে পুনঃ আমি
ত্যক্ত অস্ত্র করিব গ্রহণ॥
(শস্ত্র গ্রহণে উদ্যত)

নেপথ্যে।—মহাত্মন্—ভারদ্বাজপুত্র! যে সত্য কখন লঙ্ঘন করনি, এখন যেন তার লঙ্ঘন না হয়।

কৃপ।—বৎস! অশরীরী বাণী দেখ তোমাকে অনৃত হতে রক্ষা করচে।

অশ্ব।—কি? এই দৈববাণী আমাকে সংগ্রামে অবতরণ করতে নিষেধ করচে? আঃ! দেবতারাও পাণ্ডবদের পক্ষপাতী? ঐ যে—ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করলে—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দুঃশাসন-রক্তপান করিয়া দর্শন
উদাসীন ভাবে তবু রহিনু এখন?
কি আর করিব তবে আমি এই রণে?
দুর্যোধন-উপকার করিব কেমনে?

মাতুল! কর্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, আমি কি অন্যায় অনার্য্য কাজই করেচি—এখন তুমি রাজার কাছে শীঘ্র যাও।

কৃপ।—বৎস! আমি এখনি এর প্রতিবিধান করতে চল্লেম—তুমি এখন শিবিরে যাও।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রহার-মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে লইয়া সারথীর প্রবেশ।

সারথি।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—ও গো নরপতিগণ! তোমরা বাহুবলের অহঙ্কারে এই মহা সমর-দোহদে প্রবৃত্ত হয়েছ, কৌরবের পক্ষপাতী হয়ে প্রাণ-সর্ব্বস্ব পণ করেছ, তোমরা এখন তোমাদের সৈন্যদের থামাও। হত দুঃশাসনের কতক রক্ত পান করে', ও অবশিষ্ট রক্তে স্নান করে', ভীম ঘোর বীভৎস-দর্শন হয়ে সেনাদের দারুণ প্রহার করচে—আর, হতাশ সৈন্যেরাও ছত্র-ভঙ্গ হয়ে চারিদিকে পলায়ন করচে।

সারথী।—(দেখিয়া) দেখ দেখ ধবল-চপল চামরে যার কনক-কমণ্ডলু চুম্বিত, যার শিখর-দেশে বৈজয়ন্তী বিরাজিত এইরূপ একটা রথ, সহস্র সহস্র হত অশ্ব গজ-নর-কলেবর বিমর্দ্দিত করে', ও তজ্জনিত বিষম উদ্‌ঘাতে বিকম্পিত হয়ে, কিঙ্কিণী-ধ্বনি করতে করতে ঐ দিকে যাচ্চে—ঐ রথে কৃপাচার্য্য আরূঢ় হয়ে অর্জ্জুন-আক্রান্ত অঙ্গরাজকে অনুসরণ করচেন। যাক্! এইবার তবে আমাদের সৈন্যগণের একটা নির্ভরের স্থান হ'ল।

(নেপথ্যে—কোলাহলের বিরাম)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম।—ও গো! কৌরব-সৈন্যের বীরগণ!—আমাকে দেখে ভয়ে

যাদের ধনু কৃপাণ তোমর শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হস্ত হতে স্খলিত হয়ে পড়েচে—আর, ও গো পাণ্ডব-পক্ষপাতী যোদ্ধৃগণ! তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই। আমি নিহত দুঃশাসনের পীবর-বক্ষঃস্থল-নিঃসৃত শোণিতাসব পান করে' মদোদ্ধত হয়ে দ্রুতবেগে চলেচি। প্রতিজ্ঞার এখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে; সেই অবশিষ্ট আনন্দ-মহোৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করে', কৌরব-রাজের সেই দ্যূত-নির্জিত দাস ভীমসেন, তোমাদের সবাইকে সাক্ষী করে' এই কথা বল্‌চে শ্রবণ কর:—

ধনুর্ধারী মান-ধন দুর্য্যোধন নৃপ, আর
কৌরব-বান্ধব সেই কর্ণ, শল্য,
—তাদের সমক্ষে,
পাণ্ডব-বধূর কেশ যে করে গো আকর্ষণ;
—সুতীক্ষ্ণ নখের ধারে বিদারিয়া
তার সেই বক্ষে,
তপত শোণিত, তার থাকিতে থাকিতে প্রাণ,
শোনো সবে আমি আজি, সু/ . করিয়াছি পান॥

সারথি।—(সভয়ে শ্রবণ করিয়া) এই যে, কৌরব-রাজপুত্র-মহা-বনের উৎপাত-মারুত-স্বরূপ সেই দুরাত্মা নিকটেই উপস্থিত। এখনও তো মহারাজ সংজ্ঞা লাভ করেন নি। আচ্ছা, আমি তবে এই রথ খুব দূরে নিয়ে যাই। কি জানি যদি সেই অনার্য্য এর প্রতিও দুঃশাসনের মত অনার্য্য ব্যবহার করে। (সত্বর পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে একটি ন্যগ্রোধ তরু। সরসী-সরোজ-সুরভি-শীতল সমীরণে এর ঘন নবীন পল্লবগুলি

কেমন সঞ্চালিত হচ্চে। সমর-ক্লান্ত বীরজনেরই এই উপযুক্ত বিশ্রাম-স্থান। এখানে এই অযত্ন-সুলভ তাল-বৃন্তের ব্যজনে আর, হরিচন্দন-শীতল সরসী-সমীরণে, মহারাজ শীঘ্রই বিগত-ক্লম হবেন। আর এই রথও এখন ছিন্ন-ধ্বজ, সুতরাং সহজেই ছায়াতলে প্রবেশ করতে পারবে। (প্রবেশ) কে আছে গো ওখানে? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! পরিজন কেউই নিকটে নেই? ভীমের এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি, আর মহারাজের এইরূপ অবস্থা দেখে তারাও দেখ্‌চি ভয়ে শিবিরে পলায়ন করেচে। ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

"পার্থ-হতে ভয় নাই"
করি' এই অভয় প্রদান
দ্রোণাচার্য্য সিন্ধুরাজে
অবশেষে না করিল ত্রাণ।
হইলেও দুঃসাধ্য স্ব-প্রতিজ্ঞা অনায়াসে
রণ-মাঝে করিয়া পূরণ
দুঃশাসন-পরে ভীম করিলেন মৃগবৎ
এ হেন নৃশংস আচরণ?
এ সমস্ত করিয়াও কুরুকুল-প্রতিকূল
দৈব সে এখনো
হইতে গো পারে নাই পূর্ণ-মনোরথ তবু
—মনে হয় হেন॥

(রাজাকে অবলোকন করিয়া) এ কি! এখনও মহারাজের চেতনা হল না? ওঃ! কি কষ্ট! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

মদমত্ত করি-শিশু বন-মাঝে সব তরু
উৎপাটিয়া, রাখে শুধু
একটি গো শাল-তরু যথা;
কুরুকুলে সেইরূপ সমস্ত কুমার হত,
তুমি শুধু অবশিষ্ট
—নেহারেন কটাক্ষে বিধাতা॥

হা, হতবিধে! তুমি ভরত-কুলের প্রতি নিতান্তই বিমুখ:—

গদাপাণি ভীমসেন অক্ষত-শরীর রণে
—নাহি তার জীবনে সংশয়।
প্রতিকূল তুমি বিধি করিবে গো পূর্ণ আজি
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥

দুর্যো।—(অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া) আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে সেই পবন-পুত্র বৃকোদরের সাধ্য কি যে সে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। ভাই দুঃশাসন! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্ছি। সারথি! যেখানে দুঃশাসন আছে সেই দিকে আমার রথ নিয়ে চল।

সারথি।—মহারাজ! আপনার অশ্বেরা এখন রথ-বহনে অক্ষম। (চুপি চুপি) আর আমরাও এখন অক্ষম।

দুর্যো।—(রথ হইতে নামিয়া সগর্ব্বে আবেগ-সহকারে) রথের অপেক্ষায় থেকে আর কি হবে?

সারথি।—(অপ্রতিভ হইয়া সকরুণ ভাবে) ক্ষান্ত হোন্ মহারাজ!

দুর্য্যো।—ধিক্ সারথি! রথের প্রয়োজন কি? পদব্রজেই শত্রু-*সৈন্যের মধ্যে গিয়ে দুর্য্যোধন আজ সমস্ত শত্রু বিনাশ করবে,* আমি কেবল গদামাত্র হস্তে লয়ে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করব।

সারথি।—মহারাজ! আপনি তা পারেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্য্যো।—তা যদি হয়, তুমি এরূপ কথা বল্‌চ কেন? দেখ:—

বালক সে স্বভাবতঃ চঞ্চল-প্রকৃতি
করিল একটা কাজ— এবে তার প্রতি
অস্ত্র উত্তোলন করি', সমক্ষে আমার
পাপাত্মা সে করিতেছে পাপ-ব্যবহার
—এ সময়ে তুমি কি না কর নিবারণ?
নিরখিয়া এইরূপ পাপ-আচরণ
হয় নাকি ক্রোধ তব, দয়া এক রতি?
একটু না হয় লজ্জা তোমার সারথি?

সারথি।—(সকরুণ ভাবে পদতলে পতিত হইয়া) মহারাজ! এখন তবে নিবেদন করি, সেই দুরাত্মা হতভাগা বৃকোদর তার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করেছে—তাই আমি ঐরূপ বলছিলেম।

দুর্য্যো।—(সহসা ভূতলে পতন) হা ভাই! দুঃশাসন! আমার আজ্ঞাক্রমেই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলে—হা অদ্বিতীয় বীরপুরুষ! আমি যখন শৈশবে তোমাকে কোলে নিতেম, তুমি কি চাঞ্চল্যই প্রকাশ করতে—হা অরাতি-গজবৃন্দ-কেশরি! হা যুবরাজ! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিত, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

যথেষ্ট সম্ভোগ-সুখে না করিনু তোমারে গো
লালন-পালন।
বৃথায় অগ্রজ আমি আমা-তরে তব এই
বিপদে পতন।
আমারি আদেশে তুমি
করিলে সে অশিষ্টাচরণ,
অথচ তোমারে আমি
নারিনু গো করিতে রক্ষণ॥ (পতন)

সারথি।—মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!
দুর্য্যো।—ধিক্ সারথি! তুমি কি করলে?

বালক সে দুঃশাসন আজ্ঞাবহ ভাই মোর
যারে সদা রক্ষা করা
আমার উচিত।
ভীমের সমীপে তারে বলি-উপহার দিয়া
আমি কি না অবশেষে
হইনু রক্ষিত?

সারথি।—মহারাজ! মহারথীদের মর্ম্মভেদী বাণ তোমর শক্তি প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রের বর্ষণে মহারাজ মূর্চ্ছিত হওয়ায় আমি রথ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।
দুর্য্যো।—সারথি! তুমি ভাল কাজ কর নি।

অনুজে নাশিল যে গো
—সে পাণ্ডব-পশুর প্রহারে

মূর্চ্ছা ভাঙিল না মোর
—একি ঘোর দুর্ভাগ্য হা রে!
যে রক্ত-শয্যায় শোয়
মোর সেই ভাই দুঃশাসন
আমি কিম্বা বৃকোদর
তাহে নাহি করিনু শয়ন ?

(নিশ্বাসিয়া আকাশ অবলোকন) হা হতবিধে! তোমার কিছুমাত্র দয়া নেই—তুমি ভরত-কুলের প্রতি নিতান্তই বিমুখ।

হবে না কি মৃত্যু মোর ? ভীম-হস্তে আমি কি গো
হব না নিহত ?

সারথি।—মহারাজ! ও পাপ-কথা মুখে আন্‌বেন না।

দুর্য্যো।—কি হবে গো রাজ্য জয়ে প্রাণের সে ভাই যবে
হইল বিগত।

(আহত হইয়া একজন দূতের প্রবেশ।)

দূত।—আপনারা কি সারথির সঙ্গে মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই দিকে কোথাও দেখেছেন ? কৈ, কেউ যে কিছুই বলে না। আচ্ছা, ঐ যে কতকগুলি বদ্ধ-পরিকর লোক ঐখানে দেখা যাচ্চে, ঐখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। এরা তো ঘন-বর্ম্মজালে দুর্ভেদ্য-মুখ কঙ্কপত্র দিয়ে নিজ নিজ প্রভুর হৃদয়-হতে শল্য উদ্ধার করচে। আচ্ছা, অন্য দিকে দেখা যাক্। ঐখানে অনেকগুলি বীর একত্রিত হয়েচে, ঐখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। ওহে! মহারাজ কোথায় আছেন তোমরা কি জান ?—একি ?—এরা যে আমাকে দেখে আরও বেশি কাদ্‌তে লাগ্‌ল। এরাও দেখ্‌চি

কিছুই জানে না। এখানে দেখ্‌চি একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত, যুদ্ধে পুত্র হত হয়েচে শুনে এই বীরমাতা রক্তবস্ত্র পরিধান করে', পুত্রের সহিত একসঙ্গে চিতারোহণ করচেন। সাধু বীর-মাতা সাধু! জন্মান্তরে তোমার পুত্র কখন আর নিহত হবে না। আচ্ছা, অন্য দিকে এখন খোঁজা যাক্। এই আবার কতকগুলি যোদ্ধা রহু অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে ও ক্ষত-স্থানের প্রতীকারে অসমর্থ হয়ে ঐ খানে রয়েছে; আবার আর একটি যোদ্ধা শূন্যাসন অশ্বকে পেয়ে রোদন করচে; এদেরও প্রভু নিশ্চয় নিহত হয়েচে। এরাও তো কিছু জানে না; আচ্ছা, আমি তবে অন্যদিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। একি! দৈব বিমুখ হওয়ায়, সকলেই যে নিজ নিজ অবস্থানুরূপ বিপদে পড়ে' একবারে বিহ্বল। এস্থলে কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, কাকেই বা তিরস্কার করি। দৈবই কেবল এখন তিরস্কারের পাত্র। অহো দৈব! যিনি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক, শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ও প্রভু; ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, শল্য, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি রাজ-চক্রের— সকল পৃথিবী-মণ্ডলের অধিপতি—সেই মহারাজকে এত অন্বেষণ করচি তবু জান্‌তে পারচিনে তিনি কোথায় আছেন? কিন্তু না, দৈবকে কেন বৃথা তিরস্কার করচি। কেন না, বিদুরের নিষেধ-বাক্যে বিদুরের প্রতি ভর্ৎসনা যার বীজ, পিতামহের হিতোপদেশ যার অঙ্কুর, হতভাগা শকুনির প্রোৎসাহ-বচন যার মূল—সেই জতুগৃহরূপ বিষ-বৃক্ষের চির-পোষিত বদ্ধ-বৈররূপ আলবালে জল-সেচন হয়ে এই ফল উৎপন্ন হয়েচে। ঐ যেখানে বিবিধ রত্নপ্রভার ছটায়, সূর্য্য-কিরণ-প্রসূত সহস্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত,—ঐখানে একটা ভগ্নধ্বজ রথ দেখা যাচ্চে না? ঐখানে

নিশ্চয় মহারাজ দুর্য্যোধন বিশ্রাম করচেন। (নিকটে গিয়া দর্শন) জয় মহারাজের জয়!

সারথি।—মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্র হতে সুন্দরক এসেছেন।

দুর্য্যো।—(অবলোকন করিয়া) একি?—সুন্দরক যে! অঙ্গরাজের কুশল তো?

সুন্দ।—মহারাজ! শুধু শরীরেরই কুশল।

দুর্য্যো।—(ভয়-ব্যস্ত) সুন্দরক! অর্জ্জুনের বাণে রথের অশ্বগণ ও সারথি কি নিহত?—অথবা রথ কি ভগ্ন?

সুন্দ।—মহারাজ! রথ ভগ্ন হয় নি—তাঁর মনোরথই ভগ্ন হয়েচে।

দুর্য্যো।—(সরোষে) ওরে! এইরূপ অস্পষ্ট কথায় আমার আকুল মনকে আরও আকুল করে' তুলচিস্ কেন?—স্পষ্ট করে' বল্।

সুন্দ।—যে আজ্ঞে মহারাজ। আশ্চর্য্য! মহারাজের মুকুটমণির প্রভাবে আমার রণ-প্রহার-বেদনা দূর হল। (সগর্ব্বে পরিক্রমণ) শুনুন মহারাজ! আজ কুমার দুঃশাসন নিহত—

(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আচ্ছাদন)

সারথি।—সুন্দরক! দৈব আমাদের পূর্ব্বেই তা বলেচেন—তবু আবার বল।

দুর্য্যো।—আমরা শুনেছি, তবু বল।

সুন্দ।—শুনুন মহারাজ! আজ কুমার দুঃশাসনের বধে আমার প্রভু অঙ্গরাজ কুপিত হয়ে, কুটিল ভ্রূকুটি ললাট-তলে ধারণ করে', অতি ক্ষিপ্রহস্তে অসংখ্য বাণ বর্ষণ করতে করতে সেই দুরাচার দুরাত্মা মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন।

উভয়ে।—তার পর—তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, উভয় সৈন্যের অশ্ব পদাতির পদোত্থিত

ধূলি-জালে, এবং অসংখ্য গজ-বৃন্দের পতন-সমুদ্ভূত ঘন-ঘোর অন্ধকারে উভয় সৈন্যই অন্ধীভূত হল।

উভয়ে।—তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, সেই অন্ধকারের মধ্যে দূরাকৃষ্ট ধনুকের টঙ্কারোত্থিত গম্ভীর ভীষণ শব্দ প্রলয়-মেঘের গর্জ্জন বলে' মনে হতে লাগল।

দুর্য্যো।—তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ। উভয় সৈন্য পরস্পরের প্রতি, সিংহ-নাদে গর্জ্জন করতে লাগল। বীরগণের পরিহিত লৌহকবচে বিবিধ অস্ত্রসমূহ নিপতিত হয়ে তা হতে যেন বিদ্যুচ্ছটা বিস্ফুরিত হতে লাগল। চাপ-জলধর হতে সহস্রধারে শরধারা বর্ষণ হতে লাগল। এইরূপে রণ-দুর্দ্দিন দুদর্শন হয়ে উঠল।

দুর্য্যো।—তার পর—তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, ইতিমধ্যে অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাছে পরাভব হয় এই আশঙ্কায়, সেই দিকে তাঁর সেই বানরধ্বজ রথ ধাবিত করলেন; রথের অশ্বগণ বজ্র-গর্জ্জনে হ্রেষারব করতে লাগল, বাসুদেব শঙ্খচক্রগদাদি-লাঞ্ছিত চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করে' অশ্ব-চালনায় ব্যাপৃত হলেন—আর পাঞ্চজন্য দেবদত্ত প্রভৃতি শঙ্খ নিনাদিত হয়ে দশদিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

দুর্য্যো।—তার পর—তার পর?

সুন্দ।—তার পর, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় পিতাকে আক্রমণ করেছে দেখে, কুমার বৃষসেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, শিরঃ-স্খলিত মুকুট পরি-ত্যাগ করে', কঠিন ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ করে', আর দক্ষিণ

হস্তে শর-পুঙ্খ-বন্ধন মুক্ত করে', সারথিকে ত্বরা দিতে দিতে, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দুর্য্যো।—(গর্ব্বিত ভাবে) তার পর—তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, কুমার বৃষসেন সেখানে এসেই বিগলিত-শিখা-শ্যামল স্নিগ্ধ-পুঙ্খ কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কঙ্কপত্রযুক্ত, শিলাময় তীক্ষ্ণধার শল্যরূপ কুসুমে-ভূষিত শর-জালে ধনঞ্জয়ের রথকে একেবারে ছেয়ে ফেল্লেন।

দুর্য্যো।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণধার ভল্ল ও বাণ বর্ষণ করতে করতে, একটু হেসে বল্লেন, "ওরে বৃষসেন! রণে তোর পিতাও আমার সম্মুখে তিষ্ঠতে পারে না, তা তুই তো বালক। যা, তুই অন্য কুমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করগে।" এই কথা শুনে, গুরুজনের প্রতি কটূক্তি-জনিত কোপে আরক্ত-মুখ হয়ে, ভীষণ ভ্রুকুটি ধারণ করে' ধনুর্ধারী বৃষসেন—পরুষ বচনে নয়—কিন্তু মর্ম্মভেদী পরুষ বাণে অর্জ্জুনকে ভৎর্সনা করলেন।

রাজা।—সাধু বৃষসেন সাধু! সুন্দরক! তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় কুমারের শাণিত-শর-প্রহারের বেদনায় কুপিত হয়ে, বজ্র-নির্ঘোষে গাণ্ডীব টঙ্কার করে', শিক্ষা-বলের অনুরূপ বাণ-বর্ষণে দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন করে', মুহূর্ত্তের মধ্যে অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।

দুর্য্যো।—(আকূত-সহকারে) তার পর—তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, তাঁর শত্রু চটুল হস্তে ধনুর্গুণ সংযোজন ও পরিত্যাগে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ করচে দেখে, কুমার বৃষসেন আরও ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

দুর্যো।—তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, উভয়ের মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য যুদ্ধের বিরাম হলে, "সাধু কুমার বৃষসেন সাধু"—এইরূপ উভয় সৈন্যের বীরগণ চীৎকার করতে করতে তাঁকে দেখ্‌তে লাগল।

দুর্যো।—(সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, পূর্ব্বে যাকে সমস্ত ধনুর্ধারী বীরগণ অবজ্ঞা করেছিল—সেই পুত্রের সমর-ব্যাপার দেখে, প্রভু অঙ্গ-রাজের মনে কখন রোষ, কখন হর্ষ, কখন করুণা ও কখন শঙ্কার উদয় হতে লাগল ; এবং তিনি একসঙ্গেই ভীমসেনের উপর শর-ধারা ও কুমার বৃষসেনের উপর বাষ্পাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

দুর্যো।—(সবিস্ময়ে) তার পর—তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, কুমারের প্রতি উভয় সৈন্যের সাধুবাদ শ্রবণে ও কুমারের শর-বর্ষণে অর্জ্জুন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে, অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, জ্যা, রাজ-চিহ্ন শুভ্র আতপত্র,—সমস্তেরই উপরে সমান ভাবে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

দুর্যো।—(সভয়ে) তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, কুমার রথহীন ও ছিন্ন-ধনুর্গুণ হয়ে, চতুর্দ্দিকে শর-পতন-বশত ইতস্তত বিচরণ করতে না পেয়ে, অবশেষে মণ্ডল-গতি রচনা করতে লাগ্‌লেন।

দুর্যো।—(আশঙ্কা-সহকারে) তার পর, তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, সারথি, রথ ধ্বংশ হওয়ায় প্রভু অঙ্গ-রাজের রোষ উদ্দীপিত হল। তিনি তখন ভীমসেনের আক্রমণ উপেক্ষা করে' ধনঞ্জয়ের উপর অজস্রধারে বাণ

বর্ষণ করতে লাগ্‌লেন। কুমার বৃষসেনও, পরিজনোপনীত অন্য রথে আরোহণ করে' আবার ধনঞ্জয়ের প্রতি আক্রমণে প্রবৃত্ত হলেন। আর এইরূপ বল্‌তে লাগ্‌লেন:—ওরে পিতৃ-তিরস্কার-মুখর, মধ্যম পাণ্ডব! আমার এই বাণ-সকল তোর শরীর ছাড়া আর কোথাও পড়বে না—এই কথা বলে' সহস্র সহস্র শরে পাণ্ডব-শরীর আচ্ছন্ন করে' সিংহনাদে গর্জ্জন করতে লাগ্‌লেন।

দুর্য্যো।—(সবিস্ময়ে) অহো! মুগ্ধস্বভাব বালকের কি পরাক্রম!—তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় সেই শত সহস্র শর অঙ্গ হতে ঝেড়ে ফেলে, রথের উৎসঙ্গ-দেশ হতে', কনক-কিঙ্কিণী-জাল-ঝঙ্কারিণী, মেঘ-মুক্ত নভস্তলের ন্যায় নির্ম্মলা, শানিত-শ্যামল-স্নিগ্ধমুখী, বিবিধ-রত্ন-প্রভা-সমুজ্জ্বলা, ভীষণ-রমণীয়দর্শনা একটি শক্তি গ্রহণ করে', উপহাস-সহকারে, কুমারের অভিমুখে নিঃক্ষেপ করলেন।

দুর্য্যো।—(সবিষাদে) ওহোহো!

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, সেই প্রজ্বলন্ত শক্তিকে দেখে, অঙ্গ-রাজের হস্ত হতে শর-সমেত ধনু, হৃদয় হতে বীর-সুলভ সাহস, নেত্র হতে অশ্রুজল, মুখ হতে হাসি একেবারে স্খলিত হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় হাস্‌তে লাগ্‌লেন, বৃকোদর সিংহ-নাদ ছাড়তে লাগ্‌লেন—কুরু-সৈন্যগণ "সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল" এই বলে' চীৎকার করতে লাগ্‌ল।

দুর্য্যো।—(সবিষাদে) তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, কুমার বৃষসেন, শানিত "ক্ষুরপ্র"-বাণ

আকর্ণ আকর্ষণ করে,' অনেক ক্ষণ ধরে সন্ধান করে'—ভগবান ত্রিলোচন ভাগীরথীকে অর্দ্ধপথে যেরূপ ত্রিধা করেছিলেন,—তিনিও সেইরূপ শক্তিকে ত্রিখণ্ড করে' ফেল্লেন।

দুর্য্যো।—সাধু বৃষসেন সাধু!—তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, ইতিমধ্যে বীরেরা মহা-কোলাহল করে' সাধুবাদ দিতে লাগ্‌ল, সমর-তূরী নিনাদিত হতে লাগ্‌ল, সিদ্ধ চারণেরা পুষ্প বিকীর্ণ করে' সমরাঙ্গন আচ্ছাদন করে' ফেল্লে।

দুর্য্যো।—অহো! বালকের কি অদ্ভুত পরাক্রম!—তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, প্রভু অঙ্গরাজ এই কথা বল্লেন; "ওগো বৃকোদর! তোমার আমার যুদ্ধ-ব্যাপার এখনও তো শেষ হল না। এখন যদি তোমার অনুমতি হয়, তো আমার পুত্রের ও তোমার ভ্রাতার ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা-নৈপুণ্য একটু দেখা যাক। এই যুদ্ধ তোমারও দর্শন-যোগ্য। তার পর ভীমসেন ও অঙ্গরাজ মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে বিরত হয়ে অর্জ্জুন ও বৃষসেনের যুদ্ধ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

দুর্য্যো।—তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, শক্তি খণ্ডিত হওয়ায়, অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে এইরূপ বল্লেন;—"ওরেরে দুর্য্যোধন-প্রমুখ!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

দুর্য্যো।—সুন্দরক! বল, তাতে দোষ নেই—ও তো অন্যের কথা।

সুন্দ।—শুনুন মহারাজ! "ওগো দুর্যোধন-প্রমুখ, কৌরব-সেনা-পতিগণ! ওগো অবিনয়-নদীর কর্ণধার কর্ণ! তোমরা

আমার অসাক্ষাতে, একাকী পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছ—এখন আমি তোমাদেরই সাক্ষাতে কুমার বৃষসেনকে এই দেখ বধ করি” এই কথা বলে’ সগর্ব্বে গাণ্ডীব আস্ফালিত করে’, ভীষণ নির্ঘোষে ধনুর্গুণ টঙ্কার করলেন। প্রভুও তাঁর “কল পৃষ্ঠ” নামে ধনু সজ্জিত করলেন।

দুর্য্যো।—(অবহিত্থ-সহকারে)—তার পর, তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, অর্জ্জুন ভীমসেনকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে’ অঙ্গরাজ ও বৃষসেন-রূপ কূল-ধ্বংশী বাণ-নদী রচনা করলেন। তারাও উভয়ে পরস্পর-প্রতি স্নেহ-প্রদর্শিত শিক্ষা বিশেষের দ্বারা মধ্যম পাণ্ডবকে আক্রমণ করলে।

দুর্য্যো।—তার পর, তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, অর্জ্জুন বাণ বর্ষণ করতে লাগ্‌লেন—বাণ বর্ষিত হচ্চে কেবল উচ্চ জ্যা-নির্ঘোষেই তা জানা যাচ্ছিল; কি নভস্তল, কি প্রভু, কি রথী, কি ধরণী, কি কুমার, কি কেতু-দণ্ড, কি সৈন্য, কি সারথি, কি তুরঙ্গম, কি বীরগণ—কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্চিল না।

দুর্য্যো।—(সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, কিছুক্ষণ এইরূপ শর-বর্ষণ হবার পর পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে সহর্ষ সিংহ-নাদ, ও কৌরব-সৈন্য-মধ্যে “হায় হায়! কুমার বৃষসেন হত”—এইরূপ কাতর হাহাকার সমুত্থিত হয়ে মহান কোলাহল উপস্থিত হল।

দুর্য্যো।—(অশ্রুপাতের সহিত ক্রোধ) তার পর, তার পর ?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, প্রথমে কুমারের সারথি, তুরঙ্গ নিহত হল; আতপত্র, ধনু, চামর, ধ্বজদণ্ড সমস্ত ভগ্ন হল; অবশেষ

স্বর্গ-ভ্রষ্ট সুর-কুমারের ন্যায় একটি বাণে বিদ্ধ হয়ে কুমারও রথ-মধ্যে পতিত হলেন। এই সমস্ত দেখে আমি এখানে আস্‌চি।

দুর্য্যো।—(সাশ্রু নয়নে) ওহোহো কুমার বৃষসেন!—আর শুনে কি হবে? হা বৎস বৃষসেন! আমার কোলের চঞ্চল শিশু! তুমি আমার কি আজ্ঞাকারীই ছিলে! হা গদা-যুদ্ধ-প্রিয়! হা শৌর্য্য-সাগর! রাধেয়-কুলাঙ্কুর! প্রিয়দর্শন! হা দুঃশাসন নির্ব্বিশেষ! সর্ব্ব-গুরু-বৎসল! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

বিশাল সে নেত্র দুটি, নবচন্দ্র-কান্তি সম
অতি রমণীয় তার
ফুটন্ত যৌবন।
কেমনে গো অঙ্গরাজ পঙ্কজ-বদনে তার
মৃত্যুর বিকৃত দৃষ্টি
করিল দর্শন?

সারথি।—মহারাজ! শোকে অভিভূত হবেন না।

দুর্য্যো।—সারথি! পুণ্যবানেরাই দুঃখ-ভাগী হয়; কিন্তু:—

হত-বন্ধু-অপমান
করিয়া গো প্রত্যক্ষ দর্শন
যে অনলে হৃদি মোর
দগধ হতেছে অনুক্ষণ
তার কাছে কোথা দুঃখ
—কোথা আর হৃদয়-বেদন? (মূর্চ্ছিত)

সারথি।—মহারাজ! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্। (বস্ত্রাঞ্চলে বীজন)

দুর্য্যো—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভদ্র সুন্দরক! বয়স্য অঙ্গরাজ, তার পর কি করলেন?

সুন্দ।—তার পর মহারাজ, পুত্রকে সেইরূপ নিহত দেখে, বিগলিত অশ্রুজল সম্বরণ করে', শত্রুর প্রহার উপেক্ষা করে', প্রভু অঙ্গরাজ ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন। তার পর, সারথির নিধনে রুষ্ট হয়ে, জীবনের আশা পরিত্যাগ করে' ঐরূপ ভাবে তিনি আস্‌চেন দেখে, ভীমসেন নকুল সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ধনঞ্জয়ের রথকে আগ্‌লিয়ে দাঁড়াল।

দুর্য্যো।—তার পর, তার পর?

সুন্দ।—তার পর, অর্জ্জুনের ধনুরূপ প্রলয়-মেঘ হতে অজস্র শর-ধারা বর্ষণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গেল, প্রভু অঙ্গরাজকে শল্য তখন এইরূপ বল্লেন:—"দেখ অঙ্গরাজ! তোমার রথের অশ্বগণ নিহত, চক্রনেমি, যুগন্ধর ভগ্ন—এ অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করা তোমার উচিত নয়"—এই বলে' রথ ফিরিয়ে দিলেন। এবং বহু প্রকারে বুঝিয়ে তাঁকে রথ হতে নাবালেন।

দুর্য্যো।—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর, প্রভু অনেক ক্ষণ বিলম্ব করে', পরিজনদের অন্য রথ আন্‌তে বল্লেন। পরিজনেরা অন্য রথ এনেছে দেখে, আমার দিকে চেয়ে বল্লেন:—"সুন্দরক! এই দিকে এসো"—আমিও নিকটে গেলেম। তার পর মস্তক হতে একটা পত্রিকা বার করে', নিজ দেহ-বিগলিত রক্তবিন্দুতে বাণ-মুখ লিপ্ত করে', সেই বাণ দিয়ে মহারাজকে এই পত্র লিখ্‌লেন।

(পত্রিকা অর্পণ)

দুর্য্যো।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

স্বস্তি মহারাজ দুর্য্যোধন!

সমরাঙ্গন হইতে কর্ণ গাঢ় কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেঃ—

"শস্ত্রের প্রয়োগে কৃতী আমারো অধিক যে গো;
ভ্রাতৃগণ-মাঝে যার নাহিক সমান;
নিশ্চয় সে অর্জ্জুনেরে অক্লেশে করিবে জয়"
—এইরূপ করিতে গো তুমি অনুমান।
কিন্তু দেখ তবু আমি পারি নাই বধিবারে
দুঃশাসন-অরি সেই দুষ্ট অরজুনে।
এসো তুমি ত্বরা করি' কর দুঃখ-প্রতিকার
ভুজ-বীর্য্য-বলে কিম্বা অশ্রু-বিমোচনে॥

দুর্য্যো।—বয়স্য! কর্ণ! কর্ণ!—একে আমি শত-ভ্রাতৃ-নিধনে দগ্ধ হচ্চি, তার উপর আবার কেন তুমি আমাকে বাক্য-শেলে বিদ্ধ করচ বল দিকি? আচ্ছা, ভদ্র সুন্দরক! এখন অঙ্গরাজ কি করচেন?

সুন্দ।—মহারাজ! দেহের আবরণ-কবচ অপনীত করে', আত্ম-হত্যায় কৃতসংকল্প হয়ে, এখন তিনি যুদ্ধের চেষ্টায় আছেন।

দুর্য্যো।—(শুনিয়া সত্বর উঠিয়া) সুন্দরক! আমার হয়ে তুমি শীঘ্র তাঁকে গিয়ে এই কথা বুঝিয়ে বল "এখন আর তুমি জয়ের আকাঙ্ক্ষা কোরো না, এখন আমাদের উভয়েরই একই সংকল্প" কিন্তু ঃ—

পার্থেরে করিয়া বধ অন্ত্যেষ্টি-সলিল তার
যত সব বন্ধুবর্গে দিয়া
মোচন করিয়া অশ্রু, কতিপয় মন্ত্রি আর

শক্রুদেরো গাঢ় আলিঙ্গিয়া
—সেই শেষ আলিঙ্গন জন্মান্তরে পুন যার
নাহি সম্ভাবনা—
ত্যজিব এ ছার দেহ— হয়ে তপ্ত কিম্বা তৃপ্ত
যা হয় হোক্ না।
কিন্তু না—শোকের বিষয় আমার কিছু বল্‌বার নেই।
তব পুত্র বৃষসেন মমানুজ দুঃশাসন
—রণে হত হ'ল।
কি বুঝাব আমি তোমা, তুমিই বা মোরে কিবা
বুঝাবে তা বল॥

সুন্দ।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান)

দুর্য্যো।—একি! রথ-চক্রের শব্দ শোনা যাচ্চে না?

সারথি।—মহারাজ! রথ-চক্রের শব্দটা যেন ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হচ্চে।

দুর্য্যো।—পরিজনেরা নিশ্চয়ই রথ নিয়ে এসেচে। যাও, তুমি রথ সজ্জিত কর' গে।

সারথি।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যো।—(অবলোকন করিয়া) এখনও তুমি রথে ওঠো নি?

সারথি।—পিতা ও জননী, সঞ্জয়ের সঙ্গে রথে আরোহণ করে' মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন।

দুর্য্যো।—হায় হায়! দৈব কি গর্হিত কর্ম্মই করেচেন! সারথি! তুমি যাও, শীঘ্র রথ নিয়ে এসো, আমিও পিতৃ-দর্শন পরিহার করে' একান্তে অবস্থান করি গে।

সারথি।—মহারাজ! এখন এই দুইজন আত্মীয়মাত্র আপনার অবশিষ্ট—আপনি কি এঁদের সান্ত্বনা করবেন না?

দুর্য্যো।—সারথি! বিধাতা যার প্রতি বিমুখ, সে আবার কি সান্ত্বনা করবে? দেখ:—

অদ্যই আমরা যবে রণ-ভূমে দুই জনে
করিনু প্রস্থান
দুঃশাসন ও আমার আনত মস্তক তাঁরা
করিলা আঘ্রাণ।
ঘটিল সে বালকের শত্রু-শরে রণ-ভূমে
যে দশা বিষম
—গুরুজন-পার্শ্বে গিয়া বল দেখি তাঁহাদের
কি বলি এখন?

তথাপি, গুরুজনের পাদবন্দনা অবশ্যকর্ত্তব্য।

(প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

রথারোহণে গান্ধারী সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ।

ধৃত।—বৎস সঞ্জয়! কুরু-কুল-কাননের একমাত্র অবশিষ্ট পল্লব, —আমার সেই বৎস দুর্য্যোধন বেঁচে আছে, কি বেঁচে নেই?

গান্ধা।—জাদু! বাছা এখনও বেঁচে আছে যদি সত্য হয়, বল এখন সে কোথায় আছে?

সঞ্জ।—ঐ যে, মহারাজ একাকী বট-ছায়ায় বসে আছেন।

গান্ধা।—কি বল্লে জাদু—একাকী? এক শত ভ্রাতা তাঁর পাশে বসে নেই?

সঞ্জ।—তাত! জননি! ধীরে ধীরে রথ থেকে নাবুন।

(উভয়ে অবতরণ)

লজ্জিত দুর্য্যোধন উপবিষ্ট।

সঞ্জ।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! এই দেখুন, জননীর সহিত পিতা এসেছেন, মহারাজ কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

দুর্য্যো।—(অপ্রতিভ হইয়া)

ধৃত।— শরীর হইতে বর্ম্ম
একেবারে করি' উন্মোচিত,
কঙ্কমুখ-যন্ত্রে শল্য
ধীরে ধীরে করি' অপনীত,
বেঁধেছে যে ক্ষত-পরে
ক্ষত-শোষী পটির বন্ধন,

—আর কর্ণ এবে যায়
একমাত্র আশ্রয় অধম—
জিত-শত্রু সে রাজায়
দূর হতে করিয়া দর্শন
নাহি জিজ্ঞাসিনু তারে
—আমি যে গো হতভাগ্য জন—
"বেদনা কি বৎস তব
হইয়াছে কিছু উপশম" ?

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী স্পর্শ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন)

গান্ধা।—বাছা! বাণ-প্রহারের বেদনায় এত কাতর হয়েছ যে আমাদের সঙ্গেও কথা কইতে পারচ না ?

ধৃত।—বৎস দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমি কি কাজ করি নি, যার দরুণ তুমি আমার সঙ্গে কথা কচ্চ না ?

গান্ধা।—বাছা! তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কও, তা হলে কি দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ কিম্বা আর কেউ আমাদের সঙ্গে এখন কথা কইবে ? (রোদন)

দুর্য্যো।—

আমি পাপী নরাধম, নিজ চক্ষে করিয়াও
অনুজের বিনাশ দর্শন
না করিনু প্রতিকার; পিতা-মাতা উভয়েরি
আমি-ই তো অশ্রুর কারণ।

বিমল ভরত-কুল
—তাহে জাত আমি কুসন্তান
পুত্রক্ষয়-কারী মোরে
পুত্র বলি' কেন কর জ্ঞান ?

গান্ধা।—জাদু! দুঃখ কোরো না। তুমিই এখন এই অন্ধ-দুটির পথ-প্রদর্শক হয়ে চিরজীবী হও। আমার রাজ্যেই বা কি হবে ?—বিজয়েই বা কি হবে ?

দুর্য্যো।—জননি গো, এ কি তব
অসঙ্গত বিপরীত কথা ?
সুক্ষত্রিয়া তুমি যে গো
উচিত কি তব এ দীনতা ?
বাৎসল্য-বিহীনা তুমি,
শত পুত্র তোমার নিহত
না ভাবো তাদের তরে,
—এ অযোগ্যে রক্ষিতে উদ্যত ?

নিশ্চয় পুত্রশোক হতেই এ সব চেষ্টা হচ্চে।

সঞ্জ।—মহারাজ! তবে কি এই লোক-প্রবাদটি মিথ্যা যে "ঘটের কূপ-পতন-কালে রজ্জুও সেই সঙ্গে সেখানে নিঃক্ষিপ্ত হয়" ?

দুর্য্যো।—এ কথা সমীচীন নয়। উপকরণীয় বস্তুর অভাবে উপকরণের কি প্রয়োজন ? (রোদন)

ধৃত।—(দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! তুমি নিজে শান্ত হও; আর, আমাকে ও তোমার অভাগিনী মাকেও সান্ত্বনা কর।

দুর্য্যো।—তাত! এ সময়ে তোমাদের সান্ত্বনা আর কি করব? কিন্তু এখন এই একমাত্র সান্ত্বনা:—

কুন্তীপুত্রগণে আমি করিব নিধন,
তব পুত্রে বধিয়াছে কুন্তীর নন্দন;
কুন্তীও তোমার মত পুত্র-শোক-গ্রস্ত
হইবে অচিরে—ভাবি' হও গো আশ্বস্ত॥

গান্ধা।—জাদু! এখন এই আমাদের যথেষ্ট যে তুমি জীবিত আছ—এখন আর কার্ জন্য শোক করব? তা, দেখ জাদু! যুদ্ধ করবার তোমার এ সময় নয়—তোমার কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছি, তুমি যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হও—অনুগ্রহ করে' এই কথাটি আমাদের রাখো।

ধৃত।—বৎস! আমার সব পুত্রই নিহত হয়েছে—তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট—তোমার জননীর কথা—আমার কথা শোনো বৎস। দেখ:—

যার পরাক্রম দেখি' ভীষ্ম-দ্রোণ বল-বীর্য্য
তুচ্ছ জ্ঞান করিত গো শত্রু জ্ঞাতিকুল
—সেই কর্ণ-সম্মুখেই তার পুত্রে ফাল্গুনী
বধিল—দেখিয়া বিশ্ব ভয়েতে আকুল।
সব পুত্র হত মোর, তোমাতেই শেষ এবে
রিপুর সে প্রতিজ্ঞা-বচন
মোরা অন্ধ পিতা মাতা— আমাদের অনুনয়
এবে বৎস করহ শ্রবণ॥

দুর্য্যো।—যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে ফিরে গিয়ে তার পর আমি করব কি?

গান্ধা।—তোমার পিতা কিম্বা বিদুর যা বল্‌বেন তাই করবে।

সঞ্জ।—রাজন্! সেই কথাই ঠিক্।

দুর্য্যো —সঞ্জয়! এখনও কি কিছু উপদেশ দেবার আছে?

সঞ্জ।—মহারাজ! যত দিন প্রাণ থাকে, ততদিনই বিজিগিষু নৃপতিদের উপদেশ দেওয়া জ্ঞানীদের কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো।—(সক্রোধে) ভাল, এখন জ্ঞানীর উপদেশটা কি শোনা যাক।

ধৃত।—বৎস! সঞ্জয় তো ঠিক্ই বলছেন—এতে রাগ করবার কি আছে? যদি তুমি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে থাকো, তা হলে আমিই তোমাকে বল্‌চি শোনো।

দুর্য্যো।—বল পিতা বল।

ধৃত।—বৎস! অধিক আর কি বল্‌ব, যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত পণ স্বীকার করে' এখন সন্ধি কর।

দুর্য্যো।—দেখ পিত! মা পুত্র-স্নেহে বিহ্বল হয়ে, সঞ্জয় নির্ব্বুদ্ধিতার বশে, এইরূপ যা-ইচ্ছা তাই বলচেন; আপনারও মোহ উপস্থিত, অথবা পুত্রনাশ-জনিত হৃদয়-জ্বরে আপনিও অভিভূত। বাসুদেবের যে সন্ধির প্রস্তাব আমরা শতভ্রাতায় মিলে তখন অবজ্ঞার সহিত একেবারে অগ্রাহ্য করেছিলেম, এখন পিতামহ, আচার্য্য, অনুজ ও নৃপ-মণ্ডলীর বিনাশ দেখে, শুধু দেহের মায়া-বশে,—উদাত্ত পুরুষদের যা লজ্জার বিষয়,—সেই দুঃখনিবারক সন্ধি কিনা দুর্য্যোধন আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে স্থাপন করবে? তা ছাড়া সঞ্জয়, তুমি তো একজন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি—তুমি তো জানো:—

কভু না করয়ে সন্ধি নৃপগণ, হীনবল
রিপুগণ-সনে
দুঃশাসন-হীন আমি— সানুজ-পাণ্ডব সন্ধি
করিবে কেমনে ?

ধৃত।—বৎস! তা হলেও, আমার প্রার্থনায় যুধিষ্ঠির কি না করতে পারেন ? তা ছাড়া যুধিষ্ঠির তোমা অপেক্ষা আপনাকে সর্ব্বদাই হীন-বল মনে করেন।

দুর্য্যো। - সে কিরূপ ?

ধৃত।—শোনো, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তাঁর এক ভ্রাতারও মৃত্যু হয়, তা হলে তিনি আর প্রাণধারণ করবেন না। সংগ্রামে তো ছলের অভাব নেই, তাই তিনি সর্ব্বদাই অনুজের বিপদ আশঙ্কা করেন। এবং এইহেতু তোমাকে তুষ্ট করবার জন্যও তোমার সহিত তিনি সন্ধি করতে সম্মত হতে পারেন।

সঞ্জ।—ঠিক্ কথা।

গান্ধা।—বাছা! তোমার পিতার এই যুক্তি-সঙ্গত কথা তুমি শোনো।

দুর্য্যো।—তাত। জননি! সঞ্জয়!

একটি অনুজ-নাশে— প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ—
করিবে সে প্রাণ বিসর্জ্জন।
শত ভ্রাতৃ-নিধনেও দুর্য্যোধন অনায়াসে
সহিবে এ কষ্টের জীবন ?
দুঃশাসন-রক্তপায়ী ভীমসেনে চূর্ণ করি'
এই মোর গদার আঘাতে

না নিক্ষেপি' দিকে-দিকে তার সেই পাপ-দেহ
—করিব কি সন্ধি তার সাথে?

গান্ধা।- হা জাত্ দুঃশাসন! হা দুর্মর্ষণ! হা বিকর্ণ! বীর-শত-প্রসবিনী গান্ধারী শত পুত্র তো প্রসব করে নি, শত দুঃখ প্রসব করেছিল।

(সকলে রোদন)

সঞ্জ।—(অশ্রু ত্যাগ করিয়া) তাত! আপনারা মহারাজকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এখানে এসেছেন—অতএব আপনারা এখন ধৈর্য্য ধারণ করুন।

ধৃত।—বৎস! দৈব এখন তোমার প্রতি বিমুখ। তুমি যদি এখনও শত্রু-সম্বন্ধে অভিমান পরিত্যাগ না কর, অভাগিনী গান্ধারী এখন আর কাকে অবলম্বন করে' জীবন-ধারণ করবে?—তুমিই বৎস এখন তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

দুর্য্যো।—শুনুন বলি:—

ভুবন রক্ষিল যারা,
ভুঞ্জিল গো অতুল ঐশ্বর্য্য,
শত্রু-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী
যাহাদের মহাতেজ বীর্য্য,
সহস্র মুকুট-চূড়া
যাহাদের পদে অবনত,
সেই শত পুত্র তব
অরি নাশি' সমরে নিহত
সগরের মত এবে
মাতৃ-সাথে তুমি গো এখন

ধরণীর ভার, তাত!
বিনাশোকে করহ বহন॥

এর বিপরীত হ'লে' মহারাজের ক্ষাত্রধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হবে।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

গান্ধা।—(শুনিয়া সভয়ে) সঞ্জয়! এ কি!—হাহাকার-মিশ্রিত তূর্য্যধ্বনি শোনা যাচ্চে না?

সঞ্জ।—হাহাকার করে এরূপ ভীরুজন এখানে কোথায়?

ধৃত।—বৎস সঞ্জয়! এই হাহাকার যে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্চে—জানো দিকি এর কারণটা কি—নিশ্চয় একটা কিছু ভয়ানক কাণ্ড ঘটেচে।

দুর্য্যো।—তাত! যতক্ষণ না আর কিছু অশুভ সংবাদ শোনা যায়, ততক্ষণ অনুগ্রহ করে' আমাকে রণস্থলে অবতরণ করতে অনুমতি দিন।

গান্ধা।—জাদু! মুহূর্ত্তকাল তুমি এখানে থেকে আমাকে আশ্বস্ত কর।

ধৃত।—বৎস! যদি তুমি যুদ্ধে যাবে বলে' কৃতনিশ্চয় হয়ে থাকো, তা হলে শত্রুকে বরং গোপনে বধ করবার উপায় চিন্তা কর।

দুর্য্যো।—চোখের সম্মুখে দেখি' হত বন্ধুজনে

শত্রুবধ অনুচিত কপটে গোপনে।
না পারিব করিতে যা প্রকাশ্য আহবে
—সে কার্য্য করিয়া বল কিবা ফল হবে?

গান্ধা।—জাদু! তুমি এখন একাকী—কে তোমাকে সাহায্য করবে?

দুর্য্যো।—তব পুত্র-ক্ষয়-কারী

আমি একা বটে গো জননি!

সমতা আনুন দৈব,

নিষ্পাণ্ডব করিয়া ধরণী।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওহে বীরগণ! তোমরা কৌরবেশ্বরকে নিবেদন কর, এখন ঘোর সংহার-কার্য্য আরম্ভ হয়েচে। অপ্রিয় কথা শ্রবণে বিমুখ হয়ে আর কি হবে? এখন সময়োচিত প্রতিবিধান করাই কর্ত্তব্য। দেখ:—

ছাড়ি দিয়া অশ্ব-রশ্মি

শল্য সেই কর্ণের সারথি

—পার্থ-বাণাঙ্কিত-তনু—

শূন্য-রথে চলে ধীর-গতি।

পরিচিত পথ ধরি'

অশ্বগণ রথ লয়ে যায়,

জিজ্ঞাসে কুরুরা সবে

"অঙ্গরাজ কোথায়—কোথায়"?

সজল-নয়নে শল্য বলে বার্ত্তা—কাঁপাইয়া

যত কুরুবীরে

এইরূপে শূন্য-রথে শল্য দেখ, যাইতেছে

ফিরিয়া শিবিরে॥

দুর্য্যো।—(শুনিয়া সভয়ে) আঃ! অস্পষ্ট বজ্রপাতের মত কে নিষ্ঠুররূপে এইরূপ ঘোষণা করচে? কে আছে ওখানে?

(ভয়-ব্যস্ত হইয়া সারথির প্রবেশ।)

সারথি।—মহারাজ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

(ভূতলে পতন)

দুর্য্যো।—কি হয়েছে?

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়।—বল, বল কি হয়েচে।

সারথি।—মহারাজ! কি আর বল্‌ব?

শল্য-সম শল্য যবে শূন্য মনোরথ-সম
কর্ণ-শূন্য রথোপরি
হয়ে অবস্থিত
পশিল শিবির-মাঝে, জন-সঙ্ঘ তথাকার
কর্ণ-শূন্য রথ হেরি'
হইল মূর্চ্ছিত ॥

দুর্য্যো।—হা বয়স্য কর্ণ! (মূর্চ্ছিত)

গান্ধা।—জাদু! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

সঞ্জ।—শান্ত হও, শান্ত হও মহারাজ।

ধৃত।—ওঃ কি কষ্ট! কি কষ্ট!

ভীষ্ম দ্রোণ হ'লে হত
একটি যে অবলম্বন
মম পুত্র-প্রিয়-সখা
—সে কর্ণও হইল নিধন ॥

বৎস! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। দেখ হতবিধে!

শত পুত্র-শোক সহি— অন্ধ আমি—ভার্য্যা-সহ
মোর এই শোচ্য দশা
তোমারি গো কৃত;

এ দুর্য্যোধনেও তুমি   নিরাশ করিলে হায়
সখা-গুরু-বন্ধুবর্গে
করি নিঃশেষিত ॥

বৎস দুর্য্যোধন! তোমার অভাগিনী মাতাকে সান্ত্বনা কর।

দুর্য্যো।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া)

ওগো কর্ণ! আমা-প্রতি   অবিচল প্রীতি তব
করি' প্রকাশিত
শ্রুতি-সুখকর-বাক্য   ক্ষণেকের তরে তুমি
কর বিতরিত।
বিচ্ছেদ তোমার সনে কখন তো ঘটে নাই,
তোমার অপ্রিয় আমি
করি নাই কভু।
বৃষসেন-বৎসল!   পাসরিয়া সখা-স্নেহ
কেন মোরে তেয়াগিয়া
যাইতেছ তবু?   (পুনর্মূর্চ্ছিত)

সকলে।—(সান্ত্বনা দান)

দুর্য্যো।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া)

মম প্রাণাধিক সেই   অঙ্গরাজ কর্ণ আজি
সমরে নিহত।
আবার চেতনা লভি'   তবু আমি বেঁচে আছি
—লজ্জা হয় তাত ॥

অপিচ :—

শোচনীয় হইলেও   রণ-হত দুঃশাসন,
বন্ধুবর্গ অন্য,

শোক করি না গো এবে দুঃশাসন-তরে কিম্বা
আর্ কারো জন্য।
কর্ণেতে দুঃশ্রাব্য যাহা কর্ণের সে অমঙ্গল
ঘটালে যে জন
তাহারে সবংশে আজি সমরে বধিব আমি
এই মোর পণ॥

গান্ধা।—জাদু! ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হও।

ধৃত।—বৎস! ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমার্জ্জন কর।

দুর্য্যো।—আমার উদ্দেশে যবে
করিল সে প্রাণ বিসর্জ্জন
সে সময়ে কেহই তো
না করিল তারে নিবারণ।
তার তরে করি আমি
এক বিন্দু অশ্রু বিমোচন
—তাহাও এ দীন জনে
করিতে কি দিবে না এখন?

সারথি! কে না জানি আমাদের কুলান্তকর এই অসম্ভব কার্য্য সাধন করলে?

সারথি।—মহারাজ! লোকের মুখে এইরূপ শুনলেম:—

চক্র ভূমে মগ্ন হলে,—চক্রপাণি সূত যার,
আমাদের সৈন্যের যে যম,
—ইন্দ্রের নন্দন সেই মহাবীর ধনঞ্জয়
বধিলা গো তাঁহারে রাজন্॥

দুর্য্যো।—কর্ণের সে মুখ-চন্দ্র স্মরণ করিয়া
শোক-সিন্ধু মম এবে উঠে উথলিয়া।
বাড়বাগ্নি সম ক্রোধ হয়ে প্রজ্জ্বলিত
আচ্ছন্ন করিছে তাহে এবে মোর চিত ॥

জননি! তাত! প্রসন্ন হয়ে তোমরা আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দেও।

সুদুঃসহ শোকানলে নিরন্তর দহিতেছি
আমি যে এখন;
—সমান বিপত্তি দুই— বরঞ্চ গো ভাল এবে
সমরে মরণ ॥

ধৃত।—(দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন)
সত্য বটে পুত্র ওগো! অনিশ্চিত রণ-স্থলে
জয়-পরাজয়;
কিন্তু সেই ভীম-কর্ম্মা ভীমে স্মরি' ভয়ে দ্রব
হয় যে হৃদয়।
তুমি মানী দুর্য্যোধন শঠতায় নহ দক্ষ
—রণে তব শৌর্য্যেরি প্রকাশ।
শত্রুগণ রণ-মাঝে করে ছল বহুতর
—হায়! মোর হবে সর্ব্বনাশ!

গান্ধা।—জাদু! যে আমার শত পুত্রের যম সেই বৃকোদরের সহিত তুমি যুদ্ধ প্রার্থনা করচ?

দুর্য্যো।—জননি! বৃকোদরের কথা এখন থাক্।
হৃদি-মনোরথ যে গো, সর্ব্বাঙ্গ-চন্দন-রস,
অমলেন্দু এ মোর নয়নে;

মাতঃ! তব পুত্র তুল্য, পিতঃ! তব নীতি-শিষ্য,
—সেই কর্ণে যে বধিল রণে,
তারি পরে শর মোর
পড়িবে এক্ষণে॥

সারথি! আর কাল-হরণ করে' কি হবে? আমার রথ সজ্জিত করে নিয়ে এসো। আর, তুমি যদি পাণ্ডবদের ভয় কর, তুমি থাকো; আমি শুধু গদা-হস্তেই রণ-স্থলে অবতরণ করব। আর কিছু ভাব্‌বার দরকার নেই। এই আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

ধৃত।—বৎস দুর্য্যোধন! যদি আমাদের দগ্ধ করবে বলেই তুমি স্থিরনিশ্চয় হয়ে থাকো, তা হলে অন্ততঃ নিকটস্থ কোন বীরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত কর।

দুর্য্যো।—পূর্ব্ব-হতেই অভিষিক্ত হয়ে আছে।

গান্ধা।—কে সে হতভাগ্য?

ধৃত।—সে শল্য—না অশ্বত্থামা?

সঞ্জয়।—হায় হায়!

ভীষ্ম গত, দ্রোণ হত, অঙ্গরাজ কর্ণ-সেও
নিহত গো রণে।
—অতি বলবতী আশা— শল্য সে করিবে জয়
পাণ্ডু-পুত্র গণে?

দুর্য্যো।—শল্যেরই বা কি প্রয়োজন? অশ্বত্থামারই বা কি প্রয়োজন?

হয়, রণে প্রাণ দিয়া
লভিব গো কর্ণ-আলিঙ্গন

নয়, পার্থ-প্রাণ হরি'
করিব গো বৈর-নির্য্যাতন।
অভিষিক্ত করিয়াছি তাই আপনারে
অবারিত নয়নের অশ্রুবারি-ধারে ॥

নেপথ্যে।—(কলরবের পর) ওগো কৌরব-সৈন্যের প্রধান বীর-গণ! আমাদের দেখে ভয়ে কেন পালাচ্চ? তোমরা বল, সুযোধন এখন কোথায় আছেন?

সকলে।—(সভয়ে শ্রবণ)

(ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি।—মহারাজ! একই রথে দুটি বীর-পুরুষ আরূঢ় হয়ে—আপনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করে' ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে' বেড়াচ্চে।

সকলে।—কোন্ দুজন?—কে কে?

সারথি।—সেই কর্ণারি অর্জ্জুন, আর সেই বৃক-তুল্য বৃকোদর।

গান্ধা।—(সভয়ে) জাদু! এখন কি কর্ত্তব্য?

দুর্য্যো।—এই গদা তো আমার নিকটেই আছে।

গান্ধা।—হায়! এইবার বুঝি এই হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হল।

দুর্য্যো।—এখন শোক-বিলাপের সময় নয়। সঞ্জয়! সঞ্জয়! রথে তুলে পিতা ও জননীকে শিবিরে নিয়ে যাও। আমাদের শোক দূর করবার লোক এখন এখানে উপস্থিত।

ধৃত।—বৎস! একটু অপেক্ষা কর। কি অভিপ্রায়ে এসেচে একবার জানি।

দুর্য্যো।—তাত! জেনে কি হবে?—আপনি যান।

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কিয়দ্দূর গমন করিয়া অবস্থান)

(রথারূঢ় ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।)

ভীম।—ওগো সুযোধনের অনুজীবিগণ! কেন তোমরা বৃথা ভয়াকুল হয়ে ইতস্তত বিচরণ করচ?—তোমাদের কোন ভয় নাই।

দ্যূত-ছল-প্রবর্ত্তক, জতুগৃহ-দাহ-কারী,
কৃষ্ণা-কেশ-বস্ত্রাকর্ষী
দুরাত্মা যে জন;
পাণ্ডবেরা যার দাস;—দ্রোণাচার্য্য, দুঃশাসন
অনুজ-শতের যে গো
সুহৃদ উত্তম;
—কোথা সেই অভিমানী দুর্য্যোধন? রোষ-ভরে
আসি নাই হেথা তাঁরে
করিতে দর্শন॥

ধৃত।—সঞ্জয়! ও দুর্মতির এ যে দারুণ ভর্ৎসনা।

সঞ্জ।—তাত! অপ্রিয় কার্য্য সমস্ত শেষ করে' এখন অপ্রিয় বাক্য বল্‌তে আরম্ভ করেছে।

দুর্য্যো।—সারথি! দুজনকেই গিয়ে বল, আমি এইখানেই আছি।

সারথি।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (তাহাদের নিকটে গিয়া) শোনো ওগো ভীম অর্জ্জুন! মহারাজ পিতামাতার সহিত ঐ বট-বৃক্ষের ছায়া-তলে আছেন।

অর্জ্জু।—মহাশয়! ক্ষমা করবেন। পুত্রশোকার্ত্ত পিতামাতাকে এখন দর্শন করে' বিরক্ত করব না—এখন আমরা তবে যাই।

ভীম।—মূঢ়! সদাচার যে অলঙ্ঘনীয়। গুরুজনদের প্রণাম না করে' যাওয়াটা উচিত হয় না। (নিকটে গিয়া) সঞ্জয়! গুরুজনদের

নিকটে আমাদের প্রণাম জানাও। না, থামো—আমরা নিজেই জানাবো। (রথ হইতে অবতরণ) গুরুজনেরা বন্দনীয়, স্বয়ং গিয়ে আমাদের প্রণাম করা উচিত।

অর্জ্জু।—(নিকটে গিয়া) তাত! জননি!

তোমাদের পুত্রদের সর্ব্ব-রিপু-জয়-আশা
যার পরে ছিল বিদ্যমান,
যার গর্ব্বে গরবিত হইয়া তাহারা সবে
করিত গো বিশ্বে তৃণ জ্ঞান
—সেই রাধা-পুত্র-নাশী মধ্যম পাণ্ডব আসি'
তব পদে করে গো প্রণাম॥

ভীম।— বহুসংখ্য কৌরবে যে করিল নিধন,
দুঃশাসন রক্ত-পানে মত্ত যেই জন,
দুর্য্যোধন-উরু যে গো করিবে ভঞ্জন
কর সে ভীমের এবে প্রণাম গ্রহণ॥

ধৃত।—দুরাত্মা বৃকোদর! তুমিই যে কেবল শত্রু-বিনাশ করেছ তা নয়; যে অবধি ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি, সেই অবধিই সমর-বিজয়ীরা জয়লাভ করে' আস্‌চে, বীরেরাও যুদ্ধে নিহত হয়েচে; তবে কেন বৃথা আস্ফালন করে' তুমি আমাদের বিরক্ত করচ?

ভীম।—তাত! রুষ্ট হবেন না।

পাণ্ডুপুত্রগণ-বধূ—কৃষ্ণার আকর্ষি' কেশ
যে সকল নৃপগণ করে অপমান
তাহারা সকলে এবে পাণ্ডবের ক্রোধানলে
হইয়াছে দগ্ধ ক্ষুদ্র পতঙ্গ সমান।

সংবাদ দিতেছি শুধু— ভুজ-বল-শ্লাঘা কিম্বা
নাহি করি বৃথা অহঙ্কার ;
যেই গুরুতর কাজ পুত্র-পৌত্র করে তব
—তুমি তাত সাক্ষী আছ তার ॥

দুর্য্যো।—ওরে পবন-তনয়! তোর নিন্দিত কাজের জন্য বৃদ্ধ রাজার কাছে আবার আত্ম-শ্লাঘা করচিস্?

তা ছাড়া :—

তুমি ভীম, তুমি পার্থ, সেই যুধিষ্ঠির, আর
নকুল ও সহদেব ভাই দুইজন
—তোমাদের ভার্য্যা সেই দ্যূত-দাসী—তার কেশ
সভামাঝে মমাজ্ঞায় করে আকর্ষণ।
যে সকল নৃপগণে বধিলে তোমরা রণে
তাহাদের কি বা দোষ এই বৈর-কাজে ?
বাহুবীর্য্য-ধন-মদে ঘোর-মত্ত যে গো আমি
আমারে জিনিলে তবে দর্প তব সাজে ॥

ওরে দুরাত্মা! সে তোর অসাধ্য। (সক্রোধে উঠিয়া বধ করিতে উদ্যত)

ধৃত।—(ধরিয়া বসাইয়া দিলেন)

ভীম।—(ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত)

অর্জ্জু।—দাদা! এতে রুষ্ট হচ্চ কেন ?

কাজে না করিতে পারি' মোদের অপ্রিয়
বচনে করিছে এবে—ধর্ত্তব্য কি ও ?
শত-ভ্রাতৃ-বধে দুঃখী কহিছে প্রলাপ,
তাহে দাদা বল দেখি কিসের সন্তাপ ?

ভীম।—ওরেরে ভরত-কুল-কলঙ্ক!

রে কটু-প্রলাপ-ভাষি! না যদি গো করিতেন
গুরুজন মোরে নিবারণ,
গদায় চূর্ণিয়া অস্থি সদ্য তোরে পাঠাতাম
সে দুঃশাসনের সদন॥

তা ছাড়া, মূঢ়!

তব কুল-পদ্ম-বনে প্রমত্ত বারণ যে গো
—সেই ভীম হলেও কুপিত
—কু-নৃপ তুই যে অতি— তবুও যে এতদিন
ধরাতলে আছিস জীবিত,
তাহার কারণ, তোর অদৃষ্টে ছিল রে দেখা
বিদারিত ভ্রাতৃ-বক্ষঃস্থল।
আর, স্ত্রীলোকের মত নেত্র হতে বিসর্জ্জন
অনর্গল শোক-অশ্রুজল॥

দুর্য্যো।—আমি তোমার মত কটূক্তি-মুখর নই। কিন্তু:—

অচিরে বন্ধুরা তব সমর-অঙ্গনে সুপ্ত
দেখিবে তোমায়
—ভীম-ভূষা-বিভূষিত গদা-ভগ্ন-বক্ষ-স্রুত
শোণিত-ধারায়॥

ভীম।—(হাসিয়া) তোমার কথা কি অবিশ্বাস করতে পারি?—
তুমি ঠিকই বলচ—আমার মৃত্যু তো আসন্ন—তবু তোমাকে
একটা কথা বলি শোনোঃ—

মোর পীন ভুজ-দ্বয়ে ঘুরাইয়া গুরু গদা
চূর্ণি' বক্ষঃস্থল তব
শিরে পদ করিব স্থাপন।
—কালিকে প্রভাতে তাহা
নৃপগণ করিবে দর্শন।

তব ভ্রাতৃগণ-সহ তোমারে দলিত করি'
যে রক্ত নিঃসৃত হবে
সেই ঘন রকত-চন্দন
আনখ বিলিপ্ত করি'
করিব গো অঙ্গের ভূষণ॥

নেপথ্যে।—ও গো ভীমসেন! ও গো অর্জ্জুন! যিনি অশেষ অরাতি-সৈন্য নিহত করেছেন, মহাপরাক্রান্ত পরশুরাম-সদৃশ যাঁর যশোরাশি, যাঁর প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল তাপিত, সেই শ্রীমান অজাত-শত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির এই আজ্ঞা করচেন :—

উভয়ে।—দাদা কি আজ্ঞা করচেন?

পুনর্ব্বার নেপথ্যেঃ—

গৃধ্র-কঙ্ক-বিখণ্ডিত হত-দেহে রণ-স্থল
অতীব দুর্গম;
আত্মীয়েরা অন্বেষিয়া দেহগুলি অগ্নিসাৎ
করুক এখন;
জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিদের অশ্রু-মিশ্র জল এবে
করুক অর্পণ।

রিপুদের সঙ্গে দেখ
ভানুও হইল অস্তগত
করহ একত্র এবে
—রণস্থলে সৈন্য আছে যত ॥

উভয়ে।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে।—ওরে রে গাণ্ডীব-ধারী মহাবল অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!—তুই এখন কোথায় যাস্?

কর্ণ-ক্রোধে এতদিন বিজয়ী ধনুক আমি
করিয়াছিলাম বিসর্জ্জন
শূর-শূন্য রণ-স্থলে তাইতো বর্দ্ধিত হয়
তব বাহু-বীর্য্য-পরাক্রম।
শস্ত্রত্যাগী অবিজিত পিতা মোর, তাঁর শির-
শ্ছেদ-কথা করিয়া স্মরণ
পাণ্ডু-পুত্র-প্রলয়াগ্নি দ্রৌপদ-সৈন্য-নাশী
দ্রৌণী দেখ করে আগমন ॥

ধৃত।—(শুনিয়া সহর্ষে) বৎস দুর্যোধন! দ্রোণের অপমানে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ঐ দেখ বীরবর অশ্বথামা এসেছেন। পিতা অপেক্ষাও ওঁর সমধিক বল; আর উনি শিক্ষাবান, দেব-তুল্য; অতএব তুমি এগিয়ে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা কর।

গান্ধা।—যাও যাদু, ওঁর অভ্যর্থনা করগে।

দুর্য্যো।—তাত! জননি! অঙ্গরাজের বধাভিলাষী বৃথা-যৌবন-বল-শস্ত্রধারী এই বীরকে নিয়ে আমাদের কি হবে?

ধৃত।—দেখ বৎস! এ সময়ে এইরূপ বাক্যে এতাদৃশ পরাক্রান্ত বীরদের বিরাগ উৎপাদন করা তোমার উচিত নয়।

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব।—জয় হোক্ কৌরব-রাজের!

দুর্য্যো।—(উঠিয়া) গুরুপুত্র! এইখানে বোসো। (বসাইয়া)

অশ্ব।—রাজন্! দুর্য্যোধন!

কর্ণ-তৃপ্তিকর বাক্য
তোমা কাছে কর্ণ কহি' কত
কার্য্যে যা করিল রণে
—সকলি তো আছ অবগত।
দ্রোণ-পুত্র এবে দেখ
ধনুতে জ্যা করি' আরোপণ
শত্রু-অভিমুখী হতে
করিয়াছে হেথা আগমন;
রণ-পরাভব-দুঃখ
এবে তুমি ত্যজহ রাজন্॥

দুর্য্যো।—(অসূয়া-সহকারে)—আচার্য্য-পুত্র!

অঙ্গরাজ হলে হত তবে তুমি শস্ত্র রণে
করিবে ধারণ
—এই যদি ছিল মনে প্রতীক্ষা কর গো তুমি
আমারো মরণ;
কেননা, অভিন্ন মোরা;—দোঁহা-মাঝে কেবা কর্ণ
কেবা দুর্য্যোধন?

অশ্ব।—কি? এখনও সেই কর্ণের পক্ষপাতী—আমাদের প্রতি অবমাননা? রাজন্! কৌরবেশ্বর! আচ্ছা তাই হোক্।

(প্রস্থান)

ধৃত।—বৎস! এ তোমার কিরূপ মোহ? এই সময়ে, কঠোর বাক্য বলে' অশ্বত্থামার মত ব্যক্তির বিরাগ উৎপাদন কর্‌চ?

দুর্য্যো।—আমি কি এমন অপ্রিয় মিথ্যা বলেছি যাতে ও ক্রুদ্ধ হতে পারে? দেখুন :—

ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্র-মাঝে
ছিল যার মহিমা অক্ষত,
তোমাদের ভাগ্য-দোষে
এবে যে গো সমরে নিহত
—সেই অঙ্গরাজ-নিন্দা
মিত্র-কাছে করিছে অশেষ
উহাতে অর্জ্জুনে তবে
বল দেখি, আছে কি বিশেষ?

ধৃত।—অথবা বৎস! তোমারি বা এতে কি দোষ? এখন ভরত-কুলের অন্তিম দশা উপস্থিত। দেখ, গান্ধারি! আমি অতি হতভাগ্য—আমি এখন কি করি বল দেখি। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে এইরূপ করা যাক্। দেখ সঞ্জয়, আমার নাম করে' ভারদ্বাজ অশ্বত্থামাকে তুমি এই কথা বল :—

এই সুযোধন-সহ এক সঙ্গে গান্ধারীর
স্তন্য তুমি করিয়াছ পান;

সেই সে শৈশবের চঞ্চল অঙ্গের ধূলি
বস্ত্র মোর করিয়াছে ম্লান ;
অনুজ-নিধন-শোকে অতি-প্রণয়ের বশে
যদি সে বলিয়া থাকে
অপ্রিয় বচন ;
—তোমার সমীপে বৎস কাতর মিনতি মোর—
ক্রোধ পুষি' রেখো না গো
মনে বহুক্ষণ ॥

সঞ্জ।—যে আজ্ঞা তাত। (উত্থান)

ধৃত।—আর যদি এ কথা গ্রাহ্য না করে, তাহলে এইরূপ বল্‌বে:—

অযথা কথায় ভুলি' তোমার অমন পিতা
করিয়া গো শস্ত্র বিসর্জ্জন
সহিলা যে সেইরূপ ঘোরতর অপমান
তাহা এবে তুমি বৎস করিয়া স্মরণ
সেই দুর্য্যোধন-উক্তি মন হতে করি' দূর
বল-বীর্য্য আত্মা-মাঝে কর আনয়ন ॥

সঞ্জ।—যে আজ্ঞে তাত। (প্রস্থান)

দুর্য্যো।—সারথি! আমার যুদ্ধের রথ সজ্জিত কর।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

ধৃত।—গান্ধারি! এখান থেকে এসো আমরা এখন মদ্র-রাজ শল্যের শিবিরে যাই। বৎস! তুমিও সেখানে চল।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী আসীন।

দাসী ও কঞ্চুকী দণ্ডায়মান।

যুধি।—(সচিন্ত ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

ভীষ্ম-রূপ মহার্ণব
—আসিয়াছি মোরা তার পারে;
দ্রোণানল নির্ব্বাপিত
হইল গো যে-কোন-প্রকারে;
কর্ণ আশীবিষ-সর্প
—হয়েছে সে বিগত-পরাণ;
মদ্র-অধিপতি শল্য
—সেও তো গো গেছে স্বর্গ-ধাম।
ভীম যে সাহস-প্রিয়, অল্প যার আছে বাকি
সাধিতে বিজয়,
—প্রতিজ্ঞা-বচনে তার করিয়াছে মো-সবার
জীবন-সংশয়॥

দ্রৌ।—(সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ! তার চেয়ে বল্লে না কেন, পাঞ্চালী হতেই এই জীবন-সংশয় ব্যাপার উপস্থিত হয়েচে।

যুধি।—কৃষ্ণা! আমি তো—(কঞ্চুকীকে অবলোকন করিয়া) দেখ বুধক!

কঞ্চু।—আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি।—আমার নাম করে' সহদেবকে এই কথা বল:—ক্রুদ্ধ বৃকো-

দরের "আজি বধ করব" এইরূপ সদ্য-পাল্য প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মানী কৌরব-রাজ নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় লুকিয়ে আছেন। এখন তার পদ-চিহ্ন অনুসরণ করবার জন্য, অতি নিপুণ-বুদ্ধি, বিভিন্ন স্থানের যথার্থাভিজ্ঞ, চর-সকল এবং যারা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা কর্‌তে পটু—যারা সুযোধনের বিচরণ-স্থানের সন্ধান জানে—এইরূপ ভক্তিমান সুমন্ত্রিগণ সামন্ত-পঞ্চক প্রদেশের চারিদিকে গমন করুক। আর, তারা যদি কৃতকার্য্য হয়, তা হলে ধনাদি পারিতোষিক দেবে বলে' তাদের নিকট অঙ্গীকার কোরো। তা ছাড়া :—

কিবা পঙ্কে, কি সৈকতে— গুপ্ত-পথ-বেত্তা যারা
—যাক্ সেই কইবর্ত্তগণ;
লতা-ঢাকা কুঞ্জ-বন চেনে যারা—সেই সব
গোপালেরা করুক গমন;
শত্রু-মিত্র-পদ-বেত্তা রন্ধ্রাভিজ্ঞ ব্যাধ যত
ব্যাঘ্র-বনে করুক ভ্রমণ;
প্রতি মুনি-গৃহে যাক্ চর-সব—যাহাদের
আছে সিদ্ধ পুরুষ-লক্ষণ॥

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

যুধি।—আরও এইরূপ সহদেবকে বল্‌বে :—

সশঙ্ক হইয়া কেহ করিছে আলাপ কি না
—জানুক গোপনে;
সুপ্ত বা রোগার্ত্ত কিম্বা সুরামত্ত—তাহাদের
যাক্ অন্বেষণে।

মৃগদের ত্রাস যেথা,
আর যেথা বিহঙ্গ নীরব,
নৃপ-পদ-চিহ্ন যেথা
—সেই বনে যাক্ তারা সব ॥

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ করত সহর্ষে) মহারাজ! পাঞ্চালক এসেছে।

যুধি।—শীঘ্র তাকে নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—(প্রস্থান করিয়া পাঞ্চালকের সহিত পুনঃ প্রবেশ) ঐখানে মহারাজ; পাঞ্চালক তুমি এগিয়ে যাও।

পাঞ্চা।—জয় মহারাজের জয়! মহারাজ ও দেবীকে একটি সুসংবাদ দি।

যুধি।—বাপু পাঞ্চালক! সেই দুরাত্মা কৌরবাধমের কি কোন পদ-চিহ্ন পাওয়া গেছে?

পাঞ্চা।—মহারাজ! শুধু পদ-চিহ্ন নয়, দেবীর কেশাকর্ষণ-পাপের প্রধান হেতু—স্বয়ং সেই দুরাত্মাকেই পাওয়া গেছে।

যুধি।—(সহর্ষে পাঞ্চালককে আলিঙ্গন করিয়া) বাপু! তুমি উত্তম কাজ করেছ—এ সুসংবাদ বটে। তাকে কি দেখ্‌তে পাওয়া গেছে?

পাঞ্চা।—মহারাজ! শুধু দেখ্‌তে পাওয়া গেছে তা নয়, সমর-ক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাওয়া গেছে।

দ্রৌপদী।—(সভয়ে) কি?—আমার নাথ সমর-ক্ষেত্রে?

যুধি।—(সভয়ে) সত্য, ভায়া আমার রণ-ক্ষেত্রে?

পাঞ্চা।—আজ্ঞে হাঁ সত্য। মহারাজের কাছে কি মিথ্যা বল্‌তে পারি?

যুধি।— ভীম মহাপরাক্রান্ত জানি আমি, তবু চিত্ত
ভয়-বশে বিবেক-মন্থর।
উত্তোলিত-গদা সেই বৃকোদর-ভুজ-বীর্য্য
জানি তবু শঙ্কিত অন্তর॥

(দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া, ও তাঁহার মুখের অশ্রুজল মুছাইয়া) অয়ি সুক্ষত্রিয়ে!

গুরুজন, বন্ধুজন
—সহস্র নৃপের সন্নিধান,
সভামাঝে আমাদের
হয়েছিল যেই অপমান
তার প্রতিকার প্রিয়ে
করিব গো হয় প্রাণ দিয়া,
নয় সেই পশু-তুল্য
দুর্য্যোধনে সমরে বধিয়া॥

না, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

যাহার আদেশ মতে দুঃশাসন করে তব
কেশ আকর্ষণ
—নিশ্চয় তাহারে ভীম বধি' আজি করিবে গো
প্রতিজ্ঞা পালন।
কেশও তব বাঁধা হবে বধ হবে যখন সে
পাপ দুর্য্যোধন॥

পাঞ্চালক! বল বল, সে দুরাত্মাকে কোথায় পাওয়া গেল? এখন সে কোন্ কাজেই বা প্রবৃত্ত?

দ্রৌ।—বল বাছা বল।

পাঞ্চা।—মহারাজ! দেবি! আপনারা তবে শুনুন। মহারাজ, যখন মদ্র-রাজ শল্যকে বধ করলেন, গান্ধার-রাজের পতঙ্গকুল যখন সহদেবের অনলে প্রবিষ্ট হল, সেনাপতি-নিধনে নিরানন্দ হয়ে যখন বীরগণ রণভূমি ছেড়ে চলে যেতে লাগ্‌ল; ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আপনার অধিষ্ঠিত সৈন্যের ঘোর আক্রমণে শত্রু-সৈন্য পরাজিত হয়ে, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে, যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে লাগ্‌ল; কৃপ কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা যখন বিনষ্ট হল, আর যখন কুমার বৃকোদরের সেই অন্ত-পাল্য প্রতিজ্ঞা দুর্য্যোধন শ্রবণ করলে, তখন সেই দুরাত্মা কৌরবাধম যে কোথায় গিয়ে লুকালো তা কেউ জান্‌তে পারলে না।

যুধি।—তার পর?

দ্রৌ।—বল তার পর কি হল।

পাঞ্চা।—মহারাজ! দেবি! অবধান করুন। তার পর, ভগবান বাসুদেবের অধিষ্ঠিত এক রথে আরূঢ় হয়ে ভীমার্জ্জুন কুমারদ্বয়, আর আমরা সবাই, সমস্ত "সামন্তপঞ্চক"-ময় খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লেম, কিন্তু কোথাও সেই অনার্য্যকে পাওয়া গেল না। তার পর, আমাদের ন্যায় ভৃত্যবর্গ দৈবের আচরণে খেদ প্রকাশ করচি, কুমার অর্জ্জুন উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করচেন, বৃকোদর বর্ষা-নিশা-সঞ্চরিত বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় পিঙ্গল কটাক্ষে নিজ গদাকে উদ্দীপ্ত করচেন, ভগবান নারায়ণ অবশিষ্ট স্বল্পকার্য্যের অসমাপ্তির দরুণ বিধাতাকে তিরস্কার করচেন, এমন সময়ে একজন সংবাদ-দাতা, কুমার ভীমসেনের নিকট এসে উপস্থিত হল। সে সদ্য একটা মৃগ বধ করায় সেই রক্ত তার চরণে

তখনও সংলগ্ন; সেই মাংসরাশি ত্যাগ করে' সে যেন তখনি আস্‌চে; তার পর অর্দ্ধশ্রুত-বর্ণে—ভাবার্থ কেবল অনুমান করা যায় মাত্র এইরূপ অস্পষ্ট ভাষায়—কুমারের নিকট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এইরূপ বল্‌তে লাগ্‌ল ঃ—মহারাজকুমার! এই বৃহৎ সরোবরের তীরে, দুইটি পদের অনুরূপ পদ-পংক্তি দেখা গেছে—তার মধ্যে একটি যেন স্থল পার হয়ে এসেচে—আর একটি যেন তা নয়। "কুমারের যথা আদেশ"—এই কথা বলে' আমরা সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলেম। আর ভগবান বাসুদেব সেই সরোবর-তীরে এসে দুর্য্যোধনের পদ-চিহ্ন চিন্‌তে পেরে বল্লেন ঃ—"দেখ বৃকোদর, সুযোধনের সলিল-স্তম্ভনী বিদ্যা জানা আছে, নিশ্চয় সে তোমার ভয়ে এই সরসীর মধ্যে শুয়ে আছে।" কৃষ্ণের এই কথা শুনে, সলিলচারী সৈন্যগণ সরোবরের চারিদিকে ভ্রমণ করে' সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগ্‌ল, ভয়ে কুম্ভীরেরা জল থেকে উঠে পড়ল; কুমার বৃকোদর তখন ভৈরব গর্জ্জনে বল্‌তে লাগ্‌লেনঃ—ওরেরে বৃথা-প্রখ্যাত অলীক-পৌরুষাভিমানি পঞ্চাল-রাজ-তনয়া-কেশাকর্ষক মহাপাতকি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাধম!

শুদ্ধ চন্দ্র-কুলে জন্ম— এই পরিচয় দিয়া
এখনো কি গদা তুমি করিছ ধারণ?
দুঃশাসন-রক্ত-পানে যে অরি প্রমত্ত এবে
তার সনে করিবে কি তুমি সম্ভাষণ?
দর্প-মদে অন্ধ হয়ে মধুকৈটভ-দৈত্য সম
হরি সনে হয়েছিলে প্রবৃত্ত সমরে;

মোর ভয়ে নরাধম! ত্যজিয়া সমর-ভূমি
এবে লুকায়েছ আসি' পঙ্কের ভিতরে?
তা ছাড়া—রে মানান্ধ কৌরবাধম!
কুরু-অন্তঃপুর-নারী মোর বলে হত-পতি
—করে এবে কেশ উন্মোচন।
পাঞ্চালীর প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি এবে তাই
হইয়াছে প্রায় উপশম।
ভাই তব দুঃশাসন —হৃদয়-নিঃসৃত তার
তপত শোণিত আমি করিনু যে পান,
দেখিয়াও তাহা চক্ষে, কি করিলে ভীম-প্রতি?
—অসময়ে অস্ত কেন তব অভিমান?

দ্রৌ।—নাথ! আবার যদি তোমার দর্শন পাই তবেই আমার কোপের শান্তি হবে।

যুধি।—দেখ কৃষ্ণা, এ সময়ে অমঙ্গলের কথা বলা উচিত নয়। বাপু! তার পর, তার পর?

পাঞ্চা।—মহারাজ! এইরূপ বলে' ভীষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত উদ্যত-গদা-পাণি বৃকোদর ভীষণ বেগে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে, সমস্ত সেই বৃহৎ সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগ্‌লেন; সরোবরের জল তীর ছাপিয়ে উঠ্‌ল, সমস্ত কমল-বন উৎসন্ন, জলজন্তুরা মূর্চ্ছিত, সমস্ত বিহঙ্গকুল উদ্‌ভ্রান্ত হল।

যুধি।—বাপু! তবুও সে জল থেকে উঠ্‌ল না?

পাঞ্চা।—মহারাজ! আর না উঠে থাকৃতে পারে?
সরোবর-তল-দেশ সবেগে সহসা ত্যজি'
করিল উত্থান

—কোপ-হুতাশন হতে ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত
স্ফুলিঙ্গ সমান।
ক্ষিপ্ত ভীম-বাহু রূপ
মন্দরে হইয়া সুমথিত
ক্ষীরাম্বুধি হতে যেন
কাল কূট হল সমুত্থিত॥

যুধি।—সাধু সুক্ষত্রিয় সাধু!

দ্রো।—যুদ্ধ হল কি হল না?

পাঞ্চা।—এই জলাশয় হতে উত্থান করে', তোরণাকারে দুই হস্তে গদা উত্তোলন করে' দুর্য্যোধন এই কথা বল্লে:—"ওগো পবন-পুত্র! তুমি কি মনে করচ দুর্য্যোধন তোমার ভয়ে লুকিয়ে আছে? মূঢ়! পাণ্ডুপুত্রদের বধ করতে না পেরে লজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যেই পাতালে বিশ্রাম করতে আমি উদ্যত হয়েছিলেম। আর, বাসুদেব ও অর্জ্জুন দুজনেই পূর্ব্বে বলেছিলেন, "ভীম দুর্য্যোধনের যুদ্ধ জলের অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ।" তার পর, কৌরব-রাজ ভূতলে গদা নিক্ষেপ করে' বসে পড়লেন। আর, যেখানে শত-গজ-বাজি নিহত, গৃধ্র-কঙ্ক-জম্বু-ভক্ষিত শত শত মৃতদেহ নিপতিত, যেখানে আমাদের সৈন্যের সিংহনাদ-বিমিশ্র তূর্য্য-ধ্বনি সমুত্থিত, আর সমস্ত দুর্য্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট—সেই বন্ধু-শূন্য, বান্ধব-শূন্য কুরু-ক্ষেত্র অবলোকন করে' দুর্য্যোধন উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগ্‌লেন। তার পর, বৃকোদর তাঁকে বল্লেন:—"ওগো কৌরব-রাজ! বন্ধুজনের বধে রুষ্ট হয়ে আর কি হবে?—এখন দুঃখ করাও বৃথা। আমরা পাণ্ডবেরা এসেছি। তব দেখ আমি এখন অসহায়। তা ছাড়া:—

এ পঞ্চ পাণ্ডব-মাঝে তুমি যারে
সুযোধ বলিয়া ভাবো মনের মাঝারে
—শস্ত্র ধরি', বর্ম্মাবৃত হয়ে, তারি সনে
—যথা অভিরুচি তব—মাতো এবে রণে॥

এই কথা শুনে কৌরব-রাজ ঈষৎ অশ্রুপাত করে' সজল নেত্রে কুমারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' এই কথা বল্লেন :—

হত কর্ণ-দুঃশাসন —মোর কাছে তোমরা তো
সবাই সমান এবে—এ বেশ জানিও ;
—হলেও অপ্রিয় মোর— যুদ্ধ-প্রিয় তুমি, তাই
তব সনে যুদ্ধ করা মোর অতি প্রিয়॥

তার পর, ভীম দুর্য্যোধন দুজনেই গাত্রোত্থান করে', কোপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে, পরস্পরের প্রতি পরুষ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করতে লাগ্‌লেন ; আর বিচিত্র-বিভ্রমে গদা বিঘূর্ণিত করে', মণ্ডলাকারে সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগ্‌লেন। এই সময়ে, ভগবান চক্রপাণি মহারাজের নিকট আমাকে প্রেরণ করলেন। আর, মহারাজ! কৃষ্ণ আমাকে এই কথা বল্লেন :—"ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়ায়, আর কৌরবরাজও নিরুদ্দেশ হওয়ায়, আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেম। সম্প্রতি আবার ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের সাক্ষাৎ হয়েচে, এইবার তুমি জেনো ভুবন নিষ্কণ্টক হবে। এখন তোমরা সৌভাগ্যোচিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। আর কোন সন্দেহ নাই।

সলিলে করহ পূর্ণ রতন-কলস-চয়,
—হবে রাজ্য-অভিষেক তব।

বহুদিন হতে কৃষ্ণা বন্ধন করেনি কেশ
—হোক্ কেশ-বন্ধন-উৎসব।
কুঠার-প্রদীপ্তকর যেই রাম করিলেন
ক্ষত্র-ক্রম-ক্ষয়,
আর, এই ভীম—এঁরা ক্রোধান্ধ হইয়া রণে
হইলে উদয়
বিজয়-সাধন-পক্ষে পারে কি থাকিতে কভু
একটু সংশয় ?"

দ্রৌ।—(সাশ্রুলোচনে) দেব ত্রিভুবন-নাথ যা আজ্ঞা করচেন তার কি কখন অন্যথা হতে পারে ?

পাঞ্চালক।—এ কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, মধুসূদনের এ আদেশ।

যুধি।—ভগবানের আদেশে কি কারও সংশয় হতে পারে ? কে আছে এখানে ?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি।—ভগবান দেবকী-নন্দনের আদেশ শিরোধার্য্য করে' ভায়ার বিজয়-মঙ্গল উদ্দেশে যথা-বিহিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হোক্।

কঞ্চু।—(সোৎসাহে পরিক্রমণ করিয়া) ও গো পুরোহিতাদি কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ! আর অন্তঃপুরচারী প্রধান দৌবারিকগণ!—তোমরা শোনোঃ—যিঁনি দুর্ব্বহ প্রতিজ্ঞা-ভার বহন করচেন, যিনি সুযোধন-অনুজ-বিকম্পন প্রচণ্ড পবন, যিনি দুঃশাসন-বিদলন নর-সিংহ, সেই প্রভঞ্জন-পুত্র মহাবলী ভীমের প্রতি স্নেহ-বশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলাচরণ করতে তোমাদের আদেশ

করচেন। (আকাশে) কি বল্‌চ?—"চারিদিকেই মঙ্গল-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হচ্চে দেখ্‌তে পাচ্চনা কি?"—এই কথা বল্‌চ?—আচ্ছা, বেশ বাছারা বেশ। অনাদিষ্ট হয়েও যারা প্রভুর হিতকার্য্য করে, তারাই যথার্থ স্বামি-ভক্ত।

যুধি।—দেখ জয়ন্ধর!

কঞ্চু।—আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি।—তুমি যাও, সুসংবাদ-দাতা পাঞ্চালককে পারিতোষিক দিয়ে পরিতুষ্ট কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান)

দ্রৌ।—মহারাজ! কেন আবার নাথ সেই দুরাত্মাকে বল্লেন:—"আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় যুদ্ধ কর"—এই মাদ্রী-পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যদি একজনের সহিত সে যুদ্ধ প্রার্থনা করে, তা হলে যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

যুধি।—এখন সুহৃদ্ বন্ধু, বীর অনুজ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা অশ্বথামা প্রভৃতি রাজন্যবর্গ সমস্তই নিহত। একাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে যে বান্ধব-হীন, যার কেবল শরীর মাত্র বিভব এখন অবশিষ্ট, যে কখন আত্মাভিমান ত্যাগ করে নি, সেই দুর্য্যোধন এখন মনে করচে—"শস্ত্র ত্যাগ করি, কি তপোবনে যাই, কি পিতার মুখ দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করি।" এইরূপ যখন দুর্য্যোধনের অবস্থা, তখন সর্ব্ব-রিপু-জয়ের প্রতিজ্ঞাভার হতে যে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। তা ছাড়া, সুযোধন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না। আর আমার মনে হয়, বৃকোদরের সঙ্গেই সে গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। অয়ি সুক্ষত্রিয়ে! দেখ:—

সত্য, নাহি আর কেহ　　ক্রোধোদ্যত-গদা সেই
ভীমের সমান ;
আবার, সে দুর্য্যোধনও　　সিদ্ধ-হস্ত রণে, যথা
দেব বলরাম।
যে ভীম, দুর্য্যোধন-নলিনীর হস্তী
—সেই মম অনুজের রণে হোক্ স্বস্তি !
আর দেখ কৃষ্ণা ও গো ! হেন লয় মনে
তারি সাথে যুদ্ধ হবে—নহে অন্য-সনে ॥

(নেপথ্যে)

ওগো ! আমি বড়ই তৃষিত হয়েছি, তোমরা কেউ আমাকে জল ছায়া দিয়ে তৃপ্ত কর।

যুধি।—(শুনিয়া) ওরে ! কে আছে এখানে ?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি।—জান দিকি ব্যাপারটা কি।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) মহারাজ ! একজন ক্ষুধিত অতিথি উপস্থিত।

যুধি।—তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

(মুনি-বেশ-ধারী চার্ব্বাক নামক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষ।—(স্বগত) আমি সুযোধনের মিত্র, পাণ্ডবদের বঞ্চনা করবার

জন্য ভ্রমণ করে’ বেড়াচ্চি। (প্রকাশ্যে) ওগো! আমি অত্যন্ত তৃষিত, জলছায়া দানে আমাকে কেউ তৃপ্ত কর।

(রাজার নিকট আগমন)

সকলে।—(উত্থান)

যুধি।—মুনিবর! অভিবাদন করি।

ব্রাহ্ম।—শিষ্টাচারের এ সময় নয়, জলদানে আমাকে তুষ্ট কর।

যুধি।—মুনি! এই আসনে উপবেশন করুন।

ব্রাহ্ম।—(উপবেশন করিয়া) না না—তুমিও আসন গ্রহণ কর।

যুধি।—ওরে! কে আছে এখানে?

(ভৃঙ্গার লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজ! সুশীতল সুরভি জলে এই ভৃঙ্গার পূর্ণ—আর এই পান-পাত্র।

যুধি।—মুনি! পিপাসা শান্তি করুন।

ব্রাহ্ম।—(পাদ প্রক্ষালন ও জল স্পর্শ করিয়া) ও গো! তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয় বটে।

যুধি।—ঠিক্ বলেছেন—আমি ক্ষত্রিয়ই বটে।

ব্রাহ্ম।—সংগ্রামে প্রতিদিনই তো তোমার আত্মীয় বন্ধুজনের নাশ হচ্চে, কাজেই জলাদি তোমার অদেয় নয়। ভাল, এই ছায়ায় বসে’ সরস্বতী-নদীর তরঙ্গ-স্পর্শী সুশীতল বায়ু সেবন করে’ শ্রান্তি দূর করা যাক্।

দ্রৌ।—বুদ্ধিমতিকে! মহর্ষিকে তাল-পাখায় বাতাস কর্।

ব্রাহ্ম।—ও গো! আমার প্রতি এ শিষ্টাচার অনুচিত।

যুধি।—মুনি! সে কি কথা?—আপনি বড় শ্রান্ত হয়েছেন।

রাক্ষ।—দেখ, আমি মুনিজন-সুলভ কৌতূহল-বশে সেই মহামান্য মহা ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখ্‌বার জন্য সমস্ত-পঞ্চক-প্রদেশময় পর্য্যটন করে' বেড়াচ্চিলেম। আজ শরৎকালের প্রখর উত্তাপে অর্জ্জুন-সুযোধনের অসমাপ্ত গদা-যুদ্ধ অবলোকন করে' এই মাত্র আস্‌চি।

কঞ্চু।—মুনি! এ যুদ্ধ ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ কি না বল দিকি।

রাক্ষ।—আঃ! আমি যেন কোন বৃত্তান্তই জানি নে এরূপ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করচ কেন?

যুধি।—মহর্ষি! বলুন, বলুন।

রাক্ষ।—একটু বিশ্রাম করে' আপনাকে সমস্তই বল্‌ব, কিন্তু এই বৃদ্ধকে নয়।

যুধি।—অর্জ্জুন সুযোধনে কি হল, বলুন।

রাক্ষ।—পূর্ব্বেই তো বলেচি, অর্জ্জুন সুযোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হল।

যুধি।—ভীম সুযোধনের মধ্যে নয়?

রাক্ষ।—সে তো পূর্ব্বেই হয়ে গেছে।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু।—(জল সিঞ্চন) মহারাজ! দেবি! শান্ত হোন, শান্ত হোন!

(উভয়ের সংজ্ঞা লাভ)

যুধি।—আপনি কি বল্লেন মুনি?—ভীম-সুযোধনের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে গেছে?

দ্রৌ।—মহর্ষি! বলুন সে যুদ্ধে কি হল।

রাক্ষ।—কঞ্চুকি! এঁরা দুজন কে?

কঞ্চু।—ব্রাহ্মণ! ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর ইনি পাঞ্চাল-রাজ-দুহিতা।

ব্রাহ্ম।—"আঃ! নৃশংস আমাকে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করেছে" এই কথা—

দ্রৌ।—হা নাথ! ভীম! (মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু।—তিনি কি বল্লেন, কি বল্লেন?

দাসী।—দেবি! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্!

যুধি।—(সাশ্রু লোচনে)

মুনি! তব এই বাক্যে, সন্দিগ্ধ হইয়া কষ্ট
পায় যুধিষ্ঠির।
নিশ্চয় নিহত বৎস —জানিলেও হই সুখী
—হয় মন স্থির॥

ব্রাহ্ম।—(সানন্দে স্বগত) আমার চেষ্টাই তো এই। (প্রকাশ্যে) যদি নিতান্তই বল্‌তে হয়, তবে সংক্ষেপে বল্‌চি শোনো। বন্ধু-জনের বিপদের কথা সবিস্তারে বলা উচিত নয়।

যুধি।—(অশ্রু মুছিয়া)

সর্ব্বথা বল গো বিপ্র —সংক্ষেপে বিস্তারে হোক্—
তার বিবরণ।
কি ঘটিল অনুজের শুনিতে উৎসুক অতি
আমি যে এখন॥

ব্রাহ্ম।—তবে বলি শোনোঃ—

সেই দুর্য্যোধন ভীমে আরম্ভ হইল যুদ্ধ,
গুরু-গদা হতে শব্দ উঠিল সঘনে—

দ্রৌ।—(সহসা উঠিয়া) তার পর—তার পর?
রাক্ষ।—(স্বগত) এরা সংজ্ঞালাভ করেছে—আবার কি এদের সংজ্ঞা অপনীত করব? (প্রকাশ্যে)

হেনকালে হলধর সত্বর আসিলা সেথা,
বহুক্ষণ হ'ল যুদ্ধ তাঁহার সামনে;
তাঁর প্রিয় শিষ্য বলি' করিলেন বলরাম
গোপনে সঙ্কেত দুর্য্যোধনে;
সেই সে সঙ্কেত বুঝি' দুঃশাসন-প্রতিশোধ
দুর্য্যোধন লইলেন রণে॥

যুধি।—হা! ভাই বৃকোদর! (মূর্চ্ছিত)
দ্রৌ।—হা নাথ ভীমসেন! আমার অপমানের প্রতিকারে তুমি জীবন বিসর্জ্জন করলে? জটাসুর, বক, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, কীচক, জরাসন্ধ প্রভৃতির নিহন্তা যে তুমি—গঙ্গার সুবর্ণ-পদ্ম উপহার দিয়ে আমাকে যে কত তুষ্ট করতে—হা চাটুকার! তুমি কোথায়?—উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিত)
কঞ্চু।—(সাশ্রু-লোচনে) হা কুমার ভীমসেন!—ধার্ত্তরাষ্ট্র-কুল-কমলিনী-প্রলয়-বর্ষা! (ভয়-ব্যাকুল হইয়া) মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্! আশ্বস্ত হোন্! বাছা! দেবীকে তুমি সান্ত্বনা কর। মহর্ষি! আপনিও মহারাজকে আশ্বস্ত করুন।
রাক্ষ।—(স্বগত) হাঁ, আমি ওঁকে প্রাণত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়ে এখনি আশ্বস্ত করচি। (প্রকাশ্যে) ও গো ভীমাগ্রজ! একটুখানি ধৈর্য্য ধর—এখনও কথা শেষ হয় নি।
যুধি।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) মহর্ষি! এখনও কি কিছু বল্‌তে বাকি আছে?

রাক্ষ।—তার পর, সেই সুক্ষত্রিয় নিহত হয়ে বীর-সুলভ সুগতি লাভ করলেন; তাঁর তৃতীয় অনুজ ভ্রাতৃ-বধ-শোকে অজস্রধারে অশ্রু মোচন করতে লাগলেন; আর, গাণ্ডীব ত্যাগ করে' নব-রক্তচ্ছটা-চর্চ্চিত সেই গদা ভ্রাতৃ-হস্ত হতে নিয়ে, সন্ধীচ্ছু বাসু-দেবের নিষেধ-বাক্য অগ্রাহ্য করে', "এসো দেখি" "এসো দেখি" এইরূপ উপহাস-সহকারে বল্‌তে লাগ্‌লেন। আর, সেই গদা ঘোরাতে ঘোরাতে অর্জ্জুন, গম্ভীর বাক্যে কৌরব-রাজকে আহ্বান করায় কৌরব-রাজও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। হলধর বুঝি-লেন, তাঁর কৃতী শিষ্য দুর্য্যোধনেরই নিশ্চয় জয় হবে; তাই, অর্জ্জুন-পক্ষপাতী দৈবকী-নন্দন এই অবস্থা দেখে, অর্জ্জুনকে অতিযত্নে রথে উঠিয়ে নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন।

যুধি।—সাধু! অর্জ্জুন সাধু! তুমি যে তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে' বৃকোদরের স্থান অধিকার করেছিলে—সে বড় ভাল কাজ হয়েছিল। এখন আমি, কি উপায়ে প্রাণত্যাগ করতে পারি তারি চেষ্টা দেখি।

দ্রৌ।—দেখ নাথ! তুমি ভ্রাতৃবৎসল! তোমার ভ্রাতা অর্জ্জুন গদাযুদ্ধে অশিক্ষিত, তাকে শত্রুমুখে পতিত দেখে এ সময়ে তোমার উপেক্ষা করা উচিত নয়।

রাক্ষ।—তার পর আমি—

যুধি।—থাক্ মুনি! এর পর শুনে আর কি হবে? হা ভাই ভীমসেন! জতুগৃহ-সমুদ্র-তরণ-পোত! কির্ম্মীর-হিড়িম্ব-অসুর-জরাসন্ধ-বিজয়ী মল্ল! কীচক-সুযোধন-অনুজ-কমলিনী-কুঞ্জর! হা দ্যূত-পণানু-রাগী! আমার শরীরের খেদ-শঙ্কা-নাশন! ভাই! তুমি যে আমার একান্ত কথার বাধ্য ছিলে—হা কৌরব-বন-দাবানল!

দ্যূত-ব্যসনী যে আমি নির্লজ্জ অতি
—লক্ষ মত্ত হস্তি-সম তোমার শকতি—
তবুও দাসত্ব মোর করিলে স্বীকার
ভক্তি-ভরে সহি' কত দুখ-কষ্ট-ভার।
আর বেশি কি অনিষ্ট করেছি গো আজি
যা-লাগি সহসা ভাই গেলে মোরে ত্যজি'
অনাথ অবন্ধু করি' ফেলিয়া হেথায়,
বঞ্চিত করিয়া তব স্নেহ-মমতায়?

দ্রৌ।—(উঠিয়া) মহারাজ! সত্যই কি তাঁর এইরূপ ঘটেচে?

যুধি।—কৃষ্ণে! সত্য নয় তো আর কি।

কীচকে বধিল যে গো, বক-হিড়িম্ব-কির্ম্মী
রক্ষোগণে করিল নিধন;
মদান্ধ দ্বিরদ সেই জরাসন্ধ দেহ-যে গো
বজ্রসম করে বিদারণ;
যার সেই ভুজ-যুগে
শোভে গদা পরিঘের মত,
তব প্রিয়, মমানুজ,
পার্থ-জ্যেষ্ঠ—সেই ভীম গত॥

দ্রৌ।—(আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) নাথ! ভীমসেন! তুমিই আমার চুল বেঁধে দেবে বলেছিলে; দেখ, ক্ষত্রিয়-বীরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয়। আচ্ছা, তুমি তবে আমার প্রতীক্ষা কর, আমি তোমার কাছে শীঘ্রই যাচ্চি। (পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত)

যুধি।—(আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) জননী পৃথা! তোমার পুত্রের কিরূপ ব্যবহার শুনলে তো? আমাকে শোক-গ্রস্ত অনাথ

করে', একাকী ফেলে সে কোথায় দেখ চলে গেল। ভাই! জরাসন্ধ-শত্রু! তোমার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে লোকে তোমার কি বিপরীত ভাবই দেখ্‌লে। লোকের কথা কি বল্‌চি—আমিই কত দেখ্‌লেম।

স-নৃপ নিখিল-ধরা তোমার বিজিত
আমাকে করিয়া দান হইলে লজ্জিত।
দ্যূতে আপনারে পণ করিনু যখন,
কুপিত না হয়ে প্রীত হইলে তখন।
পাচক হইয়া সেই মৎস্য-রাজ-ঘরে
ছিলে যে তখন তুমি—সেও মোর তরে।
যে চিহ্ন সূচনা করে সহসা বিনাশ,
এই সব কার্য্যে দেখি তাহারি প্রকাশ॥

মুনি! কৌরব ও ভীমের কথা তখন কি বল্‌ছিলে? (মুনির কথা গুলি আবৃত্তি)

রাক্ষ।—হাঁ, তাই বটে।

যুধি।—আমার ভাগ্যকে ধিক্! (আকাশে অবলোকন করিয়া) ভগবন্ বলরাম! কৃষ্ণাগ্রজ!

জ্ঞাতি-প্রেম, ক্ষাত্রধর্ম্ম এ দুয়ের কিছুই না
করিলে গণনা;
তবানুজ বাসুদেব মমানুজ-চিরসখা
—তাও ভাবিলে না?
উভয়েই শিষ্য তব উচিত উভয়-প্রতি
তুল্য অনুরাগ;

হতভাগ্য আমা প্রতি সহসা বিমুখ হলে
—এ কি তব ভাব?

(দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) পাঞ্চালি! ওঠো ওঠো—দেখ আমাদের উভয়েরি সমান দুঃখ। তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে আবার কেন আমাকে ব্যাকুল কর বল দিকি?

দ্রৌ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) নাথ! ভীমসেন! দুঃশাসন আমার যে চুল খুলে দিয়েচে, দুর্য্যোধনের রক্ত হাতে মেখে তুমি তা আবার বেঁধে দেও। ওলো বুদ্ধিমতিকে! তোর সম্মুখেই তো নাথ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আর, "এইবার চুল-বাঁধা আরম্ভ কর" এই কথা বাসুদেবও তো আজ্ঞা করেছিলেন। এখনি তবে ফুলের মালা এনে আমার চুল বেঁধে দেও, পুরুষোত্তমের কথা রাখো; তিনি কখন অলীক কথা বলেন না। অথবা, শোক-সন্তপ্ত হয়ে আমি এ কি কথা বল্‌চি?—না, সে কিছু নয়, আমি এখন সেই দূর-গত আর্য্যপুত্রের অনুগামী হই। মহারাজ! আমার চিতা জ্বালাও, তুমিও ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়ে সেই জীবনহারী নাথের অভিমুখী হও।

যুধি।—পাঞ্চালী ঠিক্ কথা বলেচেন। দেখ কঞ্চুকি! আমিও চিতার ভাগী হয়ে এই হতভাগিনীর দুঃখ উপশম করি। তুমি আমার ধনু সজ্জিত করে' নিয়ে এসো; কিন্তু না—এখন ধনুতেই বা কি হবে?

ধনু করি' বিসর্জ্জন যাই আমি রণ-মাঝে
ভীম-অঙ্গ-রক্ত-মাখা
গদা হস্তে লয়ে।
ভ্রাতৃ-অনুরাগ-বশে অর্জ্জুন করিল যাহা
মোরো পক্ষে তাই শ্রেয়
—কি হবে বিজয়ে?

রাক্ষ।—রাজন্! তোমার চিত্ত যদি রিপুজয়ে বিমুখ হয়ে থাকে, তবে সেখানে গিয়ে আর কি হবে?—যে-কোন স্থানে হোক প্রাণত্যাগ করলেই তো হয়।

কঞ্চু।—(সরোষে) ধিক্! এ তো মুনি-সদৃশ কথা নয়, এ যে তোমার রাক্ষসের মত কথা।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমাকে জান্‌তে পেরেচে না কি? (প্রকাশ্যে) ও গো কঞ্চুকি! দেখ, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন এখন গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত; আর, দুর্য্যোধনের ভুজ-বল গদাতেই। রাজর্ষি এখন শোকার্ত্ত হয়েছেন, তাঁর আবার কোন অনিষ্ট পাছে শুন্‌তে হয় সেই ভয়ে ঐ কথা বলেছিলেম।

যুধি।—(অশ্রু মোচন করিয়া) সাধু মহর্ষি সাধু! তুমি বন্ধুর মতই বলেচ।

কঞ্চু।—মহারাজ! আপনি যে দেব-তুল্য, আপনি এখন সামান্য লোকের মত ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত?

যুধি।—দেখ জয়ন্ধর!

বাহু-দণ্ড যাহাদের
স্থূল দৃঢ় পরিঘ-সমান,
কুবের বরুণ ইন্দ্র
—ততোধিক যারা বীর্য্যবান,
সেই ভীমার্জ্জুন-দ্বয়ে
দেখি' এবে ধরাশায়ী রণে
কৃতার্থ হইল রিপু
—ইহা আমি দেখিব কেমনে?

পাঞ্চাল-রাজ-তনয়ে! আমার জন্যই তোমার এই শোচনীয় দশা ঘটল। যতক্ষণ না চিতাগ্নি প্রস্তুত হচ্চে, ততক্ষণ এসো আমরা আত্মীয় বন্ধুদের নিকট গিয়ে বিদায় নি।

দ্রৌ।—দেখ কঞ্চুকি! তুমি কাষ্ঠ সঞ্চিত করে রাখো। কি আশ্চর্য্য, মহারাজের কথা যে কেউই শুন্‌চে না। হা নাথ! তুমি না থাকায় মহারাজ এখন পরিজনদের নিকটেও অপমানিত হচ্চেন।

রাক্ষ।—এইরূপ সহমরণ ভরত-কুল-বধূদেরই উপযুক্ত।

যুধি।—মহর্ষি! আমাদের কথা তো কেহই শুন্‌চে না। আপনি ইন্ধন দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করুন।

রাক্ষ।—এ মুনিজনের বিরুদ্ধ কাজ। (স্বগত) আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। এখন অলক্ষিত হয়ে আমি নিকটেই কাঠ জ্বালিয়ে দি। (প্রকাশ্যে) রাজন্‌! আমি এখানে আর থাকৃতে পারচিনে।

(প্রস্থান)

যুধি।—দেখ কৃষ্ণা! কেহই আমাদের কথা শুন্‌চে না। এসো আমরা নিজেই কাষ্ঠ সঞ্চয় করে' চিতা জ্বালাই।

দ্রৌ।—মহারাজ! এখনি—এখনি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রৌ।—(সভয়ে শুনিয়া) মহারাজ! কার যেন তেজোবল-দর্পিত নির্ঘোষ শোনা যাচ্চে; আরও কোন অপ্রিয় সংবাদ বোধ হয় শুনতে হবে, তাই এত বিলম্ব হচ্চে।

যুধি।—আর বিলম্ব নয়, ওঠো। (সকলের পরিক্রমণ) দেখ পাঞ্চালি! পরিজনদের বারণ করে' দেও, তারা যেন মাতাকে ও সপত্নি-দের এ কথা কিছু না বলে।

দ্রৌ।—মহারাজ! মাতাকে এইরূপ শুধু বলে' পাঠাব, সেই বক-

হিড়িম্ব-কির্ম্মীর-জরাসন্ধ-জয়ী মহাবীরও আমার জন্য হতাশ হয়ে পরলোকগত হয়েচেন।

যুধি।—ভদ্রে! বুদ্ধিমতিকে! আমাদের নাম করে’ মাকে তুমি এই কথা বলে’ এসো ঃ—

জননি!

সেই জতু গৃহ-দাহে তোমারে যে উদ্ধারিল

ভুজবলে—পুত্রদের সনে

—সেই বলী প্রিয় পুত্র —তার অমঙ্গল কথা

তোমা কাছে বলিব কেমনে?

আর, দেখ জয়ন্ধর! তুমি সহদেবেরও কাছে গিয়ে এই কথা বলবে ঃ—তুমি পাণ্ডুকুলের বৃহস্পতি, তোমার বৈমাত্রেয় ভাই, সকল কুরুকুল-কমলাকরের যে বাড়বানল—সেই যুধিষ্ঠির এখন পরলোকে প্রস্থান করতে উদ্যত। তুমি আমার আজ্ঞাবহ প্রিয় অনুজ; তুমি কি বিপদে কি সম্পদে, সর্ব্বদাই অমুগ্ধ-চিত্ত ধৈর্য্য-শালী ও আমার আশ্বাস-স্থল; তোমাকে আলিঙ্গন করে’, তোমার শির আঘ্রাণ করে’ আমি এই প্রার্থনা করচি ঃ—

বয়সে অধিক আমি,

জ্ঞানে তুমি আমার সমান।

সহজ দয়ায় জ্যেষ্ঠ,

বুদ্ধিতে তুমি-ই গরীয়ান।

কৃতাঞ্জলি হয়ে এবে

যাচি এই তব সন্নিধান ঃ—

মোর মায়া ত্যাগ করি’

পিতৃদেবে কোরো বারি দান॥

তাছাড়া, বাল্যে যাকে আমি লালন-পালন করেছি, যার হৃদয় প্রস্তর-তুল্য সারবান, সেই নিত্য-অভিমানী নকুলও যেন আমার আজ্ঞামত এইখানেই থাকে। আর ভাই তুমিও যেন আমার পদানুসরণ না কর।

বিমল-বিবেক-বশে আমারে ও ভীমার্জ্জুনে
করি' বিস্মরণ
—আমরা হইলে গত— অশ্রু-মিশ্র জল-বিন্দু
করিবে অর্পণ ;
—যেথায় থাক না কেন, জ্ঞাতি-গৃহে, কান্তারে বা
যাদব-ভবনে—
—করি গো মিনতি এই—আপন শরীর-রক্ষা
করিবে যতনে ॥

দেখ, জয়ন্ধর! আমাদের গা ছুঁয়ে শপথ কর, নকুল সহদেবকে এই কথা গিয়ে বল্‌বে :—আমাদের মৃত্যুর পর তারা যেন আমাদের পদানুসরণ না করে।

দ্রৌ।—ওলো বুদ্ধিমতিকে! আমার নাম করে' প্রিয়সখী সুভদ্রাকে বলিস্‌, বাছা উত্তরার গর্ভের চতুর্থ মাস উপস্থিত হলে, সেই গর্ভস্থ বংশধরকে যেন সে সাবধানে রক্ষা করে। পরলোকগত শ্বশুরকুলের ও আমাদের তাহলে জলবিন্দু পাবার সম্ভাবনা থাকে।

যুধি।—(সাশ্রু-লোচনে) ওঃ! কি কষ্ট!

শাখা-প্রশাখায় যার আচ্ছাদিত ভূমণ্ডল
—দিক্‌ বিভূষিত,

স্কন্ধ যার স্থূল-কায়, আলবালে মহামূল
যাহার বেষ্টিত
—সেই সে মহান তরু দৈব-বশে হয়ে দগ্ধ
সুসূক্ষ্ম অঙ্কুর তাহে হইলে উদ্‌গম
—ছায়ার্থী আমরা যে গো— তাহাতেই আমাদের
আশা-বৃন্ত কোন মতে করি গো বন্ধন ॥

(কঞ্চুকীকে দেখিয়া) জয়ন্ধর! আমাদের গা ছুঁয়ে শপথ করলে, তবুও যাচ্চ না?

কঞ্চু।—(কাঁদিয়া) হা মহারাজ পাণ্ডু! অজাতশত্রু, ভীমার্জ্জুন নকুল-সহদেব—তোমার এই পুত্রদের এ কি দারুণ পরিণাম! হা দেবি কুন্তি! ভোজরাজ-ভবন-পতাকা!

তব ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ,—তাঁরি জ্যেষ্ঠ, অর্জ্জুনের
শ্যালক—আচার্য্য বলরাম
মত্ত বা উন্মত্ত হয়ে, কুরু-পদ্ম-বন-দন্তী
ভীমের গো নাশিল পরাণ।
সেই সঙ্গে একেবারে দগ্ধ হল তব সেই
তনয়-কানন
—যাহারা করিত সবে ধরণীরে সুশীতল
ছায়া বিতরণ ॥

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

যুধি।—জয়ন্ধর! জয়ন্ধর!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি।—আর একটা কথা বলি শোনো। যদি সৌভাগ্যক্রমে

তোমাদের কখন আবার জয় হয়, তাহলে আমার নাম করে'
অর্জ্জুনকে বল্‌বে :—

হলধর হেতু বটে আমার স্নেহের সে
অনুজ-নিধনে।
তবু সেই কৃষ্ণানুজ স্বাভাবিক সখা তব
জানিও গো মনে।
তাই বলি, শোনো ভাই,
না করিও তাঁর পরে রাগ ;
যাও বনে, নিরদয়
ক্ষাত্র-ধর্ম্ম করি' পরিত্যাগ॥

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

যুধি।—(অগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া সহর্ষে) ঐ দেখ, শিখারূপ হস্ত উত্তোলন করে' অগ্নিদেব আমার মত দুঃখী জনকে আহ্বান করচেন—এইবার তবে ভগবান হুতাশনকে ইন্ধন-স্বরূপ আপনাকে অর্পণ করি।

দ্রৌ।—ক্ষান্ত হও মহারাজ, তোমার ন্যায় আমারো সমান অকৃত্রিম প্রণয়, আমিই আগে যাব।

যুধি।—এসো, এক সঙ্গেই এই সৌভাগ্য ভোগ করা যাক্।

দাসী।—হা ভগবান লোকপালগণ! এই চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষিকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ও খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবের তৃপ্তিসাধন করেচেন, যিনি অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি সেই সুগৃহীত-নামা মহারাজ যুধিষ্ঠির। আর ইনি পাঞ্চাল-রাজকুল-দেবতা, যজ্ঞবেদি-সম্ভবা দেবী যাজ্ঞসেনী। এঁরা দুজনেই, নির্দ্দয় কালাগ্নি-মধ্যে আমাদের ইন্ধন-রূপে

নিঃক্ষেপ করচেন? রক্ষা কর, রক্ষা কর। (তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে পতিত হইয়া) মহারাজ! দেবি! আপনারা করচেন কি?

যুধি।—দেখ বুদ্ধিমতিকে! দ্রৌপদী নাথ-হারা হয়ে, আর আমি প্রিয় অনুজ-হারা হয়ে, আমরা যা করতে পারি তাই করচি। ওঠো, জল নিয়ে এসো।

দাসী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) জয় মহারাজের জয়!

যুধি।—পাঞ্চালি! তুমি তবে এখন তোমার অনুরক্ত বৃকোদরের ও প্রিয় অর্জ্জুনের উদক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

দ্রৌ।—মহারাজ, তুমি কর—আমি ততক্ষণ অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করি।

যুধি।—দেখ, লোকাচার অনতিক্রমণীয়; আচ্ছা বাছা, জল নিয়ে এসো।

দাসী।—(তথা করণ)

যুধি।—(পদ প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া) এই জল গাঙ্গেয় গুরুদেব শান্তনু-নন্দন প্রপিতামহ ভীষ্মকে—এই জল পিতামহ চিত্রবীর্য্যকে। (সাশ্রুলোচনে) তাত! এইবার তোমার পালা। এই জল স্বর্গস্থ গুরুদেব পিতা সুগৃহীত নামা মহারাজ পাণ্ডুকে।

আজ হতে আর নাহি
পাবে জল আমার এ হাতে;
তোমারে ও জননীরে
দেই জল, পিয়ো এক সাথে॥

জলজ-নীল-লোচন ভীম ও গো! এই জল
তব তরে দত্ত।
তোমার আমার তরে থাকুক গো ইহা এবে
হয়ে অবিভক্ত।
পিপাসিত হইলেও ক্ষণকাল তরে তুমি
থাকো ধৈর্য্য ধরি';
তব সনে এক-সাথে পি'তে জল আসিতেছি
আমি ত্বরা করি'॥

অথবা, তুমি ভাই সুক্ষত্রিয়দের গতি লাভ করেছ, আমি মৃত হলেও বোধ হয় তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না। ভাই ভীমসেন!

মোর পান হলে শেষ তবে করিয়াছ পান
তুমি মাতৃ-স্তন।
আমার উচ্ছিষ্ট দুধে তুমি করিয়াছ পরে
জীবন ধারণ।
সোম-যজ্ঞেতেও দেখ আমা-তোমা-মাঝে ছিল
এমনি বিধান;
বল দেখি কেন তবে মোর অগ্রে পিণ্ড-জল
করিতেছ পান?

কৃষ্ণা! ভীমকে এইবার তুমি জলাঞ্জলি দেও।

দ্রৌ।—ওলো বুদ্ধিমতিকে! আমাকে জল দে।

দাসী।—(তথা করণ)

দ্রৌ।—(নিকটে গিয়া, এক অঞ্জলি জল লইয়া) কাকে জল দেব?

তারে দেও জল ওগো! স্বর্গলাভ হইয়াছে
সহসা যাহার।

যার তরে কাঁদি কাঁদি, গান্ধারীর তুল্য দশা
হয়েচে মাতার ॥

দ্রৌ।—দেখ নাথ! পরিজনেরা যে জল এনেচে এই জল স্বর্গে তোমার পাদোদক হবে।

যুধি।—অর্জ্জুনাগ্রজ!

মমানুজ ভীম ও গো! প্রতিজ্ঞা না করি পূর্ণ
গেছ তুমি চলি';
মুক্তকেশ হইয়াই দিলেন তোমার প্রিয়া
এই জলাঞ্জলি ॥

দ্রৌ।—ওঠো মহারাজ! দেখ, তোমার ভ্রাতা দূরে চলে যাচ্চেন।

যুধি।—(দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন) পাঞ্চালি! স্বর্গে গিয়ে বৃকোদরকে আলিঙ্গন করতে পারবে, তারই এই নিমিত্ত-সূচনা হচ্চে। আচ্ছা, এইবার তবে অগ্নি-মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করা যাক্।

দ্রৌ।—আ! এইবার আগুন জ্বলেচে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কুঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! রক্তাক্ত-বসনে, যম-দণ্ডের ন্যায় রক্ত-লিপ্ত গদা-বজ্র উত্তোলন করে', সাক্ষাৎ যমের মত সেই কৌরবাধম, পঞ্চাল-রাজ-তনয়াকে ইতস্তত অন্বেষণ করতে করতে এই দিকেই আস্‌চে।

যুধি।—হা!—দৈবই দেখ্‌চি সন্ধান বলে' দিয়েচেন। হা গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন! (মূর্চ্ছিত-প্রায়)

দ্রৌ।—হা আর্যপুত্র! ধনঞ্জয় তোমাকেই যে আমি স্বয়ম্বরে বরণ করেছিলেম—কোথায় তুমি? তুমি এই সময়ে এসে তোমার প্রিয় ভ্রাতা মহারাজকে—এই দাসীকে কেন দেখা দিচ্চ না? (মূর্চ্ছিতা)

যুধি।—হা! অদ্বিতীয় বীর! তুমিই নিবাত কবচকে নিহত করে' দেবলোককে নিষ্কণ্টক করেছিলে; তুমিই তো বদরী আশ্রমের দুই মুনি নর-নারায়ণের মধ্যে দ্বিতীয় মুনি। তোমারই তো অস্ত্রশিক্ষার প্রভাব দেখে ভীষ্মদেব তুষ্ট হয়েছিলেন। হা! তুমিই রাধেয়-কুল-কমলিনীর প্রলয়-বর্ষা! তুমিই দুর্য্যোধনকে চিত্ররথের হস্ত হতে মুক্ত করেছিলে।—হা! পাণ্ডব-কুল-কমলিনীর রাজহংস!

স্নেহময়ী জননীর
        না করিয়া চরণ বন্দন
আমারেও না বলিয়া
        —না করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন,
স্বয়ম্বর-বধূ তব—
        তাহারেও না কিছু জিজ্ঞাসি'
কোথা গেলে ভাই তুমি
        হইয়া গো সুদীর্ঘ প্রবাসী?

(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু।—ওঃ কি কষ্ট! এই দুরাত্মা সুযোধন এই দিকেই যে আস্‌চে—এখানে এসে দেখ্‌চি ও যা ইচ্ছা তাই করবে। এই সময়ে কালোচিত প্রতিকার করা আবশ্যক। বাছা বুদ্ধিমতি! পাঞ্চাল-রাজতনয়াকে শীঘ্র এই চিতার নিকটে নিয়ে এসো। (দাসীর

প্রতি) বাছা! তুমিও দেবীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কিম্বা নকুল-সহদেবকে বল;—এখন ভীমার্জ্জুন অস্তগত, এই অসহায় অবস্থায় মহারাজের আর পরিত্রাণ কোথায়?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওগো সমস্ত-পঞ্চক নিবাসিগণ! দেখ, রক্তাস্বাদন-মত্ত যক্ষ-রক্ষ পিশাচ-ভূত বেতাল—আর কঙ্ক গৃধ্র জম্বুক উলুক বায়স প্রভৃতিরাই এখন অবশিষ্ট—যোদ্ধাদের আর কোথাও দেখা যাচ্চে না। আমাকে দেখে তবে আর ভয় করচ কেন? যাজ্ঞসেনী এখন কোথায় বল দিকি?—আমি কি তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করব? আচ্ছা শোনো:—

তাড়ন করিয়া উরু দুঃশাসন লীলাচ্ছলে
বস্ত্র যার করে উন্মোচন,
আর যার মস্তকের কবরী খুলিয়া দেয়
কেশগুচ্ছ করি' আকর্ষণ,
—সেই সে দ্রৌপদী দেবী— বল দেখি মোরে, তিনি
কোন্ স্থানে আছেন এখন?

কঞ্চু।—হা দেবি যজ্ঞ-বেদি-সম্ভবে! তুমি এখন অনাথা, তাই তোমাকে সেই কুরু-কুলঙ্ক দুর্যোধন অপমান করতে আস্‌চে।

যুধি।—(সহসা উঠিয়া) পাঞ্চালি! ভয় নাই, ভয় নাই। কে আছে এখানে? আমার ধনুর্বাণ শীঘ্র নিয়ে আয়। দুরাত্মা দুর্য্যোধন! আয়! এই বাণ-বর্ষণে তোর গদা-কৌশল-সম্ভূত ভুজদর্প চূর্ণ করি। আর দেখ্, কুরুকুলাঙ্গার!

জরাসন্ধ-শত্রু সেই প্রিয় অনুজেরে মোর
দেখিয়া নিহত

—আর সেই ভাই যে গো হয়-কিরাতের সনে
হন যুদ্ধে রত—
তাদের নিধনে আমি না পারি করিতে আর
পরাণ ধারণ;
কিন্তু ক্রূর-চেতা ওরে! তোর প্রাণ সংহারিতে
আমি কি অক্ষম?

রক্তাক্ত-কলেবর গদাপাণি ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম।—(উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ) ওগো! সমন্ত-পঞ্চক-সঞ্চারী সৈনিকেরা! আমাকে দেখে তোমাদের এত ভয় কেন?

রক্ষ নই, ভূত নই, গভীর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু
উত্তীর্ণ হয়েচে যেই,
—আমি সেই ক্ষত্রিয় কুপিত।
রণানল-দগ্ধ-শেষ হে রাজন্য বীরগণ!
হত-করী-অশ্ব-পার্শ্বে,
লুকাইছ কেন হয়ে ভীত?

তোমরা বল, পাঞ্চালী কোথায়?

কঞ্চু।—দেবি! পাণ্ডু-পুত্র-বধূ! ওঠো ওঠো, এখনি চিতা-প্রবেশ করা শ্রেয়।

দ্রৌ।—(সহসা উঠিয়া) কি? এখনও আমি চিতার কাছে যাই নি?

যুধি।—কে আছে এখানে? তূণীর-সমেত আমার ধনু নিয়ে আয়। কি?—কোনও পরিজনই এখানে নেই? আচ্ছা

তবে, বাহু-যুদ্ধেই দুরাত্মাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে’, তার পর অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করি। (কটি বন্ধন)

কঞ্চু।—দেখ দেবি! দুঃশাসন-আকৃষ্ট নেত্র-রোধী এই কেশ-পাশ এইবার বন্ধন কর। আর প্রতীকারের আশা নাই। শীঘ্র চিতার নিকটে এসো।

যুধি।—না না, সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত না হলে কেশ বন্ধন করা উচিত নয়।

ভীম।—দেখ পাঞ্চালি! দুঃশাসন যে চুল খুলে দিয়েচে,—আমি বেঁচে থাকতে—সে চুল নিজের হাতে কখনই তুমি বাঁধতে পারবে না।

(দ্রৌপদী ভয়ে পলায়ানোদ্যত)

ভীম।—ভীরু! দাঁড়াও দাঁড়াও—এখন কোথায় যাচ্চ? (কেশ ধরিতে উদ্যত)

যুধি।—(সবেগে আসিয়া ভীমকে আলিঙ্গন) দুরাত্মা! ভীমার্জ্জুন-শত্রু! হতভাগা দুর্য্যোধন!

আশৈশব প্রতিদিন
অপরাধ করি’ পদে-পদে,
দুটি রাজপুত্রে তুই
বধিলিরে মত্ত ভুজ-মদে।
এবার পেয়েছি তোরে
মোর এই ভুজ-অভ্যন্তরে,
না পাবি যাইতে তুই
প্রাণ লয়ে এক-পা অন্তরে॥

ভীম।—এ কি! সুযোধন মনে করে’ দাদা আমাকে এরূপ নির্দ্দয়

ভাবে আলিঙ্গন করচেন কেন? দাদা! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্।

কঞ্চু।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি?—কুমার ভীমসেন?—মহারাজ! কি সৌভাগ্য! কুমার ভীমসেনই বটে। পরিধান-বস্ত্র দুর্য্যোধনের রক্তে রক্তময়, তাই চিন্‌তে পারা যাচ্ছিল না—এখন আর কোন সন্দেহ নাই।

দাসী।—(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে' চুল বেঁধে দেবার জন্য কুমার ভীমসেন তোমায় খুঁজচেন।

দ্রৌ।—ও লো! আমাকে অলীক কথা বলে' কেন আশ্বাস দিচ্চিস বল্ দিকি?

যুধি।—জয়ন্ধর! সত্যই কি ভীম?—না আমার শত্রু সেই হতভাগা সুযোধন?

ভীম।—মহারাজ অজাতশত্রু! এখন আর সেই দুরাত্মা সুযোধন কোথায়?—সেই পাণ্ডুকুল-অপমানকারী দুরাত্মার শরীর আমি:—

ভূমিতে করেছি ক্ষিপ্ত, লিপ্ত এবে ভীম-গাত্র
দেখ এই রক্তের চন্দনে।
সসাগরা ধরা-সহ রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত
তোমাতেই নৃপতি এক্ষণে।
রণ-দাবানলে দগ্ধ সমস্ত কৌরব-কুল
—ভৃত্য মিত্র বীর নাহি লেশ।
যে নাম করিলে এবে, —ধার্ত্তরাষ্ট্র-মাঝে, সেই
নাম মাত্র আছে অবশেষ॥

যুধি।—(ভীমকে অবলোকন করিয়া অশ্রু-মার্জ্জন)

ভীম।—(পদতলে পতিত হইয়া) জয় হোক্ দাদার!

যুধি।—ভাই! অশ্রু-জলে আমার চক্ষু আচ্ছন্ন, তাই তোমার মুখ-চন্দ্র আমি দেখ্‌তে পাচ্চি নে। বল, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা প্রাণে-প্রাণে বেঁচে আছ তো?

ভীম।—আপনার শত্রু-পক্ষ সমস্ত নিহত—ভীমার্জ্জুনও বেঁচে আছে।

যুধি।—(সস্নেহে পুনর্ব্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

রিপু-বধ-কথা থাক্
তাহে কিবা প্রয়োজন আর?
তুমি সেই বক-রিপু
ভীম কি না—বল শত বার॥

ভীম।—হাঁ দাদা—আমিই সেই ভীম।

যুধি।—

জরাসন্ধ-উরু-সরে
—তার সেই রুধিরাক্ত জলে
তুমিই মকর-সম
করিয়াছ কেলি কুতূহলে?

ভীম।—হাঁ, আমিই সেই ভীম। দাদা! ক্ষণেকের জন্য আমাকে এখন ছেড়ে দিন।

যুধি।—কেন, আর কি কিছু বাকি আছে ভাই?

ভীম।—প্রধান কর্ম্মই বাকি। এই দুর্য্যোধনের রক্ত গায়ে শুকুতে না শুকুতেই দ্রোপদীর বেণীবন্ধন করে দিতে হবে।

যুধি।—শীঘ্র যাও ভাই, অভাগিনী দ্রোপদীর আজ বেণী-সংহার উৎসব সম্ভোগ হোক্।

ভীম।—ও গো পাঞ্চাল-রাজ তনয়ে! সুসংবাদ বলি শোনো, আমি এইমাত্র শত্রুকুল ধ্বংশ করে' এলেম।

দ্রৌ।—জয় হোক্ নাথ জয় হোক্! (ভয়ে দূরে গমন)

ভীম।—আমাকে দেখে ভয় পাচ্চ কেন? দেখ:—

বুদ্ধিমতিকে! পাণ্ডব-পত্নীকে যে উপহাস করেছিল সেই ভানুমতী এখন কোথায়? ওগো যজ্ঞবেদি-সম্ভবে যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌ।—আজ্ঞা কর নাথ।

ভীম।—

নৃপতি-সভার মাঝে
নর-পশু যেই দুঃশাসন
তব কেশ-গুচ্ছ ধরি'
সবলে করিল আকর্ষণ,
পীত-শেষ রক্তে তার
সিক্ত মোর এই কর-দ্বয়
কর' স্পর্শ; দেখ প্রিয়ে!
আর এই রক্ত সমুদয়
—গদাঘাতে বিচূর্ণিত　　কুরু-রাজ-উরু হতে
যাহা বিনিঃসৃত—
অঙ্গে অঙ্গে লিপ্ত হয়ে　　অপমানানল তব
হোক্ নির্ব্বাপিত॥

বুদ্ধিমতিকে! এখন সে ভানুমতি কোথায়? পাণ্ডব-পত্নীকে সে তখন উপহাস করেছিল না? দেখ, যজ্ঞবেদি-সম্ভবে! যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌ।—আজ্ঞা কর; নাথ!

ভীম।—প্রিয়ে! মনে আছে যা আমি তোমার কাছে প্রথমে বলে গিয়েছিলেম? ("চলন্ত ভুজ-ঘূর্ণিত গদার আঘাতে" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

দ্রৌ।—মনে আছে বৈকি। আর শুধু মনে থাকা নয়—এখন আবার তা প্রত্যক্ষ দেখ্‌চি।

ভীম।—দেখ, দুঃশাসন যে বেণী খুলে দিয়েছিল, যে বেণী ধার্ত্ত-রাষ্ট্রকুলের কাল-রাত্রি-স্বরূপ, সেই বেণী—এস প্রিয়ে—এইবার বেঁধে দি।

দ্রৌ।—অনেক দিন চুল বাঁধি নি—এ কাজ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেম, তোমার প্রসাদে আবার আমার সে শিক্ষা হবে।

ভীম।—(বেণীবন্ধন)

নেপথ্যে।

মহাসমরাগ্নির দগ্ধ-শেষ রাজন্যকুলের স্বস্তি হোক্!
যার কেশ উন্মোচনে, পাণ্ডু-পুত্র নৃপতিরা
ক্রোধান্ধ হইয়া অতি প্রবেশি' সমরে
দিশি দিশি রাজাদের অন্তঃপুর-নারীগণে
মুক্ত-কেশ করিল গো চিরকালতরে;
সেই কৃষ্ণা-কেশ-পাশ কুরু-ধূম-কেতু-প্রায়
—এবে তার হইল বন্ধন।
প্রজার নিধনে এবে হউক বিরাম, আর
কল্যাণ লভুক নৃপগণ॥

যুধি।—দেবি দেখ, এই নভস্তল-বিহারী সিদ্ধ-পুরুষেরা তোমার বেণীসংহার হ'ল বলে' আনন্দ প্রকাশ করচেন।

বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

বাসু।—(নিকটে আসিয়া) যাঁর সমস্ত অরাতি-মণ্ডল নিহত, সেই অনুজ-পরিবেষ্টিত পাণ্ডব-কুল-চন্দ্রমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

অর্জ্জু।—ভগবানের জয়!

যুধি।—(দেখিয়া) এ কি! ভগবান বাসুদেব যে! আর, এই যে অর্জ্জুন! ভগবন্! অভিবাদন করি। (অর্জ্জুনের প্রতি) এসো ভাই এসো, আমাকে আলিঙ্গন কর।

অর্জ্জু।—(প্রণাম করণ)

যুধি।—(বাসুদেবের প্রতি) দেব! ভগবান পুণ্ডরীক স্বয়ং যাকে শুভ-উপদেশ প্রদান করেছেন, তার জয় ভিন্ন আর কি হতে পারে?

গুরুত্ব-গুণ-অন্বিত প্রকৃতি-বিকার-জাত
মূরতি তোমার।
সৃষ্ট জীবদের তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু
—ত্রিগুণ-আধার।
অচিন্ত্য অজর অজ— তব ধ্যানে যদি হয়
বিশ্ব-দুঃখ ক্ষয়,
প্রত্যক্ষ দর্শনে তব না জানি গো ভগবান
আরো কিবা হয়॥

(অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই! আমাকে আলিঙ্গন কর।

বাসু।—দেখ, ব্যাস-বাল্মীকি, জামদগ্ন্য, জাবালি প্রভৃতি এই সব মহর্ষিগণ তোমার মঙ্গল অভিষেকের আয়োজন করচেন;

নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি সেনাপতিগণ, ও যাদব মৎস্য মাগধকুলোদ্ভব রাজকুমারেরাও সেই নিমিত্ত তীর্থবারি-পূর্ণ কলস-সকল স্কন্ধে ধারণ করে' আছেন; আর, চার্ব্বাক তোমাকে প্রতারণা করেচে জান্‌তে পেরে আমিও অর্জ্জুনকে সঙ্গে করে' সত্বর এখানে এসেছি।

যুধি।—কি? চার্ব্বাক আমাদের প্রতারণা করেচে? (সরোষে) কোথায় সেই ধার্ত্তরাষ্ট্র-সখা রাক্ষসাধম যে আমাদের এরূপ বিষম চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়েছিল?

বাসু।—সেই দুরাত্মাকে ধৃত করা হয়েচে। এখন মহারাজ! বল, এ অপেক্ষা প্রিয়তর আকাঙ্খা তোমার আর কি আছে যা আমি পূর্ণ করতে পারি।

যুধি।—ভগবান তুমি যার প্রতি প্রসন্ন, তার তুমি কি না করে' থাকো? তবে কি না, আমি সাধারণ পুরুষার্থ লাভ করতে পারলেই সন্তুষ্ট—তার অধিক প্রার্থনা করতে আমি অক্ষম। দেখুন, ভগবন্!

হইয়া ক্রোধান্ধ মোরা করি' রিপু-কুল ক্ষয়
অক্ষত আছি পঞ্চজন।
আমার দুর্নীতি-হেতু যেই অপমানার্ণবে
হয়েছিল পাঞ্চালী পতন
—তা' হতে উত্তীর্ণ এবে; আর তুমি নরোত্তম!
সুপ্রসন্ন মনে
সাদরে কহিছ কথা —পুণ্যবান মনে করি'—
এ অধম সনে

—এর চেয়ে প্রিয়তর কি আর প্রার্থনা করি
তোমার সদনে ?

তথাপি ভগবান আমার প্রতি প্রীত হয়ে আরও যদি কিছু প্রসাদ বিতরণ করতে ইচ্ছা করে' থাকেন তাহলে আমার এখন এই প্রার্থনা :—

অকৃপণ হয়ে লোকে শতবর্ষ পূর্ণ করি'
থাকুক জীবিত ;
ভগবান ! তোমা-পরে অদ্বৈধ ভকতি যেন
হয় সমর্পিত।
ভুবন-বৎসল ভূপ
—পুণ্য
—গুণ-বিশেষজ্ঞ
সৎকা

সমাপ্ত